Acc. No. 21 Shelf No. A 1 5 R 3

Title
SubTitle Sādhana Patha

Role [Author ✓] [Editor] [Comment.] [Transl.] [Compiler] [ ]

Bhaktisiddhanta Sarasvati

Edition

Publisher Gaudiya Math

Place Kalikata Year 1928 Ind.Yr.

Lang. Bengali Script Bengali

Subject

P.T.O. ➡

digitized at BRCindia.com

Acc No 221

[illegible]

[illegible] কলিকাতা

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপাদ

digitized at BRCindia.com

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

সাধন-পথ

(শ্রীশিক্ষাষ্টক ও উপদেশামৃত)

শ্রীনন্দনন্দনাভিন্নবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শ্রীমুখবিগলিত শ্রীশিক্ষাষ্টকমূল শ্রীমদ্ভক্তি-
বিনোদ ঠাকুর-রচিত সম্মোদনভাষ্য এবং গীতি, শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী
ঠাকুর-লিখিত লঘুবিবরণ ; এবং ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য শ্রীগৌরপার্ষদবর
শ্রীমদ্রূপগোস্বামীরচিত শ্রীউপদেশামৃতমূল শ্রীভক্তিপ্রদীপ-
তীর্থকৃত অন্বয়, শ্রীমদ্রাধারমণদাস গোস্বামি-বিরচিত
"উপদেশপ্রকাশিকা টীকা" ও শ্রীমদ্ভক্তি-
বিনোদ ঠাকুর-কৃত "পীযূষ-বর্ষিণী বৃত্তি"
তথা শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-
রচিত "অনুবৃত্তি,"
ভাষ্যদ্বয়-সমন্বিত

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী চিদ্বিলাস

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপাদ

সম্পাদিত

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রদীপতীর্থ-প্রকাশিত।
শ্রীগৌরাব্দ ৪৪২, পুরুষোত্তম।

digitized at BRCindia.com

২৪৩।২ আপার সারকুলার রোডস্থিত
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীঅনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারী বি, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

digitized at BRCindia.com

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশিক্ষাষ্টক

(নামতত্ত্ব)

চরম সাধন কি?

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহা-
দাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং
বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥১॥

digitized at BRCindia.com

সম্মোদন ভাষ্যম্

পঞ্চতত্ত্বান্বিতং নিত্যং প্রণিপত্য মহাপ্রভুম্। নাম্না সম্মোদনং শিক্ষাষ্টকভাষ্যং প্রণীয়তে ॥ ভগবান্ ব্রহ্ম কাৎর্স্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া। তদধ্যবস্যৎকূটস্থো রতিরাত্মন্ যতোভবেৎ ॥ ইতি সিদ্ধান্তবাক্যেন কেবলং ভক্তেঃ পরমার্থপ্রদত্বং সিধ্যতি নান্যেষাং কর্ম্মজ্ঞানাদীনাম্। শাস্ত্রার্থাবধারণময়ীং ভগবল্লীলামাধুর্য্যলোভময়ীং বা শ্রদ্ধাং বিনা শুদ্ধা ভক্তির্লভ্যা ন ভবতি। জাতায়ামপি তথাভূতশ্রদ্ধায়াং সৎসঙ্গেন বিনা শ্রবণকীর্ত্তনলক্ষণা হরিকথা ন সম্ভবতি। "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ" ইত্যাদিনা সৎসঙ্গপ্রভাবেন ভগবন্নামরূপগুণলীলানুকীর্ত্তনং স্যাৎ, শ্রীমন্মহাপ্রভুশিক্ষায়াং সর্ব্বাদৌ তস্য মাহাত্ম্যং নিগদিতম্। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনস্য সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপত্বাৎ চতুর্থপাদান্তর্গতপরমিতি শব্দেন শ্রদ্ধাসৎসঙ্গানন্তরং ভজনক্রিয়ান্তর্গতশ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনমেবাত্র বোদ্ধব্যং; নতু প্রতিবিম্বভক্ত্যাভাসান্তর্গতহরিসংকীর্ত্তনম্। অত্রাষ্টকে সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন বিচারগর্ভজীবকর্ত্তব্যতা স্বকীয়বচনব্যাজেনোক্তা। অস্মিন্ ভাষ্যে তত্তদ্বিষয়বিচারোঽপি সংক্ষেপেণ বক্তব্যঃ। শুদ্ধবৈষ্ণব-জনপরিসেবিতচরণঃ শ্রীমৎ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বদতি শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং বিজয়ত ইতি। মায়াশক্তিপ্রসূতপ্রাপঞ্চিকে বিশ্বে কথং কৃষ্ণকীর্ত্তনং বিজয়তে? শ্রূয়তাম্ "একমেবাদ্বিতীয়"মিতি শ্রুতেঃ পরমতত্ত্বস্যৈকত্বং, "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইতি শ্রুতিবচনাত্তত্ত্বস্য নির্ব্বিশেষত্বং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মে"তি নিগমবচনাত্তস্যৈব সর্ব্বদা সবিশেষত্বং সিদ্ধম্। যুগপৎ সবিশেষনির্ব্বিশেষৌ সিদ্ধৌ সবিশেষস্য প্রতীতিরেব সুতরাং বলবতী নির্ব্বিশেষস্যোপলব্ধ্যভাবাৎ। অস্মত্তত্ত্বাচার্য্যাঃ শ্রীমজ্জীবচরণা বদন্তি। একমেব পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব জীবপ্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে। সূর্য্যান্তরমণ্ডলস্থিততেজ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গত-তদ্রশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ। অত্রেদমেবোক্তং ভবতি। ভগবানেব পরমং-

digitized at BRCindia.com

তত্ত্বম্। সএব শক্তিমান্। "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ" ইতিব্রহ্মসূত্রাৎ তয়োরভেদঃ। কিন্তু "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইতি বেদবাক্যেন তয়াঽচিন্ত্যশক্ত্যা দুর্ঘট ঘটকত্বমপি সিধ্যতি। অতো নিত্যভেদোঽপ্যনিবার্য্যঃ, সতু কেবলাদ্বৈতবাদযুক্ত্যা ন নিবর্ত্তনীয়ঃ। সা পরা শক্তিরন্তরঙ্গা তটস্থা-বহিরঙ্গাভেদেন ত্রিধাবভাসতে। তত্রান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যা পূর্ণে নৈব স্বরূপেণ তত্তত্ত্বং সর্ব্বকল্যাণগুণাশ্রয়তয়া ভগবদ্রূপেণ নিত্যং বিরাজতে। তল্লীলাসম্পাদনার্থং তদানুকূল্যময্যা তয়া স্বরূপশক্ত্যা তত্তত্ত্বং বৈকুণ্ঠাদি-স্বরূপবৈভবরূপেণাবতিষ্ঠতে। পুনস্তটস্থশক্ত্যা রশ্মিপরমাণুস্থানীয়-চিদেকাত্ম-জীবরূপেণ তদেব বর্ত্ততে। বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া শক্ত্যা প্রতিচ্ছবিগত-বর্ণশাবল্যস্থানীয় তদীয় বহিরঙ্গবৈভব-জড়াত্মপ্রধানরূপেণাপি তল্লক্ষ্যতে। এবম্প্রকারেণ জীব-জড়-বৈকুণ্ঠ-ভগবৎস্বরূপাণামচিন্ত্যভেদাভেদৌ জ্ঞেয়ৌ। জীবস্যাপি তদেকদেশত্বং তদাশ্রয়ত্বাৎ। বিহশ্চরত্বং তজ্জ্ঞানাভাবাৎ। ছায়য়া রশ্মিবৎ মায়য়াভিভাব্যত্বাচ্চ ব্যপদিশ্যতে। তচ্ছক্তিত্বঞ্চ তয়ৈব তদীয় লীলোপকরণত্বাৎ। তটস্থশক্তিস্বভাবাত্তস্য মায়াভিভাব্যত্বমপি সম্ভবতি। মায়াবশতাপন্নানাং তেষাং জীবানাং সংসারদুঃখম্। স্বরূপশক্তি-সম্বন্ধান্মায়ান্তর্দ্ধানে সংসারনাশঃ, স্বস্বরূপাবস্থিতিশ্চ। মায়ামুগ্ধানাং জীবানাং পুনঃ পুনঃ সংসারক্লেশানুভবানন্তরং যদা সৎপ্রসঙ্গাৎ শাস্ত্রতাৎপর্য্যে বিশ্বাসো ভগবন্মাধুর্য্যে লোভাবাজায়তে, তদা তেষাং স্বরূপশক্তেহ্লাদিনীসারবৃত্তি-ভূতায়াং ভক্তাবধিকারো ভবতি। জাতয়া শ্রদ্ধয়া গুরুচরণাশ্রয়রূপসৎসঙ্গ-প্রভাবাৎ তত্ত্বশ্রবণং ঘটতে। শ্রবণানন্তরং যদা তৎকীর্ত্তনং ভবতি, তদা মায়াদমনপ্রক্রিয়ারূপ জীবস্বরূপ বিক্রম এব লক্ষ্যতে। প্রপঞ্চে হরিকীর্ত্তন-বিজয়স্যৈষা প্রক্রিয়া। এবম্ভূতকৃষ্ণকীর্ত্তনাজ্জীবস্য সপ্তপ্রকারফলসিদ্ধিরপি দর্শিতা ; চেতোদর্পণমার্জ্জনমিত্যাদিনা। তান্যেব পৃথক্ পৃথক্ বিবেচয়িষ্যামি। চেতোদর্পণমার্জ্জনমিত্যাদিনা জীবস্য স্বরূপতত্ত্বং বিবৃতম্। তথা শ্রীমজ্জীব-

digitized at BRCindia.com

চরণাঃ—জীবাখ্যসমষ্টিশক্তিবিশিষ্টস্য পরমতত্ত্বস্য খণ্ডাংশ একোজীবঃ। সচ তেজোমণ্ডলস্য বহিশ্চররশ্মিপরমাণুরিব পরমচিদেকরসস্য তস্য বহিশ্চরচিৎ-পরমাণুঃ। তথা শ্রীমদ্বেদান্তভাষ্যকারোঽপি,—বিভুচৈতন্যমীশ্বরোঽণুচৈতন্যং জীবঃ, নিত্যং জ্ঞানাদিগুণকত্বং অস্মদর্থত্বং চোভয়ত্র জ্ঞানস্যাপি জ্ঞাতৃত্বং প্রকাশস্য রবেঃ প্রকাশকত্ববদবিরুদ্ধম্। তত্রেশ্বরঃ স্বতন্ত্রঃ স্বরূপশক্তিমান্, প্রকৃত্যাত্মনুপ্রবেশনিয়মনাভ্যাং জগদ্বিদধৎ। ভক্তিব্যঙ্গ্য একরসঃ প্রযচ্ছতি চিৎসুখং স্বরূপম্। জীবাত্মনেকাবস্থা বহবঃ। পরেশবৈমুখ্যাত্তেষাং বন্ধস্তৎ সাম্মুখ্যাত্তু তৎস্বরূপ-তদ্গুণাবরণরূপদ্বিবিধবন্ধনিবৃত্তিস্তৎস্বরূপাদি-সাক্ষাৎকৃতিরিতি। এতেন জীবস্যাণুত্বং চিৎস্বরূপত্বং শুদ্ধাহঙ্কারশুদ্ধচিত্ত-শুদ্ধদেহবিশিষ্টত্বঞ্চ জ্ঞাপিতম্। পরেশবৈমুখ্যাৎ বহিরঙ্গভাবাবিষ্টত্বাচ্চ শুদ্ধাহঙ্কারগতশুদ্ধচিত্তস্যাবিদ্যামলদূষণমপি সূচিতম্। জীবস্য শুদ্ধস্বরূপে যৎ শুদ্ধচিত্তং তস্মিন্মায়াবরণ রূপাঽবিদ্যামলদূষিতে সতি চিত্তদর্পণস্য কার্য্যাক্ষমত্বং সুতরাং ঘটতে। ততঃ কারণাৎ স্বরূপযাথাত্ম্যদর্শনং ন সম্ভবতি। কিন্তু হ্লাদিনীসারবৃত্তিভূতাভক্তির্যদা প্রবর্ত্তেত তদা শ্রবণানন্তরং শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং প্রাদুর্ভূয় সর্ব্বাণ্যবিদ্যামলানি দূরীকরোতি। তদা প্রকটিতশুদ্ধচিত্তোজীবঃ শুদ্ধাহঙ্কারযুক্তঃ পরেশজীবপ্রকৃতিকালকর্ম্মাত্মকং পঞ্চতত্ত্বং স্বচিত্তদর্পণে যথাযথং পশ্যতীতি ভাবঃ। চিত্তদর্পণে মার্জ্জিতে সতি স্বরূপ যাথার্থ্য-দর্শনাৎ স্বধর্ম্মদর্শনমপি ঘটতে। স্বধর্ম্মঃ ভগবদ্দাস্যমিতি। তৎপ্রবৃত্তৌ সংসারপ্রবৃত্তিস্তু কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তিরূপেণ পরিণমতি। ভবঃ জীবস্য প্রপঞ্চ-জন্ম। স এব মহাদাবাগ্নিস্তন্নির্ব্বাপণং নির্ব্বাণং শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং বিনা ন ভবেদিতি ভাবঃ। স্বধর্ম্মজ্ঞানে লব্ধে সতি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনং কিং সমাপ্যতে? নহি নহি, হরিকীর্ত্তনস্য নিত্যধর্ম্মত্বে সিদ্ধে তস্যৈব স্বরূপগতধর্ম্মাঙ্গত্বমিতি বদন্ শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণমিতি বিশেষণং ব্যবহরতি। মায়ামুগ্ধ-জীবানাং মায়াভোগ এব শ্রেয়স্ততোঽনিবারঃ সংসারঃ। মায়াবৈতৃষ্ণ্যপূর্ব্বিকা

শ্রীকৃষ্ণসেবা তু তেষাং শ্রেয়ঃ। শ্রেয় এব কৈরবং কুমুদং তৎপ্রকাশিকা ভাবচন্দ্রিকা তাং বিতরয়তি। "ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা" ইতি ন্যায়েন শ্রদ্ধাবতাং শ্রবণকীর্ত্তনাদ্যাভাসভক্ত্যা শুদ্ধা ভক্তিঃ প্রাদুর্ভবতি। অত্র চন্দ্রোপমা তু তন্নিঃসৃতামৃত কল্পনয়েতি। নমু শুদ্ধভক্তি লব্ধানাং কদা স্বস্বরূপ-প্রাপ্তিরিতি পূর্ব্বপক্ষমাকলয্য "বিদ্যাবধূজীবনমিতি" বদতি শ্রীগৌরচন্দ্রঃ। ভগবচ্ছক্তির্বস্তুত একা। তস্যা দ্বে বৃত্তী বিদ্যাঽবিদ্যাচ। বিদ্যয়া সা যোগমায়াস্বরূপশক্তিরিতি পরিচীয়তে। অবিদ্যয়া সা জড়প্রসবিনী জীব-স্বরূপগুণাবরণকারিণীচ। শ্রবণকীর্ত্তনাদিসাধনসময়ে যদা শুদ্ধা ভক্তিরুদেতি তদা স্বস্যাঽবিদ্যত্বং পরিহৃত্য বিদ্যয়া চিদেতরবিতৃষ্ণাজননী সাপি জীবস্য স্থূললিঙ্গময়মৌপাধিকদেহদ্বয়ং বিনাশ্য তস্য স্বরূপগতং শুদ্ধচিদ্দেহং অধিকারভেদেন মধুররসাস্বাদনায়তনং গোপিকাদেহমপি প্রকটয়তি। অতঃ কৃষ্ণসংকীর্ত্তনস্য বিদ্যাবধূজীবনত্বং সিদ্ধং ভবতি। স্বরূপশক্তেঃ শ্রীকৃষ্ণবধূত্বং লীলাবিলাসবর্ণনাদৌ দ্রষ্টব্যম্। স্থূললিঙ্গময়মায়িকশরীরে গতে সতি জীবস্যাণুত্বং নির্ম্মলং ভবতি। তদা তস্য সুখমপি পরমাণু-স্বরূপত্বাৎ ক্ষুদ্রং ভবতীতি পূর্ব্বপক্ষমাশঙ্ক্য শ্রীশচীনন্দনঃ শিক্ষয়তি "আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধন"মিতি। তদবস্থায়াং শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং তস্য জীবস্য স্বাভাবিকমানন্দং হ্লাদিনীসারবৃত্ত্যাঽনন্ত্যেনসম্বর্দ্ধয়তি। শুদ্ধস্বরূপপ্রাপ্ত-জীবোঽপ্যনন্তানন্দং লভতে ইতি ভাবঃ। তদবস্থায়াং চিদেকরসঃ সন্ জীবঃ প্রতিপদং পদে পদে অনুরাগেণ পূর্ণামৃতাস্বাদনং লভতে। নিত্য-নূতনবিগ্রহে ভগবতি তৃষ্ণানিবৃত্ত্যভাবাৎ নিত্যনূতনরসসম্ভোগোঽপি ঘটনীয়ঃ। ভোগচেষ্টায়া অপি শুদ্ধপ্রেমবিরোধিত্বাৎ, কথং তদবস্থায়াং নির্ম্মলানন্দলাভঃ স্যাদিতি বিচিন্ত্য শ্রীসন্ন্যাসীচূড়ামণিঃ "সর্ব্বাত্মস্নপন"মিতি বিশেষণং যোজয়তি। তদবস্থায়াং কৃষ্ণানন্দস্য নৈর্ম্মল্যাৎ স্বকামভোগাদিবাঞ্ছারহিতোঽয়ং জীবঃ স্বভাবতোহ্লাদিনী মহাভাবময়ী শ্রীমতীরাধিকা-পরিচারিকাস্বরূপেণ

digitized at BRCindia.com

যুগলবিলাসবিষয়ান্ সর্ব্বানন্দান্ সমশ্নুতে। অত্র "সর্ব্বাত্মস্নপনমিতি" পদদ্বয়েন মুক্তস্য সাযুজ্যান্তর্গত ব্রহ্মলয়দোষাণাং স্বীয়কাম-সম্ভোগাদিদোষাণাঞ্চ সম্পূর্ণ-ধৌতিরিতি পরিজ্ঞেয়ম্। এতৎ সপ্তগুণকং সচ্চিদানন্দস্বরূপ-যুগলপ্রেম-বিচিত্রলীলাপরং,—শ্রীকৃষ্ণস্য সংকীর্ত্তনং বিজয়তে বিশিষ্টতয়া সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে ॥১॥

গীতি

(ঝাঁকি-লোফা)

পীতবরণ কলিপাবন গোরা। গাওয়ই ঐছন ভাব-বিভোরা॥ চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জনকারী। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় চিত্তবিহারী॥ হেলা-ভবদাব-নির্ব্বাপণবৃত্তি। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় ক্লেশনিবৃত্তি॥ শ্রেয়কুমুদবিধু-জ্যোৎস্না-প্রকাশ। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় ভক্তিবিলাস॥ বিশুদ্ধ বিদ্যাবধূজীবনরূপ। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় সিদ্ধস্বরূপ॥ আনন্দপয়োনিধিবর্দ্ধন-কীর্ত্তি। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্লাবনমূর্ত্তি॥ পদে পদে পীযূষ স্বাদপ্রদাতা। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্রেমবিধাতা॥ ভক্তিবিনোদ স্বাত্মস্নপনবিধান। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্রেমনিদান॥ ১॥

চরিতামৃত

নামসংকীর্ত্তন হইতে হয় সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥
সংকীর্ত্তন হইতে পাপসংসারনাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্‌গম॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্‌গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥ ১॥

digitized at BRCindia.com

বিবৃতি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনায় নমঃ

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবের ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের জয় হউক।

অনন্ত প্রকার সাধনভক্তির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে বহুসংখ্যক ভক্ত্যঙ্গের বর্ণন আছে। প্রধানতঃ ভক্তিসাধনে চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বৈধ ও রাগানুগবিচারে কথিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদোক্তিতেও আমরা শুদ্ধ ভক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন, "শ্রীনামসংকীর্ত্তনই সকল প্রকার ভক্ত্যঙ্গের শ্রেষ্ঠতম অনুষ্ঠান"।

তত্ত্ববিদ্‌গণ চিন্মাত্রাবলম্বনে অর্থাৎ কেবল জ্ঞানদ্বারা অদ্বয়-জ্ঞান বস্তুকে 'ব্রহ্ম' সচ্চিদ্ বৃত্তি দ্বারা সেই বস্তুকে 'পরমাত্মা' এবং সচ্চিদানন্দ সর্ব্বশক্তিক্রমে সেই বস্তুকে 'ভগবান্' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভগবত্তত্ত্ব ঐশ্বর্য্যদর্শনে বাসুদেব ও ঐশ্বর্য্যশিথিল মাধুর্য্যদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীনারায়ণ সার্দ্ধদ্বিতয় রসের উপাস্য বস্তু, আর শ্রীকৃষ্ণ রস-পঞ্চকের ভজনীয় ধন। শ্রীকৃষ্ণ হইতেই বৈভবপ্রকাশবিগ্রহ বলদেব প্রভুর মহাবৈকুণ্ঠলীলা। তথায় নিত্য ব্যূহচতুষ্টয় নিত্য বিরাজিত।

কেবল মনের দ্বারা মন্ত্রজপ হয়। সেইকালে জপকর্ত্তা মননকারী প্রয়োজন সিদ্ধিলাভ করেন। কিন্তু ওষ্ঠ স্পন্দিত হইলে জপের অপেক্ষা অধিক ফলদায়ক কীর্ত্তন হইয়া যায়।

digitized at BRCindia.com

কীর্ত্তন হইলে শ্রবণকারীর শ্রেয়োলাভ ঘটে। সঙ্কীর্ত্তন শব্দে সর্ব্বতোভাবে কীর্ত্তন অর্থাৎ যাহা কীর্ত্তিত হইলে অন্যপ্রকার সাধনাঙ্গের সাহায্য আবশ্যক হয় না। শ্রীকৃষ্ণের আংশিক কীর্ত্তন 'সংকীর্ত্তন' শব্দের লক্ষ্য নহে। যদি কৃষ্ণের আংশিক কীর্ত্তন করিয়া জীবের সর্ব্বশুভোদয় না হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণকীর্ত্তনের শক্তিবিষয়ে অনেকে সন্দিগ্ধ হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন। বিষয়কথার কীর্ত্তনে আংশিক ভোগপরা সিদ্ধি হয়। অপ্রাকৃতরাজ্যে শ্রীকৃষ্ণই বিষয়, সেখানে কোন প্রাকৃতের অবকাশ নাই, সুতরাং প্রকৃতির অতীত সকল সিদ্ধিই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে লভ্য হয়। সর্ব্বসিদ্ধির মধ্য সাতটী বিশেষ সিদ্ধি শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে সংশ্লিষ্ট। তাহাই এইস্থলে উদাহৃত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন জীবের মলিন চিত্তদর্পণের মার্জ্জনকারী। ঈশবৈমুখ্যরূপ অন্যাভিলাষ, ফলভোগ ও ফলত্যাগ এই ত্রিবিধ প্রাকৃত আবিলতা দ্বারা বদ্ধ জীবের চিত্ত সম্পূর্ণভাবে আবৃত হইয়া আছে। জীবের চিত্তদর্পণ হইতে ঐ আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার প্রধান যন্ত্র শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন। জীবচিত্তদর্পণে জীব-স্বরূপ প্রতিফলিত হইবার বাধারূপে ঐ ত্রিবিধ কৈতব-আবরণ বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তনই তাহা উন্মোচন করিতে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণের সমাকৃরূপে কীর্ত্তন করিতে করিতে জীব স্বীয় চিত্তমুকুরে নিজ কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্য উপলব্ধি করেন।

এই সংসার আপাতমধুর হইলেও ইহা নিবিড় অরণ্যাভ্যন্তরে দাবাগ্নিসদৃশ। দাবাগ্নিদ্বারা কাননস্থিত বৃক্ষরাজি মধ্যে মধ্যে

digitized at BRCindia.com

বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণবিমুখজন সংসারের জ্বালা দাবাগ্নির তাপের ন্যায় সর্ব্বদা সহ্য করেন, কিন্তু কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হইলেই এই সংসারে থাকিয়াও কৃষ্ণোন্মুখতাহেতু দাবজ্বালার দহন হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন পরম মঙ্গলশোভা বিতরণ করে। 'শ্রেয়'—মঙ্গল ; 'কৈরব'—কুমুদ ; 'চন্দ্রিকা'—জ্যোৎস্না, শুভ্রত্ব। চন্দ্রোদয়ে যেরূপ কুমুদের শুভ্রত্ব বিকাশ লাভ করে, শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে সেরূপ অখিল কল্যাণ সমুদিত হয়। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান কল্যাণের উপায় নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই জীবের পরম মঙ্গলবিধায়ক।

মুণ্ডক উপনিষদে দুইপ্রকার বিদ্যার কথা আছে। লৌকিকী বিদ্যা ও পরাবিদ্যা। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন গৌণভাবে লৌকিকী বিদ্যাবধূর জীবনসদৃশ এবং মুখ্যভাবে পরাবিদ্যা বা অপ্রাকৃত বিদ্যাবধূর জীবন। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন প্রভাবে জীব জাগতিক বিদ্যার অহঙ্কার হইতে উন্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করেন। অপ্রাকৃত বিদ্যার লক্ষ্যীভূত বস্তুই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই জীবের অপ্রাকৃত আনন্দসাগরের বর্দ্ধনকারী। খণ্ড জলাশয় সমুদ্র শব্দবাচ্য নহে, অতএব অখণ্ড আনন্দই অসীম সমুদ্রের সহিত তুলনীয়।

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন প্রতিপদেই পূর্ণামৃত আস্বাদন করায়। অপ্রাকৃত রসাস্বাদনে অভাব বা অপূর্ণতা নাই, শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বক্ষণ পূর্ণ নিত্য রসাস্বাদন হয়।

digitized at BRCindia.com

অপ্রাকৃত সকল বস্তুই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে স্নিগ্ধতালাভ করে এবং প্রাকৃত রাজ্যে দেহ, মন ও তদতিরিক্ত আত্মা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে কেবল যে নির্ম্মলতা লাভ করে তাহা নহে, পরন্তু তাহাদের স্নিগ্ধতাও অবশ্যম্ভাবী। উপাধিগ্রস্ত জীব স্থূলসূক্ষ্ম-ভাবে যে সকল মলিনতা লাভ করিয়াছেন, সেই সমস্তই কীর্ত্তনপ্রভাবে বিধৌত হইয়া যায়। জড়ের অভিনিবেশ ছাড়িয়া গেলে কৃষ্ণোন্মুখ জীব সুশীতল কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা লাভ করেন।

শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীভাগবত সন্দর্ভের অন্যতম শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে ২৭৩ সংখ্যায় ও শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধে ক্রমসন্দর্ভে লিখিয়াছেন :—

"অতএব যদ্যপ্যন্যা.ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈব" ॥ ১ ॥

নাম-সাধন সুলভ কেন?

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ২ ॥

সম্মোদন ভাষ্যম্

তত্র নাম-রূপ-গুণ-লীলাভেদেন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনমপি চতুর্ব্বিধম্। নাম্নোহি সর্ব্বানন্দবীজত্বে নামনামিনোরভেদত্বেচ নামকীর্ত্তনস্য সর্ব্বোপাদেয়ত্বং

digitized at BRCindia.com

দর্শয়ন্নাদৌ ভগবন্নাম্নি জীবানাং শ্রদ্ধোৎপত্তিকরণেচ্ছয়া ভগবতশ্চৈতন্য — দেবস্যোক্তিঃ—"হে ভগবন্! মাং নিরাশ্রয়ং দৃষ্ট্বা পরমকারুণিকেন ভবতা মুখ্য-গৌণভেদেন স্বনামানি বহুধা প্রকাশিতানি। হরি-কৃষ্ণ-গোবিন্দ-অচ্যুত-রাম-অনন্ত-বিষ্ণিত্যাদি মুখ্যনামানি। ব্রহ্ম-পরমাত্মা-নিয়ন্তা-পাতা-স্রষ্টা-মহেন্দ্রেত্যাদি গৌণনামানি। পুনশ্চ নিজসর্ব্বশক্তিঃ স্বরূপশক্তেঃ সমস্তসামর্থ্যং তত্র মুখ্যনাম্নি ভবতার্পিতা। তদ্‌যথা, নহি ভগবন্নঘটিত-মিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ম্। যন্নাম সকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ॥ "বেদাক্ষরাণি যাবন্তি পঠিতানি দ্বিজাতিভিঃ। তাবন্তি হরিনামানি কীর্ত্তিতানি ন সংশয়ঃ॥ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ। অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥ মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন। গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ॥ অবমন্যচ যে যান্তি ভগবৎ কীর্ত্তনং নরাঃ। তে যান্তি নরকং ঘোরং তেন পাপেন কর্ম্মণা॥ এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥ আস্য জানন্তোনামচিদ্বিবিক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥ ওমিত্যেতদ্ব্রহ্মণোনেদিষ্টং নাম যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব সংসার-ভয়াত্তারয়তি। তস্মাদুচ্যতে তারঃ॥ সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্। বদ্ধঃপরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥ তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদম্। যদ্ গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ॥ ন বিক্রিয়েতাথ-যদাবিকারো। নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥ মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং। সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্॥ সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা। ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥ গীত্বাচ মম নামানি বিচরেন্মম সন্নিধৌ। ইতি ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোঽহং তস্য চার্জ্জুন॥ নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥ অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

digitized at BRCindia.com

ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতি-তন্ত্রবাক্যেন নাম্নঃ সর্ব্বশক্তিত্বং জ্ঞাপিতম্। কর্ম্মজ্ঞানাদি-সাধনে কালদেশ পাত্রাদিনিয়মো বলবান্। কিন্তু তব নামস্মরণে তত্তন্নিয়মোঽপি ন কৃত ইতি নামবিষয়েঽপারকৃপা মাং প্রতি ভবতা দর্শিতা। পরন্তু মম দুর্দ্দৈববশাৎ ভবন্নাম্নি মমানুরাগো ন অজনি। দুর্দ্দৈবমত্র নামাপরাধঃ, এতদুক্তং ভবতি। ভগবদ্বহির্ম্মুখো জীবো মায়ানির্ম্মিতে বিশ্বে নানাবিধবিষয়ব্যাপারে বদ্ধঃ। কদাচিদপি ভগবৎসাম্মুখ্যং প্রতি ন চেষ্টতে। পরমেশ্বরস্তু কর্ম্মজ্ঞানাদিবিধিনা জীবস্য নিত্যমঙ্গলং ন ভবতীতি বিচিন্ত্যাপারকরুণয়া স্বীয়স্বরূপশক্তেহ্লাদিনী সারবৃত্তিভূতাং ভক্তিং জীবহৃদয়ে প্রকটয়িতুং তল্লাভোপায়স্বরূপাণি স্বনামানি প্রকাশিতবান্। পরন্তু শ্রুত্বাপি তন্নামমাহাত্ম্যং, জপ্ত্বাপি তন্নামানি নামাপরাধবশতস্তত্রানুরাগঃ শীঘ্রং জীবস্য ন ভবতি। এতেন শ্রদ্ধাবতাং গুরুমুখান্নামশ্রবণানন্তরং সর্ব্বদৈব নামাপরাধান্ পরিহৃত্য যথাসাধ্যং নামকীর্ত্তনমেব কর্ত্তব্যমিতি সূচিতং। অপরাধাশ্চৈতে—"সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে। যতঃ খ্যাতিং জাতং কথমুসহতে তদ্বিগর্হাং॥ শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্যইহগুণ নামাদিসকলম্। ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥ গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনম্। তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্॥ নাম্নোবলাৎ যস্য হি পাপবুদ্ধিঃ ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হিশুদ্ধি॥ ধর্ম্ম-ব্রতত্যাগ-হুতাদিকর্ম্ম শুভক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ॥ অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃন্বতি যশ্চোপদেশঃ শিব-নামাপরাধঃ॥ শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ। অহং মমাদি-পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥ নামজপপরাণাং কর্ম্মান্তর্গতপাপত্যাগ-পুণ্যসঞ্চয়চেষ্টা ন কর্ত্তব্যা তেষাং শ্রদ্ধাবতাং কর্ম্মাধিকারশূন্যত্বাৎ,—কিন্তু তে-যদি নামাপরাধযুক্তা ভবন্তি তর্হি তদপরাধহানায় তেষাং যা ব্যাকুলতা তয়াঽবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি কৃষ্ণনামানি তত্তদপরাধাবসরবিনাশেন নিসর্গতয়া তেষাং হৃদয়ং তদপরাধশূন্যং করোতি। শাস্ত্রবাক্যং যথা—"নামাপরাধ-

digitized at BRCindia.com

যুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং। অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ" ইতি। যদা নামাপরাধাভাবাৎ হরিনাম্নানুরাগো জায়তে তদা তেষাং সর্ব্বার্থসিদ্ধিরিত্যুপদিষ্টম্ ॥২॥

গীতি

(লোফা)

তুঁহু দয়াসাগর তারয়িতে প্রাণী। নাম অনেক তুয়া শিখায়লি আনি॥ সকল সকতি দেই নামে তোহারা। গ্রহণে রাখলি নাহি কালবিচারা॥ শ্রীনাম চিন্তামণি তোহারি সমানা। বিশ্বে বিলায়লি করুণা-নিদানা॥ তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা। অতিশয় মন্দ নাথ ভাগ হামারা॥ নাহি জন্মল নামে অনুরাগ মোর। ভকতিবিনোদ-চিত্ত দুঃখে বিভোর॥ ২ ॥

চরিতামৃত

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে কহিল অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল-দেশ-নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি-নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥ ২ ॥

বিবৃতি

হে ভগবন্, আপনি অহৈতুকী কৃপা করিয়া নামসমূহের বহুসংখ্যা প্রকট করিয়াছেন এবং সেই নামেই নামীর সকল

digitized at BRCindia.com

প্রকার শক্তি অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীনাম স্মরণ করিবার কাল কোন নিয়মে আবদ্ধ করেন নাই অর্থাৎ ভোজন, শয়ন ও নিদ্রা কোন কালেই নাম স্মরণ করিবার অসুবিধা বিধান করেন নাই। কিন্তু, আমার এতই দুর্ভাগ্য যে, শ্রীনামসমূহে কোন অনুরাগ জন্মিল না। 'বহুপ্রকার' বলিতে ভগবানের মুখ্য ও গৌণ নামসমূহ বুঝায়। মাধুর্য্যবিগ্রহ কৃষ্ণ, রাধারমণ, গোপীজন-বল্লভ, ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ বাসুদেব, রাম, নৃসিংহ প্রভৃতি মুখ্য নাম। ভগবদভিন্ন খণ্ড বা অসম্যক্ আবির্ভাবাত্মক ব্রহ্মপরমাত্মাদি নামসমূহ ভগবানের গৌণ নাম। ভগবানের মুখ্যনামসমূহ নামীর সহিত অভিন্ন তাহাতে সকল শক্তি একাধারে সমর্পিত আছে; গৌণনামসমূহেও বিবিধশক্তি আংশিকভাবে বর্ত্তমান।

জীব ঈশবৈমুখ্যবশতঃ নশ্বর মায়ার রাজ্যে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়াছে। সেবা-বিমুখতাই দুর্দ্দৈব। অন্যাভিলাষিতা, কর্ম্ম ও জ্ঞান এই ত্রিবিধ ভোগময় পথে জীবের স্বরূপ-বিস্মৃতি হওয়ায় তাঁহার দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইয়াছে। অন্যাভিলাষিতাবশে তিনি ঐহিক সুখলাভে প্রমত্ত। সৎকর্ম্মপ্রভাবে ক্ষণভঙ্গুর স্বর্গাদিসুখপ্রার্থী এবং ভোগত্যাগেচ্ছায় তিনি নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে নিরত। কৃষ্ণসেবনেচ্ছা জীবস্বরূপের নিত্যধর্ম্ম, তাহা কথিত ত্রিবিধ পথের আবর্জ্জনায় আচ্ছাদিত হওয়ায় তাঁহার সৌভাগ্য ক্ষীণ হইয়াছে। তৎফলে তিনি কখনও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম নামক ত্রিবর্গ সংগ্রহে ব্যস্ত হওয়ায় অথবা অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামনার অতৃপ্তি দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়া দশ অপরাধে আবাহন পূর্ব্বক নামসেবা করিতে গিয়া অপরাধ করিতেছেন। সেইকালে তিনি যে নামগ্রহণ করেন, তাহা শুদ্ধ নামগ্রহণ

digitized at BRCindia.com

নহে, পরন্তু নামাপরাধ। নিজের অশান্ত ভাব অতিক্রম করিয়া শান্তিলাভোদ্দেশে ভুক্তি পিপাসায় চালিত না হইয়া তিনি যখন নিজ মঙ্গলের জন্য সম্বন্ধজ্ঞানে উদাসীন হইয়া নামগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার নামসেবনে আভাসমাত্র উদিত হয়; সেই কালে তাঁহার নামগ্রহণ হয় না, নামাভাস মাত্র হয়। নামাভাসের ফলে প্রপঞ্চ-জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরমুহূর্ত্তে হরি-সেবা করিবার যোগ্যতালাভ করেন। দুর্দ্দৈবমুক্ত-পুরুষোত্তমগণই শুদ্ধনামগ্রহণে সুবিমল কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করেন। বদ্ধজীবের দুর্গতি দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনামভজন-প্রণালী শিক্ষা দিতে গিয়া অনুরাগের অভাবরূপ দুর্দ্দৈবের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এইরূপ দুর্দ্দৈবের মধ্যেও ভগবৎকৃপা বর্ত্তমান। নামাপরাধের হস্ত হইতে উন্মুক্ত হইবার উপায় আছে। অপরাধের স্বরূপ জানিয়া অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত না হইলে এবং নিরন্তর নাম গ্রহণ করিলে অপরাধের অবসর হয় না। নামাভাসে মুক্তি হয় অর্থাৎ বিষয়াভিনিবেশ ধ্বংস হয়, তৎপরেই শ্রীনাম গ্রহণে জীবের অধিকার হয়। এই সকল সুযোগ ভগবানের দয়ার পরিচায়ক। মুখ্যনামগ্রহণপ্রভাবে জীবের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভ ঘটে। যেখানে তুচ্ছ অবান্তর ফললাভ লালসা, সেখানে কালের বিধি ও যোগ্যতা প্রভৃতির কঠিন বিধি। কিন্তু, ভগবানের দয়া কালাকালের কঠিন নিগড় হইতে নামোচ্চারণকারীকে অবসর দিয়াছেন। কালের বিধিসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—"কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে। অহর্নিশ কৃষ্ণনাম বলহ বদনে॥" "সর্ব্বক্ষণে বল ইথে বিধি নাহি আর।" শ্রীচরিতামৃতে—

digitized at BRCindia.com

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশকাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥" ২॥

নামসাধন-প্রণালী কি ?

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ ॥৩॥

সম্মোদনভাষ্যম্

নিরপরাধেন হরিনামকৃতং বিষয়বিরক্তিজনিত দৈন্যং নির্ম্মৎসরতালঙ্কৃতা দয়া, মিথ্যাভিমানশূন্যতা সর্ব্বেষাং যথাযোগ্যসম্মাননা চৈতানি লক্ষণানি। তত্র চৈতন্যরসবিগ্রহস্বরূপশ্রীকৃষ্ণনামাবির্ভাবাত্তেষাং চিদ্রসেতরবিরক্তি-ভাবেনোক্তিঃ। সহমেবাণুচৈতন্যস্বরূপঃ শ্রীকৃষ্ণদাসো জীবঃ। জড়াত্মকেষু বিষয়েষু ন মম কুত্রচিদর্থোবর্ত্ততে। বর্ত্তমানজড়যন্ত্রিতাবস্থা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-দোষেণ মমৈব দুর্দ্দশা। কৃষ্ণকৃপয়া যাবৎ মম সংসারনিবৃত্তির্ভবতি তাবৎ,—সুতরাং যুক্তবৈরাগ্যেন শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞানেন চ জীবনযাত্রোপযোগী বিষয়োঽপি ময়া স্বীকর্ত্তব্যঃ। অভাব-রোগ-শোক-বার্দ্ধক্যাদিজনিতদুঃখপ্রাপ্তিস্বাস্থ্য-বল-বিত্তেত্যাদিজনিতসুখঞ্চ সর্ব্বং প্রারব্ধফলমবশ্যং ময়া ভোক্তব্যম্। চিৎস্বরূপস্য মম জড়বিষয়ে কিঞ্চিদপি নাস্তীতি বিচিন্ত্য সম্পূর্ণদৈন্যেনাহং গৃহে বনে বা হা কৃষ্ণ! হা গৌরচন্দ্র! হা প্রাণনাথ! কদাশুদ্ধদাস্যমহং লভেয়েতি বদন্ তিষ্ঠামি। অস্ত তৃণ জড়বস্তুত্বং তথাপি তৃণস্য বস্তুত্বাভিমানং ন ন্যায়বিরুদ্ধং

কিন্তু বিকৃতস্বরূপস্য মমাত্র বস্তুত্বাভিমানং ন সুন্দরমিতি তৃণাদপি মম সুনীচত্বং বাস্তবম্। "তরোরপি সহিষ্ণুনে"তিবাক্যেন তরুঃ সংছেদকস্যাপি ছায়াফলদানেনোপকরোতি, কৃষ্ণভক্তস্তু তদপেক্ষোচ্চপ্রবৃত্ত্যা দয়য়া সর্ব্বান্ শত্রুমিত্রানুপকরোতীতি সূচিতং। অনেন হরিনামকৃতাং নির্ম্মৎসরতালঙ্কৃতা দয়ারূপা দ্বিতীয়লক্ষণং ভবতি। নিরপরাধেন নামগানপরস্যোক্তিঃ। হা নাথ! এতে মৎসঙ্গিনোজীবাঃ কথং ভবন্নাম্নি রতিং লভন্তে? তে সর্ব্বে মায়ান্ধাঃ সন্তঃ পুত্রকলত্রদ্রবিণজয়পরাজয়সম্বন্ধজনিতসুখদুঃখরূপদ্বন্দ্বকাতরাঃ। তেষামনর্থপূর্ণে জড়বিষয়ে বিরক্তির্ন ভবতি। আশাপাশবদ্ধাস্তে তুচ্ছানি দুঃখোদর্কানি কর্ম্মফলানি নির্ব্বেদজ্ঞানফলানি বান্বেষয়ন্তি। কথমেষামাত্ম-যাথাত্ম্যদর্শনরুচির্জায়তে। এবং ব্রুবন্ সোপি হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথেত্যুচ্চৈঃস্বরেণগায়তি॥ অমানিনা শব্দেনাস্য মিথ্যাভিমানশূন্যতারূপ তৃতীয়লক্ষণং নির্দ্দিষ্টম্। বদ্ধ-জীবানাং স্থূললিঙ্গদেহদ্বয়সম্বন্ধযোগৈশ্বর্য্যভোগৈশ্বর্য্যধনরূপজাতিবর্ণবলপ্রতি-ষ্ঠাধিকারেত্যাদিজনিতং যদভিমানং তন্মিথ্যাজীবস্বরূপবিরোধধর্ম্মত্বাৎ। তত্তদভিমানশূন্যতা মিথ্যাভিমানশূন্যতা। এবম্ভূতমিথ্যাভিমানশূন্যেন সর্ব্বদা সত্যপি তত্তদভিমানহেতৌ ক্ষান্তিগুণভূষিতেন হরিনাম কীর্ত্তনীয়ং। গৃহে তিষ্ঠন্ ব্রাহ্মণত্বাদ্যহঙ্কারশূন্যো বনে তিষ্ঠন্ বৈরাগ্যলিঙ্গাহঙ্কারশূন্যশ্চ কৃষ্ণৈক-চিত্তোভক্তঃ কৃষ্ণনাম কীর্ত্তয়তি॥ মানদশব্দেন যথাযোগ্যং সর্ব্বেষাং মানদত্বং তস্য চতুর্থলক্ষণম্। সর্ব্বান্ জীবান্ কৃষ্ণদাসান্ জ্ঞাত্বা কমপি ন দ্বিষতি প্রতি দ্বিষতি বা। মধুরবাক্যেন জগন্মঙ্গলকার্য্যেণ চ তান্ সর্ব্বান্ তোষয়তি। বিশ্বে যেঽধিকারপ্রাপ্তা ব্রাহ্মণাদয়ো যেচ দিবি ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবাদয়স্তান্ সর্ব্বান্ দৈন্যেন বহুমানয়তি। তেভ্যো হরিভক্তিং প্রার্থয়তেচ। যে তু শুদ্ধভক্তাস্তান্-সর্ব্বভাবেন সেবতে। অনেন লক্ষণচতুষ্টয়েন ভূষিতস্য কৃষ্ণনামকীর্ত্তনমেব পরমপুরুষার্থসাধনং ভবতীতি শ্রীমন্মহাপ্রভুপাদেনোপদিষ্টম্॥ ৩॥

digitized at BRCindia.com

গীতি

(একতালা)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যদি মানস তোহার। পরম যতনে তঁহি লভ অধিকার॥
তৃণাধিক হীন দীন অকিঞ্চন ছার। আপনে মানবি সদা ছাড়ি অহঙ্কার॥
বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন। প্রতিহিংসা ত্যজি অন্যে করবি পালন॥
জীবন-নির্ব্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে। পর-উপকারে নিজ সুখ পাসরিবে॥
হইলেও সর্ব্বগুণে গুণী মহাশয়। প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি কর অমানী হৃদয়॥
কৃষ্ণঅধিষ্ঠান সর্ব্বজীবে জানি সদা। করবি সম্মান সবে আদরে সর্ব্বদা॥
দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠাবর্জ্জন। চারিগুণে গুণী হই করহ কীর্ত্তন॥
ভকতিবিনোদ কাঁদি বলে প্রভুপায়। হেন অধিকার কবে দিবে হে আমায়॥ ৩॥

চরিতামৃত।

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পাণি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেই আপন ধন।
ঘর্ম্মবৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয়॥ ৩॥

digitized at BRCindia.com

বিবৃতি

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া তাঁহার ইহ জগতে ও স্বধামে অবস্থানকালে নিত্যকাল হরিকীর্ত্তনই ধর্ম্ম। হরিকীর্ত্তনের তুল্য স্বার্থসিদ্ধি ও পরোপকার অন্য কোন উপায় বা উপেয়ের মধ্যে বর্ত্তমান নাই। কীর্ত্তনদ্বারা পরার্থপরতা এবং নিজের সর্ব্ব-শুভোদয় হয়। যেরূপে শ্রীনাম গ্রহণ করিলে নামাপরাধ হয় না, নামাভাস হয় না, তাহা জানাইবার জন্যই তৃণাদপি শ্লোকের অবতারণা। যাহার চিত্তের প্রবৃত্তি কৃষ্ণোন্মুখী না হইয়া বিষয় ভোগে প্রমত্ত হয়; তিনি কখনই নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিতে পারেন না। ভোক্তার ধর্ম্মে ক্ষুদ্রতার উপলব্ধি নাই। ভোক্তার ধর্ম্মে সহনশীলতা নাই। ভোক্তা কখনও জড়াভিমান ও জড়প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করিতে সমর্থ নহেন। বিষয়ভোগী কখনও অপর বিষয়ীকে প্রতিষ্ঠা দিতে সম্মত নহেন। বিষয়ভোগী সমৎসর, আর নামভজনানন্দী বৈষ্ণবই তৃণ অপেক্ষা সুনীচ, বৃক্ষ অপেক্ষা সহগুণসম্পন্ন, নিজ প্রতিষ্ঠাসমূহে উদাসীন, এবং পরকে প্রতিষ্ঠা দানে উদ্‌গ্রীব। ইহ জগতে তিনিই সর্ব্বদা হরিনাম করিবার যোগ্য ও সমর্থ। শ্রীশুদ্ধবৈষ্ণবগণ নিজ নিজ আচার্য্য শ্রীগুরুদেব ও অপর বৈষ্ণবকে যে সকল সম্মানসূচক প্রতিষ্ঠার আরোপ করেন, তাহা তাঁহাদের মানদ ধর্ম্ম হইতেই উত্থিত হয়, আবার তাঁহাদের অনুগতজনের ভজনে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য

digitized at BRCindia.com

যে সকল সমাদর ও গৌরবস্নেহাদি অভিব্যক্ত করেন, উহা শুদ্ধ ভক্তের অমানি স্বভাবের প্রকাশকমাত্র। শুদ্ধভক্ত তাদৃশ গৌরবাত্মক প্রতিষ্ঠাকে জড়প্রতিষ্ঠা না জানিয়া মূর্খের কটাক্ষ সহ্য করিয়াও নিজ সহনশীলতার পরিচয় দেন। নামোচ্চারণকারী শুদ্ধভক্ত আপনাকে প্রাকৃত জগতে সর্ব্বপ্রাণি-পদদলিত তৃণ হইতেও নিম্নভাগে অবস্থিত ধারণা করেন। শুদ্ধ ভক্ত আপনাকে কখনই বৈষ্ণব বা গুরুজ্ঞান করেন না, তিনি আপনাকে জগতের শিষ্য ও সর্ব্বাপেক্ষা হীন জানেন। প্রত্যেক পরমাণু এবং প্রত্যেক অণুচিৎ জীব কৃষ্ণের অধিষ্ঠান জানিয়া কোন বস্তুকে নিজাপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন না। নামোচ্চারণকারী জগতে কাহারও নিকট কিছুরই প্রার্থী নহেন। অপরে তাঁহার হিংসা করিলে তিনি কখনও প্রতিহিংসা করেন না, উপরন্তু হিংসাকারীর মঙ্গল প্রার্থনা করেন। কীর্ত্তনকারী কখনও শ্রীগুরুদেব-প্রাপ্ত প্রণালী পরিহার পূর্ব্বক নবীন মত প্রচারবাসনায় মহামন্ত্র শ্রীহরিনামের পরিবর্ত্তে কাল্পনিক নাম লইয়া ছড়া সৃষ্টি করেন না। শ্রীগুরুদেবের অনুগমনে শ্রীনামের মহিমা-কীর্ত্তনাদি প্রচারমুখে গ্রন্থরচনা ও কীর্ত্তন করিলে বৈষ্ণবের সুনীচতার ব্যাঘাত হয় না। কপটতার উদ্দেশে লোকপ্রতারণার জন্য নিজের সরলতার অভাববশতঃ কপট দৈন্যোক্তি ও ব্যবহার সুনীচতার পরিচায়ক নহে। মহাভাগবতগণ কৃষ্ণনামোচ্চারণকালে স্থাবর জঙ্গমের প্রাকৃত ভোগ্য মূর্ত্তিসমূহ দর্শনের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-সেবনোন্মুখ হইয়া জগৎ দর্শন

digitized at BRCindia.com

করেন। ভোগ-প্রবৃত্তিক্রমে জগৎকে নিজ ভোগ্য মনে করেন না। মন্ত্রের স্রষ্টা হইয়া গুরু হইতে লব্ধ মহামন্ত্র কীর্ত্তন ছাড়েন না এবং নবীন মত প্রচারোদ্দেশেও ব্যস্ত হন না। আপনাকে কোন বৈষ্ণবের গুরু বলিয়া মনে করা সুনীচতার অন্তরায়। সৎকথা—শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাষ্টকের কথা না শুনিয়া অর্থপ্রতিষ্ঠালোভে ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে স্বীয় স্বরূপ বিস্মৃত হইলে বৈষ্ণব বা গুরুপদাকাঙ্ক্ষীর মুখে হরিনাম কীর্ত্তিত হইতে পারে না। তাদৃশ কীর্ত্তনে শ্রদ্ধাযুক্ত শিষ্যও হরিনাম শ্রবণে অধিকার লাভ করেন না ॥ ৩ ॥

সাধকের কামনা কি ?

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪ ॥

সম্মোদন ভাষ্যম্

আদৌ শ্রদ্দধানানাং শ্রীগুরুমুখাৎ হরিনামশ্রবণম্। ততো নিরপরাধেন তন্নামকীর্ত্তনম্। ততঃ পূর্ব্বোক্তলক্ষণচতুষ্টয়রূপমনুভাবঃ। কিন্তু হ্লাদিনী সারবৃত্তিরূপায়া ভক্তের্জড়ানন্দান্বয়ব্যতিরেকসম্বন্ধশূন্যং শুদ্ধস্বরূপোদয়ং বিনা ভাবাত্মিকা ভক্তির্নভবতীতি বিচিন্ত্য নামকীর্ত্তনরূপসাধনভক্তেঃ শুদ্ধস্বরূপং ব্যতিরেকলক্ষণেন স্পষ্টয়তি ন ধনমিতি শ্লোকদ্বয়েন। যাবদানুকূল্যময়ী

digitized at BRCindia.com

কৃষ্ণানুশীলনরূপা ভক্তির্ব্যতিরেকলক্ষণাম্বিকান্যাভিলাষিতাশূন্যা জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতা চ ন ভবতি তাবত্তস্যা ভক্ত্যাভাসমাত্রত্বং। তদাভাসত্বং পরিকর্ত্তুমিচ্ছয়া ব্যতিরেকলক্ষণেন শুদ্ধভক্তিং শিক্ষয়তি। হে জগদীশ! ধনং জনং সুন্দরীং কবিতাং বাহং ন কাময়ে। অত্র ধনপদেন বর্ণাশ্রম-নিষ্ঠধর্ম্মধনং ঐহিকপারত্রিকজড়সুখকরং সর্ব্বমর্থধনং স্থূললিঙ্গগতেন্দ্রিয়-গণানন্দকরং কামধনঞ্চজ্ঞাতব্যম্। জনপদেন স্বশরীরানুগস্ত্রীপুত্রদাসদাসী-প্রজাবন্ধুবান্ধবাদয়ঃ জ্ঞাতব্যাঃ। সুন্দরী-কবিতাপদেন সা বিদ্যা তন্মতির্যয়েতি ন্যায়াৎ ভগল্লীলাতত্ত্ব কীর্ত্তনরূপকাব্যং বিনা অন্যকাব্যলক্ষণা সামান্যবিদ্যা জ্ঞেয়া। এতৎসর্ব্বমহং ন যাচে কিন্তু জন্মনি জন্মনি ত্বয়ি ঈশ্বরে প্রাণেশ্বরে কৃষ্ণে অহৈতুকীং ভক্তিং যাচে। অহৈতুকী ভক্তিঃ ফলানুসন্ধানরহিতা চিৎস্বভাবাশ্রয়া কৃষ্ণানন্দরূপা শুদ্ধা কেবলাঽকিঞ্চনাঽমিশ্রা ভক্তিরিতি। জন্মমরণরূপজড়যন্ত্রণানিবৃত্তিঃ কৃষ্ণেচ্ছাধীনা জীবচেষ্টাতীতবিষয়া। তৎ-প্রার্থনাপি ন কর্ত্তব্যা। অতো জন্মনি জন্মনীতি বক্তব্যা। যদা কৃষ্ণেচ্ছয়া জন্মমরণনিবৃত্তিস্তদা তত্তদ্দুঃখং স্বয়মেব নশ্যতি কিমুপায়বিরোধিন্যাঃ তৎপ্রার্থনয়া? ॥ ৪ ॥

গীতি

(ঝাঁকি-লোফা)

প্রভু! তব পদযুগে মোর নিবেদন। নাহি মাগি দেহসুখ-বিদ্যা ধন-জন॥ নাহি মাগি স্বর্গ আর মোক্ষ নাহি মাগি। না করি প্রার্থন কোন বিভূতির লাগি॥ নিজকর্ম্মগুণদোষে যে যে জন্ম পাই। জন্মে জন্মে যেন তব নাম গুণ গাই॥ এইমাত্র আশা মম তোমার চরণে। অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে॥ বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার। সেইমত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥ সম্পদে বিপদে তাহা

digitized at BRCindia.com

থাকু সমভাবে। দিনে দিনে বৃদ্ধি হোক নামের প্রভাবে॥ পশুপক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে। তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ হৃদয়ে ॥ ৪ ॥

চরিতামৃত

*   *   *   *

শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ ঠাঞি মাগিতে লাগিলা ॥
প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ।
ধনজন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি ॥
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তিদান।
আপনাকে করে সংসারী জীব অভিমান ॥ ৪ ॥

বিবৃতি

হে জগদীশ, আমি ধন, জন ও 'সুন্দরী কবিতা' কামনা করি না ; আমার জন্মজন্মান্তরে সেব্য তুমি, তোমাতেই যেন অহৈতুকী ভক্তি থাকে। 'সুন্দরী কবিতা' শব্দে বেদ-কথিত ধর্ম্ম, 'ধন' শব্দে অর্থ এবং 'জন' শব্দে কলত্রাদি কামনার বিষয় উদ্দিষ্ট হইয়াছে। কেবল যে ধর্ম্মার্থকামরূপ ভুক্তি আমার অভীপ্সিত এরূপ নহে, অপুনর্ভবরূপ জন্মজন্মান্তররহিত মুক্তিরও আমি প্রার্থী নহি। এই চতুর্ব্বর্গহেতুমূলে বা কামনা প্রণোদিত হইয়া আমি তোমার সেবায় প্রবৃত্ত হইব না। তোমার সেবার জন্য আমি সেবা করিতে ব্যগ্র। এস্থলে কুলশেখরের উক্তি আলোচ্য :—

digitized at BRCindia.com

"নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে যদ্‌যদ্ ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্। এতৎপ্রার্থং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু।"

"নাহং বন্দে পদকমলয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃকুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুং। রম্যারামামৃদুতনুলতানন্দনে নাভিরন্তুং ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥

ধর্ম্মকামী বেদনিষ্ঠ সবিতার উপাসক, অর্থকামী গণেশের উপাসক, কামকামী শক্তির উপাসক এবং মোক্ষকামী রুদ্রোপাসক এবং হেতুমূলে অর্থাৎ সকাম বিষ্ণুর উপাসক সুতরাং বিদ্ধভক্ত। পঞ্চোপাসনা সকাম এবং নিষ্কাম অবস্থায় নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা সিদ্ধ। অহৈতুকী ভক্তি দ্বারা শুদ্ধ বিষ্ণুর উপাসনা হয়॥ ৪॥

সাধকের স্বরূপ কি?

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥ ৫॥

সম্মোদন ভাষ্যম্

নন্বু কিং সংস্কারহঃখং নালোচনীয়ং সাধকেনেত্যাশঙ্ক্য অয়ি নন্দতনুজেতি। হে নন্দতনুজ! অহং বস্তুবিচারতস্তবনিত্যকিঙ্করঃ। অধুনা নিজকর্ম্মদোষেণ বিষমে ভবসাগরে পতিতঃ। কামক্রোধাদিবহুশত্রুতাড়িতঃ।

দুরাশাদুশ্চিন্তাতরঙ্গপ্রপীড়িতঃ। কুসঙ্গপ্রবলবায়ুনা প্রচালিতশ্চ। এতদ্দশায়াং কদাচিৎ কর্ম্মজ্ঞানযোগতপস্যাপি তৃণগুচ্ছা ভাসমানা দৃশ্যন্তে। তানবলম্ব্য ভবসমুদ্রতিতীর্ষা নিষ্ফলা তেষামপার্থত্বাৎ বহুক্লেশপীড্যমানোঽনুতপ্তঃ সন্ তব কৃপাং বিনাঽস্য ভবসমুদ্রস্য পারগমনেঽন্যপ্লবোনাস্তীতি জ্ঞাত্বা শ্রীগুরুচরণকৃপয়া ভবন্নামতরণীং প্রাপ্তবান্। ভবানেব শরণাগতবাৎসল্যাৎ সর্ব্বদোষমার্জ্জনপূর্ব্বকং নিরাশ্রিতং মাং করুণয়া, ভবৎপাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয় বিভাবয়। তবপাদপদ্মসংলগ্নরেণুরিব তস্মান্ন বিচ্ছিন্নো ভবিষ্যামীতি ভাবঃ। এতেন কর্ম্মজ্ঞানলভ্যভক্তিমুক্তিফলকামনা ভক্তজনানাং পরিত্যজ্যেতি জ্ঞাতব্যম্॥ ৫॥

গীতি

(ছোট-দশকুশী)

অনাদি করম ফলে, পড়ি ভবার্ণবজলে, তরিবারে না দেখি উপায়। এ বিষয় হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে, মন কভু সুখ নাহি পায়॥ আশা-পাশ শত শত, ক্লেশ দেয় অবিরত প্রবৃত্তি উর্ম্মির তাহে খেলা। কাম ক্রোধ আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়, অবসান হৈল আসি বেলা॥ জ্ঞান কর্ম্ম ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই, অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে। এহেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু, কৃপা করি তোল মোরে বলে॥ পতিত কিঙ্করে ধরি, পাদপদ্মধূলি করি, দেহ ভক্তিবিনোদে আশ্রয়। আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ, বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময়॥ ৫॥

চরিতামৃত।

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥

digitized at BRCindia.com

কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥
পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হৈল উদ্‌গম।
কৃষ্ণ ঠাঞি মাগে প্রেম নাম সংকীর্ত্তন ॥ ৫ ॥

বিবৃতি

সেব্যবস্তু নন্দনন্দন। জীবের নিত্যস্বরূপে কৃষ্ণদাস্য বর্ত্তমান। সেই কৃষ্ণদাস দাস্যে উদাসীন হওয়ায় দুষ্পার ভয়ঙ্কর সংসারসমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছেন। এক্ষণে ভগবৎকৃপাই তাহার একমাত্র অবলম্বন। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া স্বীয় পাদপদ্মের ধূলি-সদৃশ বলিয়া স্বীকার করিলেই জীবের আচ্ছাদিত নিত্যবৃত্তি পুনঃ প্রকাশিত হয়। জীব স্বীয় কামনা প্রবল করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে আরোহণ করা তাহার ধর্ম্ম নহে পরন্তু কৃষ্ণেচ্ছায় অনুগত হইয়া সেবা-প্রবৃত্তি-যুক্ত হন, ইহাই তাৎপর্য্য। "পদধূলি" শব্দ প্রয়োগে জীবের স্বরূপ ভগবদ্ বিভিন্নাংশ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন ॥

জীবের স্বরূপাবস্থানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনর্থ থাকে; সেইকালে পরমার্থপ্রতীতির নির্ম্মলতা নাই। সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদ্‌গমে প্রেম-নাম-সঙ্কীর্ত্তনের যোগ্যতা হয়। সে কালে জীব জাতরতি বলিয়া কথিত হন। অজাতরতি সাধক ও জাতরতি ভাবুকের মধ্যে নামসঙ্কীর্ত্তনে পার্থক্য আছে। কপটতা করিয়া আমাদের সময়ের পূর্ব্বে জাতরতি ভক্তের সজ্জা শোভনীয় নহে। অনর্থ নিবৃত্তির পর নৈরন্তর্য্য, তৎপরে স্বেচ্ছাপূর্ব্বিকা ও তাহার পর স্বারসিকী অবস্থাত্রয়, তৎপরে প্রেমভূমি ॥ ৫ ॥

digitized at BRCindia.com

সিদ্ধির বাহ্য লক্ষণ কি?

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥৬॥

সম্মোদন ভাষ্যম্

পূর্ব্বোক্তপঞ্চশ্লোকৈরাদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গস্ততঃ শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণ-পাদসেবনার্চ্চনবন্দনদাস্যসখ্যমাত্মনিবেদনাত্মকং ভজনং ততঃ স্বরূপবোধানন্তর-মবিদ্যারূপানার্থনাশস্ততোনিষ্ঠা ততোরুচিস্ততআসক্তিস্ততোভাব ইতি হ্লাদিনীসারবৃত্তিসহায়েন জীবস্বরূপবিকাশরূপপরমধর্ম্মস্য ক্রমোহি লক্ষিতঃ। ভাবদশায়াং ভক্তেঃ শুদ্ধস্বরূপস্যাখণ্ডত্বং সিধ্যতি। তদা ভক্তিপ্রেমাঙ্কুর-স্বরূপরতিরূপা। সাধনদশাস্থিতশ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণানাং মধ্যে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনং ভাবদশায়ামত্যন্তপ্রবলং ভবতি। ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্ম্মান-শূন্যতা। আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ। আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে। ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃস্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জন ইতি সিদ্ধান্ত-বাক্যাৎ। পুনশ্চ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্। "রুচিভি-শ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌভাব উচ্যত" ইতি লক্ষণেন ভাবস্বরূপরতেঃ প্রেমাঙ্কুরত্বং প্রেমপরমাণুত্বং সিধ্যতি। প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থাভাব ইত্যভিধীয়তে। সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃস্যুরত্রাশ্রু পুলকাদয়ঃ॥ ধ্যায়ং ধ্যায়ং ভগবতঃ পাদাম্বুজযুগং তদা। ঈষদ্বিক্রিয়মাণাত্মা সাদ্রদৃষ্টিরভূবসাবিত্যাদি তন্ত্রপুরাণবচনেন প্রেমলক্ষণায়া ভক্তের্যেঽনুভাবাঃ সাত্ত্বিকা বিকারাদয়শ্চ সন্তি তে সর্ব্বে

digitized at BRCindia.com

কিয়ৎপরিমাণেন ভাবদশায়ামপি লক্ষ্যন্তে। অনুভাবাশ্চৈতে—"নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনম্। হুঙ্কারো জৃম্ভনং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা। লালাস্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণা হিক্কাদয়োপি চে"তি। সাত্ত্বিকবিকারাশ্চৈতে—"তে স্তম্ভস্বেদ রোমাঞ্চস্বরভেদোথ বেপথুঃ। বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতা" ইতি। এষাং মধ্যে নৃত্যগীতাশ্রুপুলকস্বরভেদাঃ ভাবদশায়াং বিশেষতো লক্ষিতাঃ॥ অতএব তদ্দশাং লক্ষ্যয়িত্বা বদতি শিক্ষক চূড়ামণিঃ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ। হে কৃষ্ণঃ! হে নন্দনন্দন! তব নামগ্রহণে কদা মম নয়নে অশ্রুধারা বিগলিতা ভবিষ্যন্তি কদা বা স্বরভেদজনিতেন গদ্গদবাক্যেন বদনং মম বিক্রিয়াং গমিষ্যতি। মম বপুশ্চ কদা পুলকিতং ভবিতা। হে নাথ! তব নামগ্রহণে মমাপ্যচিরেণৈব তত্তদশা লক্ষণং ভবতু॥ ৬॥

গীতি

(ছোট দশকুশী-লোফা)

অপরাধফলে মম, চিত্ত ভেল বজ্রসম, তুয়া নামে না লভে বিকার। হতাশ হইয়ে হরি, তব নাম উচ্চ করি, বড় দুঃখে ডাকি বারে বার॥ দীন দয়াময় করুণা-নিদান। ভাববিন্দু দেই রাখহ পরাণ॥ কবে তব নাম উচ্চারণে মোর। নয়নে ঝরব দর দর লোর॥ গদ্গদ স্বর কণ্ঠে উপজব। মুখে বোল আধ আধ বাহিরাব॥ পুলকে ভরব শরীর হামার। স্বেদ কম্প স্তম্ভ হবে বারবার॥ বিবর্ণ শরীরে হারায়ব জ্ঞান। নাম-সমাশ্রয়ে ধরবুঁ পরাণ। মিলব হামার কিয়ে ঐছে দিন। রোওয়ে ভক্তিবিনোদ মতিহীন॥ ৬॥

digitized at BRCindia.com

চরিতামৃত

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥ ৬ ॥

বিবৃতি

হে গোপীজনবল্লভ, কবে তোমার নাম গ্রহণকালে মাদৃশ গোপললনার চক্ষে দর দর অশ্রুধারা প্রবাহিত হইবে, গদ্‌গদ হইয়া বাক্যরুদ্ধ হইবে এবং শরীর রোমাঞ্চিত ও পুলকিত হইবে। ইহা লালসাময়ী বিজ্ঞপ্তির একটী উদাহরণ। "কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্। উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্॥" এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। গৌণনামাদিতে প্রেম-নামসঙ্কীর্ত্তনের অবসর হয় না; অতএব শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন, "শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ। যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥"

ঔপনিষদ্ ব্রহ্ম হরিকথামৃতের প্রসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত। যেখানে হরিকথা অবস্থান করেন, তথায় চিত্তের দ্রবতা এবং কম্প, অশ্রু; পুলক প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হয়। এই শ্লোকে নিসর্গ-পিচ্ছিল চক্ষু ও ভাবাভাসপ্রিয় ব্যক্তিদিগের বিকার উদ্দিষ্ট হয় নাই, পরন্তু শুদ্ধ জীবাত্মা কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইলেই অনুকূল মন ও স্থূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ নিত্যভাবের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয় না, সুতরাং চিত্তের দ্রবতা ও সাত্ত্বিক ও আঙ্গিক বিকারসমূহ অনর্থ-

digitized at BRCindia.com

মুক্ত শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তেই লক্ষিত হয়। যে সকল কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি মহাভাগবতের অনুকরণে কৃত্রিমভাবে সাত্ত্বিক বিকারাদি প্রদর্শন করিয়া লোকবঞ্চনা করেন, তাহাদের তাদৃশ অনুষ্ঠান শুদ্ধভক্তির বিরোধী ॥

সিদ্ধির অন্তর্লক্ষণ কি ?

যুগায়িতং নিমেষেণ
চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং
গোবিন্দবিরহেণ মে ॥ ৭ ॥

সম্মোদন ভাষ্যম

সা রতিরূপা ভক্তিঃ প্রেমদশায়াং স্থায়িভাবাত্মিকা সতি বিভাবানুভাব-সাত্ত্বিক ব্যভিচারি ভাব সাহচর্য্যেন ভক্তিরসো ভবতি। তদ্দশায়াং তস্যাঃ সর্ব্বেঽনুভাবাঃ সাত্ত্বিকাদয়শ্চ পূর্ণরূপেণ লক্ষ্যন্তো সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। "ভাব" সএব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমানিগদ্যতঃ ইতি সিদ্ধান্ত বাক্যেন শ্রীকৃষ্ণে মমতাতিশয্যজনিত গাঢ়ভাবময়ীভক্তি প্রেমেতি বোধ্যম্। অত্র ভক্তি রসস্যাশ্রয় বিষয়য়োর্মুখ্য সম্বন্ধ ভেদাৎ শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর ইতি পঞ্চবিধঃ মুখ্যরসঃ। গৌণ সম্বন্ধ ভেদেন "হাস্যাদ্ভুত স্তথা বীর করুণা রৌদ্র ইত্যপি। ভয়ানকঃ সবীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধে"তি। মুখ্য রসানাং মধ্যে মধুররস এব সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ।

digitized at BRCindia.com

স মুখ্যরসঃ প্রেম প্রণয় মান স্নেহ রাগানুরাগ মহাভাবময়ঃ। তত্রোল্লাস মাত্রাধিক্য ব্যঞ্জিতা প্রীতিঃ রতিঃ শান্তরসেঽনুমীয়তে যস্যাং জাতায়ামন্যত্র তুচ্ছবুদ্ধিশ্চ জায়তে। মমতাতিশয়াবির্ভাবেন সমৃদ্ধা প্রীতিঃ প্রেম দাস্যরসে লক্ষ্যতে। যস্মিন্ জাতে তৎপ্রীতি ভঙ্গ হেতবো ন প্রভবন্তি। বিশ্রম্ভাত্মতঃ প্রেমা প্রণয়ঃ সখ্যে প্রতীয়তে। তস্মিন্ জাতে সম্ভ্রমাদি যোগ্যতায়ামপি তদভাবঃ। প্রিয়ত্বাতিশয়াভিমানেনকৌটিল্যাভ্যাস পূর্ব্বক ভাব বৈচিত্র্যং দধৎ প্রণয়ো মানঃ। যস্মিন্ জাতে শ্রীভগবানপি তৎপ্রণয় কোপাৎ প্রেমময়ং ভয়ং ভজতে। চেতো দ্রবাতিশয়াত্মকঃ প্রেমৈব স্নেহঃ। যস্মিন্ জাতে মহা বাস্পাদি বিকারঃ দর্শনাতৃপ্তিস্তস্য পরম সামর্থ্যাদৌ সত্যপি কেষাঞ্চিদনিষ্টা শঙ্কাচ জায়তে। দ্বাবেতৌ বাৎসল্যে লক্ষতে। স্নেহ এবভিলাষাত্মকোরাগঃ। যস্মিন্ জাতে ক্ষনিকস্যাপি বিরহস্যাসহিষ্ণুতা। তৎ সংযোগ পরদুঃখমপি সুখত্বেন ভবতি। তদ্বিযোগে তদ্বিপরীতং। স এব রাগোঽনুক্ষণং স্ববিষয়ং নবত্বেনানুভাবয়ন্ স্বয়ঞ্চ নবনবীভবন্নুরাগঃ। যস্মিন্ জাতে পরস্পর বশভাবাতিশয়ঃ প্রেমবৈচিত্র্যং তৎ সম্বন্ধিষ্য প্রাণিষ্বপি জন্ম লালসা। বিপ্রলম্ভে বিস্ফুর্ত্তিশ্চজায়তে। অনুরাগ এব অসমোর্দ্ধ চমৎকারেণ উন্মাদনং মহাভাবঃ। যস্মিন্ জাতে যোগে নিমেষাসহতা কল্প ক্ষণত্বমিত্যাদিকং। বিযোগে ক্ষণকল্পত্বং ইত্যাদিকং। উভয়ত্রমহোদীপ্ত্যাশেষ সাত্ত্বিক বিকারাদিকং জায়ত ইতি প্রীতি সন্দর্ভ বচন সাহায্যেন প্রেমাবস্থায়াং বিশেষত উজ্জ্বল রস বিক্রিয়ায়াং ভাবসমূহানামত্রৈব শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষায়াং সমাস এব লক্ষ্যতে। যুগায়িতং ইতি পদ্যং সুগমম্। গোবিন্দ বিরহেণেতি বাক্যেন বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞাপিতঃ। স পূর্ব্বরাগো মানশ্চ প্রবাসাদিময়স্তথা। বিপ্রলম্ভো বহুবিধো বিদ্বদ্ভিরিহ কথ্যত ইতি। অত্রতু মহাপ্রভুবাক্যেন প্রপঞ্চান্তর্ব্বর্ত্তি জীবানাং পূর্ব্বরাগাদিময়ো বিপ্রলম্ভ এব সর্ব্বদা আস্বাদনীয়ঃ ॥ ৭ ॥

digitized at BRCindia.com

গীতি

(ঝাঁকি-লোফা)

গাইতে গাইতে নাম কি দশা হইল। কৃষ্ণ-নিত্যদাস মুঞি হৃদয়ে স্ফুরিল। জানিলাম মায়া-পাশে এ জড় জগতে। গোবিন্দ-বিরহে দুঃখ পাই নানা মতে। আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভাল। কাঁহা যাই কৃষ্ণ হেরি এ চিন্তা বিশাল॥ কাঁদিতে কাঁদিতে মোর আঁখি বরিষয়। বর্ষধারা হেন চক্ষে হইল উদয়॥ নিমেষ হইল মোর শতযুগ সম। গোবিন্দ-বিরহ আর সহিতে অক্ষম॥

(দশকুশী)

শূন্য ধরাতল, চৌদিকে দেখিয়ে, পরাণ উদাস হয়। কি করি কি করি, স্থির নাহি হয়, জীবন নাহিক রয়॥ ব্রজবাসিগণ, মোর প্রাণ রাখ, দেখাও শ্রীরাধানাথে। ভকতিবিনোদ, মিনতি মানিয়া, লওহে তাহারে সাথে॥ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ আর সহিতে না পারি। পরাণ ছাড়িতে আর দিন দুই চারি॥

(দশকুশী)

গাইতে গোবিন্দ নাম, উপজিল ভাবগ্রাম, দেখিলাম যমুনার কূলে। বৃষভানুসুতা সঙ্গে, শ্যাম নটবর রঙ্গে, বাঁশরী বাজায় নীপমূলে॥ দেখিয়া যুগলধন, অস্থির হইল মন, জ্ঞানহারা হইনু তখন। কতক্ষণ নাহি জানি, জ্ঞানলাভ হইল মানি, আর নাহি ভেল দরশন॥

(ঝাঁকি-লোফা)

সখিগো, কেমনে ধরিব পরাণ। নিমেষ হইল যুগের সমান॥

(দশকুশী)

শ্রাবণের ধারা, আঁখি বরিষয়, শূন্য ভেল ধরাতল। গোবিন্দ-বিরহে, প্রাণ বাহিরহে, কেমনে বাঁচিব বল॥ ভকতিবিনোদ, অস্থির হইয়া, পুনঃ নামাশ্রয় করি। ডাকে রাধানাথ, দিয়া দরশন, প্রাণ রাখ, নহে মরি॥৭॥

digitized at BRCindia.com

চরিতামৃত।

উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হৈল 'যুগ'সম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন ॥
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন!
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন ॥ ৭ ॥

বিবৃতি

হে গোবিন্দ, তোমার বিরহে আমার সমগ্র জগৎ শূন্য বোধ হইতেছে, চক্ষু বর্ষাকালের বারিধারার ন্যায় অশ্রুপ্লাবিত হইয়াছে, অক্ষিপত্রের পতনকাল যুগের ন্যায় বোধ হইতেছে। ইহা বিপ্রলম্ভ রসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জাতরতি ভক্তগণের সম্ভোগের পরিবর্ত্তে বিপ্রলম্ভরসের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য এই শ্লোকের অবতারণা। জড় বিপ্রলম্ভরসে বা বিরহরসে কেবল দুঃখ অবস্থিত। অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভে অভ্যন্তর প্রদেশ পরমানন্দপূর্ণ, বাহিরে যন্ত্রণাবিশিষ্ট, "যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহারদুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরমানন্দসুখ ॥" বিপ্রলম্ভ সম্ভোগের পুষ্টিকারক। আবার বিপ্রলম্ভের মধ্যে প্রেমবৈচিত্ত্য নামক অবস্থায় বাহ্যদর্শনে সম্ভোগ বিরাজমান। বিপ্রলম্ভকালে কৃষ্ণের স্মরণপ্রাচুর্য্যে হরিবিস্মৃতির অভাব, উহাই ভজন পরাকাষ্ঠা। কৃষ্ণবিমুখ গৌরনাগরীদলে যে সম্ভোগ রসের ছড়াছড়ি দেখা যায়, তাহা কৃষ্ণবৈমুখ্যবশতঃ অপ্রাকৃতরসের বাধা মাত্র। সম্ভোগবাদী আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিচেষ্টা-বিশিষ্ট;

digitized at BRCindia.com

সুতরাং কৃষ্ণভক্তিরহিত। 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম' এই কথা বুঝিতে পারিলে নিজ সম্ভোগরসের তাড়নায় ব্যস্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগর সাজাইতে ধাবিত হইবেন না। শ্রীগৌর-লীলার রহস্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়জাতীয় ভাব গ্রহণ করিয়া বিপ্রলম্ভরসে নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত! সম্ভোগরসের পুষ্টির উদ্দেশে আশ্রয়জাতীয় জীবের পূর্ণবিকাশের পরাকাষ্ঠা বিপ্রলম্ভেই অবস্থিত; ইহা প্রদর্শন করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণবিপ্রলম্ভরসাবতার নিত্য শ্রীগৌরস্বরূপ প্রকট করিয়াছেন। তাহাতে সম্ভোগবাদীর কু-চেষ্টা কখনই ফলবতী হইতে পারে না ॥ ৭ ॥

সিদ্ধির নিষ্ঠা কিরূপ?

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥

সম্মোদন ভাষ্য

প্রেম দশাং লব্ধানাং জীবানাং কা প্রবৃত্তিরিত্যালোচ্যাহ—আশ্লিষ্য বা পাদরতাং ইতি। পাদরতাং মাং আশ্লিষ্য সুখয়তু, মাং পদতলে পিনষ্টু পেষণং করোতু অথবা অদর্শনান্মাং মর্ম্মহতাং মর্ম্মপীড়িতাং করোতু। স লম্পটচূড়ামণির্যথা তথা যেন তেন প্রকারেণ মাং বিদধাতু। স

কদাচিন্নাপরো ভবতি যতঃ স এব সর্ব্বথা মম প্রাণনাথঃ। "মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে। তদাঽমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায়চ কল্পতে বৈ"ইতি লক্ষণেন ভক্তানাং প্রেমদশায়াং কৃষ্ণৈকজীবনত্বম্। সিদ্ধৌচ প্রেমাদশয়াং ভক্ত কৃষ্ণয়োঃ পরস্পরমাকর্ষণ রূপঃ পরমো ধর্ম্মো দীপ্যতে। "যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মণ্ স্বয়মাকর্ষ সন্নিধৌ। তথা মে ভিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়ে"তি শ্রীমদ্ভাগবতবচনাৎ। অত্রেদমালোচ্যম্, অণু চৈতন্যস্য জীবস্য বিভূচৈতন্যস্য কৃষ্ণস্য সম্বন্ধে কচন স্বাভাবিকো ধর্ম্মোঽস্তি তয়োঃ পরস্পর সম্বন্ধাত্মকঃ। স চ ধর্ম্মো জীবস্য বহির্ম্মুখদশায়াং লুপ্তপ্রায়স্তিষ্ঠতি। পুনর্যদা জীবস্য স্বভাবপরিক্রিয়া স্যাৎ, তদা জীবকৃষ্ণয়োরুভয়গতঃ পূর্ব্বসিদ্ধো ধর্ম্মঃ পুনঃ প্রকটো ভবতি। আকর্ষ সন্নিধৌ পরিস্কৃতময়ঃ লৌহং যথা তথেতি। এতদ্দশায়াং পূর্ব্বসিদ্ধধর্ম্ম প্রকটনমেব ধর্ম্মস্য প্রয়োজনং নত্বন্যৎ। জীবস্যাপি তদ্ধর্ম্মসাধনে ফলান্তরাভাব ইতি জ্ঞেয়ম্। "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। যা মাভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনে"তি ভগবদ্বচনাৎ। কৃষ্ণ প্রীতিরেব তৎপ্রীতেঃ ফলমিতি সিধ্যতি। অত্রাদর্শনাৎ যন্মর্ম্মাহতত্বং তদপি ন দুঃখজনকত্বং, কিন্তু পরম সুখজনকত্বং ইতি দর্শয়ন্ শ্রীকৃষ্ণঃ। "এবং মদর্থোজ্মিত লোক বেদ স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ। ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং মাসূয়িতুং মার্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ" ইতি। অতঃ সুষ্ঠুক্তমাশ্লিষ্য বেতি। এতদষ্টকমাহাত্ম্যং সংক্ষেপেণ বক্ষ্যামি। স্বরূপশক্তেঃ শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশঃ রাধয়া যন্মম মাধুর্য্যমাস্বাদিতং তদেব কীদৃশং তদাস্বাদনে যৎ সৌখ্যং তৎ কীদৃশং বেতি বিচিন্ত্য তদাস্বাদন-লালসয়া পরমতত্ত্বস্বরূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ নিত্যলীলাপীঠস্বরূপে বৈকুণ্ঠে প্রকোষ্ঠবিশেষে গোলোকাখ্যে শ্রীনবদ্বীপধাম্নি ঔদার্য্যপ্রচুরভগবৎস্বরূপেণ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যাকারেণ নিত্যং

digitized at BRCindia.com

তত্ত্বাবযোগ্যাং লীলামাতনোতি। স চ সপ্তাধিকে চতুর্দ্দশ শকাব্দে রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিতময়েন শ্রীচৈতন্যরূপেণ গৌড়দেশান্তর্গতাপরবৃন্দারণ্যইব শ্রীমন্নবদ্বীপনগরে শ্রীজগন্নাথমিশ্রপত্নী শ্রীশচীগর্ভে ফাল্গুনী পূর্ণিমায়াং প্রাদুরাসীৎ। শৈশবে বয়সি বালচাপল্যেন, পৌগণ্ডে বিদ্যাভ্যাসেন, কৈশোরে দারপরিগ্রহপূর্ব্বক সংসারচেষ্টাপ্রদর্শনেন, ভক্তিপ্রচারেণচ গৌড়ক্ষিতিং পরমানন্দেন প্লাবয়ামাস। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ী পরিব্রাজক-চূড়ামণি ঈশ্বরপুরী সকাশাৎ দীক্ষাগ্রহণেন জীবানাং সাধুগুরুপদাশ্রয়-রূপং কর্ত্তব্যং শিক্ষয়ামাস। চতুর্ব্বিংশবর্ষে শাঙ্করসন্ন্যাসী শ্রীকেশব-ভারতী সকাশাৎ সন্ন্যাসং গৃহীত্বা স্বগৃহং ত্যক্তবান্। ততস্তীর্থ ভ্রমণ-ছলেন গৌড়পাশ্চাত্যোৎদাক্ষিণাত্যপ্রভৃতি দেশবাসীনো বিশুদ্ধ ভক্তিতত্ত্বং শিক্ষয়ন্ নানামতবাদিনাং মতখণ্ডনানন্তরং চতুর্ব্বিধবৈষ্ণবসম্প্রদায় সিদ্ধান্ত-সাররূপমচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বমুলকং স্বমতং স্থাপয়ংশ্চ ষড়্‌বর্ষাণি যাপয়ামাস। ততোঽষ্টাদশবর্ষাণি শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বসন্ চতুর্দ্দিক্ষু ভক্তিপ্রচারকান্ প্রেরয়িত্বা স্বমতং বিস্তৃতবান্। স্বয়ঞ্চ বহু সিদ্ধবৈষ্ণব পরিসেবিতঃ কদাচিৎ ভক্তিপ্রচারং কদাচিদ্বা স্বীয়োদ্দেশ্যত্রয়সাধনরূপ প্রেমাস্বাদনং কৃতবান্। শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ-গোপালভট্ট-জীব-প্রবোধা-নন্দ-স্বরূপ-রামানন্দ-কবিকর্ণপুরপ্রভৃতিভিঃ স্বকীয়সিদ্ধপার্ষদগণৈঃ হৃদি-প্রেরণয়া স্বমতপরিপোষকানি নানাশাস্ত্রাণি কারয়ামাস। স কদাচিদপি সর্ব্বসিদ্ধান্তপরিপূর্ণমষ্টকমিদং রচয়ন্ সর্ব্বানধিকারবিশিষ্টান্ জীবানশিক্ষয়ৎ। কদাচিদ্বা স্বীয়ান্তরঙ্গ সঙ্গীদ্বয়স্বরূপ-রামানন্দ-সহিতোঽস্যতাৎপর্য্যমাস্বাদয়া-মাস। এতৎ সর্ব্বং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদৌ বিবৃতমস্তি। শ্রীমচ্চৈতন্য চন্দ্রঃ স্বীয়গৃহস্থচরিতেন স্বধর্ম্মপরান্ গৃহস্থান্ স্বীয় সন্ন্যাসচরিতেনচ সর্ব্বান্ পরিব্রাজকাংশ্চ পুনশ্চোপদেশদ্বারা সর্ব্বান্ জীবানশিক্ষয়ৎ। অস্য শিক্ষাষ্টকস্য মাহাত্ম্যং অনন্তম্।

digitized at BRCindia.com

গৌরাঙ্গ-বক্ত্রাব্জবিনিসৃতং শ্রীশিক্ষাষ্টকং যে প্রপঠন্তি ভক্ত্যা।
তে গৌরপাদাসবমুগ্ধচিত্তাঃ মজ্জন্তি প্রেমাম্বুনিধৌ মুরারেঃ ॥
শ্রীগৌরচন্দ্রস্য চতুঃশতাব্দ একাধিকে ভক্তিবিনোদকেন।
সন্মোদনাখ্যং প্রভুবাক্যভাষ্যং কেদারনাথেন ময়া প্রণীতম্ ॥

মাধুর্য্যরসাস্বাদি শুদ্ধবৈষ্ণবানাং সম্বন্ধেঽস্য সর্ব্ববেদসারত্বং ভগবন্মুখাব্জ-গলিতত্বান্মহাবাক্যত্বঞ্চ সর্ব্বৈরেব ভাগ্যবদ্ভিরষ্টকমিদং কণ্ঠভূষণং কর্ত্তব্যং সর্ব্বদা পঠনীয়ং পূজনীয়ঞ্চ।

ইতি কলিযুগপাবনাবতারশ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রবদনাব্জবিগলিতং
শ্রীশিক্ষাষ্টকস্য সন্মোদনং নামভাষ্যম্।

সম্পূর্ণম্।

গীতি

(অধিকারী-ভেদে—দশকুশী)

বন্ধুগণ! শুনহ বচন মোর। ভাবেতে বিভোর, থাকিয়ে যখন দেখা দেয় চিত-চোর ॥ বিচক্ষণ করি, দেখিতে চাহিলে, হয় আঁখি অগোচর। পুনঃ নাহি দেখি, কাঁদয়ে পরাণ, দুঃখের না থাকে ওর ॥ জগতের বন্ধু সেই কভু মোরে লয় সাথ। যথা তথা রাখু মোরে আমার সে প্রাণনাথ ॥ দর্শন আনন্দ দানে, সুখ দেয় মোর প্রাণে, বলে মোরে প্রণয়বচন। পুনঃ অদর্শন দিয়া, দগ্ধ করে মোর হিয়া, প্রাণে মোরে মারে প্রাণধন ॥ যাহে তার সুখ হয় সেই সুখ মম। নিজ সুখে দুঃখে মোর সর্ব্বদাই সম ॥ ভকতিবিনোদ, সংযোগে বিয়োগে, তাঁহে জানে প্রাণেশ্বর। তাঁর সুখে সুখী সেই প্রাণনাথ, সে কভু না হয় পর।

digitized at BRCindia.com

(দশকুশী)

যোগপীঠোপরিস্থিত, অষ্টসখীসুবেষ্টিত, বৃন্দাবনে কদম্বকাননে। রাধা-সহ বংশীধারী, বিশ্বজনচিত্তহারী, প্রাণ মোর তাঁহার চরণ॥ সখী-আজ্ঞামত করি দোঁহার সেবন। পাল্যদাসী সদা ভাবি দোঁহার চরণে॥ কভু কৃপা করি, মম হস্ত ধরি, মধুর বচন বলে। তাম্বুল লইয়া খায় দুইজনে, মালা লয় কুতূহলে॥ অদর্শন হয় কখন কি ছলে। না দেখিয়া দোঁহে হিয়া মোর জ্বলে॥ যেখানে সেখানে, থাকুক দুজনে আমিত চরণ-দাসী। মিলনে আনন্দ, বিরহে যাতনা, সকল সমান বাসি॥ রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর জীবনে মরণে। মোরে রাখি মারি সুখে থাকুক দুজনে॥ ভকতিবিনোদ, আন নাহি জানে, পড়ি নিজসখীপায়। রাধিকারগণে, থাকিয়া সতত যুগলচরণ চায়॥ ৮॥

চরিতামৃত।

আমি কৃষ্ণপদ দাসী, তেঁহো রস সুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেন দরশন, না জানে আমার তনু মন,
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥
সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মোরে,
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ অন্য নয়॥
ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশতনু মন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা'সবারে দেন পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া॥

digitized at BRCindia.com

কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সকপট
অন্য নারীগণ করে সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ ॥
না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তার হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥ ৮ ॥

বিবৃতি।

পাদসেবানিরতা গোপীর কিঙ্করী আমি, আমাকে আলিঙ্গন করুন, অথবা আত্মসাৎ করুন, অথবা অদর্শনজন্য মর্ম্মাহত করুন, সেই গোপবধূবিট্ লম্পটের যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক ; তথাপি তিনি আমার প্রাণনাথ। তদ্ব্যতীত তিনি অন্যকেহ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র পরমপুরুষ। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহারই অনুগমন আমার একমাত্র ধর্ম্ম। আমি স্বেচ্ছাচারিণী নহি যে, তাঁহার অভিলাষের প্রতিকূলে আমার কোন সেবাপ্রবৃত্তি দেখাইতে পারি। জীবের সিদ্ধিতে দেহ বা মন উভয় উপাধিই নাই। সেই কালে নন্দনন্দনের স্বেচ্ছাবিহারক্ষেত্র অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে ব্রজবাসিনীর সহচরী হইয়া সিদ্ধ-দেহে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা একমাত্র কৃষ্ণেচ্ছা-পূরণ করাই প্রেমভক্তির স্বরূপ। জীব কখনই আপনাকে আশ্রয়বিগ্রহ মনে করিবেন না তাহাতেও অহংগ্রহোপাসনা হইয়া

digitized at BRCindia.com

যায়। আশ্রয়জাতীয়ের আনুগত্যই শুদ্ধ জীবাত্মার নির্ম্মল অবস্থিতি। জীব কৃষ্ণের প্রিয় হইলেও তাঁহার গঠনে কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে বিভিন্নাংশ সংশ্লিষ্ট ॥ ৮ ॥

শিক্ষাষ্টকের আটটী শ্লোকেই অভিধেয়-মুখে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম শ্লোকে সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনরূপ সাধন; দ্বিতীয়ে তাদৃশ শ্রেষ্ঠসাধনে নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি, তৃতীয় শ্লোকে শ্রীনামগ্রহণপ্রণালী; চতুর্থে প্রতিকূল বাঞ্ছা বা কৈতব বর্জ্জন; পঞ্চম শ্লোকে স্বরূপ-জ্ঞান; ষষ্ঠে কৃষ্ণসান্নিধ্যে স্বসৌভাগ্যবর্ণন; সপ্তমে উন্নতাধিকারে বিপ্রলম্ভ রসবর্ণন এবং অষ্টম শ্লোকে স্বপ্রয়োজন-সিদ্ধির উপদেশ পাওয়া যায়।

প্রথম পাঁচটী শ্লোকে অভিধেয়-মূলে সম্বন্ধ-জ্ঞানের শিক্ষা। আটটী শ্লোকেই অভিধেয় এবং শেষ তিনটী শ্লোকে প্রয়োজন বিষয়ক শিক্ষা পাওয়া যায়। প্রথম পাঁচটী শ্লোকে অভিধেয় বিচারে "সাধন-ভক্তি", পরের দুইটী শ্লোকে 'ভাবভক্তি' এবং ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শ্লোকে বিশেষতঃ সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে সাধ্য 'প্রেমভক্তি' প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এখানে শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া শ্রোতৃবর্গের শ্রীচরণে প্রণত হইলাম।

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্ম্মতমিদং তত্রাদরঃ নঃ পরঃ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীউপদেশামৃত

ভক্তির প্রতিকূল কি?

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥ ১ ॥

অন্বয়। যঃ (যেই) ধীরঃ (ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছারহিত পণ্ডিত ব্যক্তি) বাচোবেগং (বাক্যের বেগ) মনসঃ বেগং (মনের বেগ) ক্রোধ-বেগং (ক্রোধের বেগ) জিহ্বাবেগং (জিহ্বার বেগ) উদরবেগং (উদরের বেগ) উপস্থবেগং (উপস্থের বেগ) এতান্ বেগান্ (এই ষড়্ বেগ) বিষহেত (ধারণ করিতে সমর্থ) সঃ (তিনি) ইমাং (এই) সর্ব্বাং (সমস্ত) পৃথিবীং (পৃথিবীকে) শিষ্যাৎ (শাসন করিতে পারেন) ॥ ১ ॥

digitized at BRCindia.com

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

শ্রীরাধারমণো জয়তি ॥ শ্রীচৈতন্যং প্রপদ্যেহং সাবধূতং সভক্তকম্। সাদ্বৈতং বিশ্বশক্তীনাং নিধানীকৃতরূপকম্ ॥ শ্রীকৃষ্ণরাধাচরণাব্জসেবনে সদোদ্যতং তদ্বিধিপাবিতাখিলম্। শ্রীরূপগোস্বামিনমাদরেণ তং শৃঙ্গার-সর্ব্বস্বমথোঽনাশ্রয়ে ॥ শ্রীমদ্গোপালভট্টকং তং দীনানুগ্রহকাতরম্। নমামি কৃষ্ণচৈতন্যং ভক্ত্যা তাড়িতভূতলম্ ॥ গোপীনাথঞ্চ তচ্ছিষ্যং রাধারমণ-সেবকম্। প্রপদ্যেহং মুদা গৌরভক্ত্যানেকস্য পালকম্ ॥ যো হি জীবোপদেশস্য শ্রীমদ্রূপপ্রকাশিতঃ। সাধকানামুপকৃতৌ তদ্ব্যাখ্যারভ্যতে ময়া ॥ শ্রীমজ্জীবনলালস্য পৌত্রো ভৃত্যোপি কশ্চন ॥ তমেব স্বগুরুং নত্বা ব্যাখ্যামারভ্যতে মিতাম্ ॥ তত্র প্রথমতঃ। "ক্রোধামর্ষাদিভি-র্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্। কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তিঃ সম্ভাবনা ভবে-দিতি"—ভাগবতে। কারিকাপ্রতিপন্ন-কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিপ্রতিবন্ধক-বাগ্বেগাদি-নিয়মান্ শিক্ষয়তি—বাচ ইতি। সর্ব্বাং পৃথ্বীং শিষ্যাদিতি বাগাদিবেগ-সহনোপযোগেন সংবৃদ্ধয়া ভক্ত্যা সর্ব্বপাবনত্বাৎ। তদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতীতিবৎ সর্ব্বোঽপি জনস্তং শিষ্য এবেত্যর্থঃ। তেন চ তদ্বেগসহনস্য ভক্তিপ্রবেশোপযোগিত্বমেব ন তু সাধনত্বম্। তস্যা স্বপ্রকাশত্বাভ্যুপ-গমাদেবেতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষ্য

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

গুরুকৃপা-বলে লভি সম্বন্ধ বিজ্ঞান। কৃতিজীব হয়েন ভজনে যত্নবান্ ॥
সেই জীবে শ্রীরূপ-গোস্বামিমহোদয়। উপদেশামৃতে ধন্য করেন নিশ্চয় ॥
গৃহী গৃহত্যাগী ভেদে দ্বিপ্রকার জনে। উপদেশ ভেদ বিচারিবে বিজ্ঞগণে ॥

digitized at BRCindia.com

গৃহী প্রতি এই সব উপদেশ হয়। গৃহত্যাগী প্রতি ইহা পরাকাষ্ঠাময়॥
বাক্যবেগ মনোবেগ ক্রোধবেগ আর। জিহ্বাবেগ উদর-উপস্থবেগ ছার॥
এই ছয় বেগ সহি কৃষ্ণনামাশ্রয়ে। জগৎ শাসিতে পারে পরাজিয়া ভয়ে॥
কেবল শরণাগতি কৃষ্ণভক্তিময়। ভক্তিপ্রতিকূল ত্যাগ তার অঙ্গ হয়॥
ছয় বেগ সহি যুক্ত-বৈরাগ্য আশ্রয়ে। নামে অপরাধশূন্য হইবে নির্ভয়ে॥১॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ॥ যৎকৃপাসাগরোদ্ভূতমুপদেশামৃতং ভুবি। শ্রীরূপেণ সমানীতং গৌরচন্দ্রং ভজামি তম্॥ নত্বা গ্রন্থপ্রণেতারং টীকাকারং প্রণম্য চ। ময়া বিরচ্যতে বৃত্তিঃ পীযূষ-পরিবেশনী॥ "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা"—শ্রীভক্তি রসামৃতসিন্ধু। এই কারিকাসম্মত আনুকূল্যের সঙ্কল্প ও প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন সহকারে ভক্তির অনুশীলনই ভজনপরায়ণ ব্যক্তিদিগের নিতান্ত-প্রয়োজন। আনুকূল্যের সঙ্কল্প ও প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন শুদ্ধাভক্তির সাক্ষাৎ অঙ্গ নয়, কিন্তু ভক্তির অধিকারদাতা শরণাপত্তিলক্ষণ-শ্রদ্ধার অঙ্গদ্বয়। যথা "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্‌ রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ"॥—শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু। এই শ্লোকে প্রাতিকূল্য বর্জ্জনের ব্যবস্থা। বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ, এই ছয়টী যে ব্যক্তি বিশেষরূপে সহ্য করিতে সমর্থ হ'ন তিনি এই সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতে পারেন। "ক্রোধামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্। কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তিঃসম্ভাবনা ভবেৎ"।—শ্রীমদ্‌ভাগবত। এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে জানা যায় যে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতা এই সকল উৎপাত মানবের মনে সর্ব্বদা উদয় হইয়া বাক্যের বেগ অর্থাৎ ভূতোদ্বেগ-

digitized at BRCindia.com

কারী বচনপ্রয়োগদ্বারা; মানস বেগ, অর্থাৎ নানাবিধ মনোরথদ্বারা; ক্রোধের বেগ, অর্থাৎ রূঢ়বাক্যাদি প্রয়োগদ্বারা; জিহ্বার বেগ অর্থাৎ মধুর, অম্ল, কটু, লবণ, কষায়, তিক্ত-ভেদে ষড়্বিধ রসলালসাদ্বারা; উদরের বেগ অর্থাৎ অত্যন্ত ভোজনপ্রয়াসদ্বারা, উপস্থের বেগ অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ- সংযোগলালসাদ্বারা মনকে অসদ্বিষয়ে আবিষ্ট করে। সুতরাং চিত্তে ভক্তির শুদ্ধ অনুশীলন হয় না। ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তির চিত্তকে ভক্তিপ্রবণ করিবার জন্য অম্মত্তত্ত্বাচার্য্য শ্রীমদ্রূপগোস্বামী এই শ্লোকটির সর্ব্বাগ্রে অবতরণ করিয়াছেন। উক্ত ষড়্বর্গনিবৃত্তি করিবার চেষ্টাই যে ভক্তি-সাধন তাহা নহে, কিন্তু ভক্তিমন্দিরে প্রবেশের যোগ্যতাসাধন মাত্র। কর্ম্মমার্গে ও জ্ঞানমার্গে এই ষড়্বর্গ নিবৃত্তির উপদেশ আছে, তত্তৎ সাধন-প্রণালী ভক্তের পালনীয় নয়। কৃষ্ণনামরূপচরিতাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন ও অনুস্মরণই সাক্ষাৎ ভক্তি।

ভক্তি অনুশীলন সময়ে উক্ত ষড়্বেগ আসিয়া অপক্ক সাধকের সাধনে প্রতিবন্ধকতা আচরণ করে। সেই সময় ভক্ত অনন্যশরণাগতির ভাবে দশ নামাপরাধদমন চেষ্টার মধ্যে নামবল-কৃপায় এই প্রতিবন্ধকও শুদ্ধ-ভক্তসঙ্গ-প্রভাবে দূর করিতে সমর্থ হ'ন। তদাশ্রয় অপরাধ যথা—"শ্রুত্বাপি নামমাহাত্ম্যং যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ। অহং মমাতিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধ কৃৎ।"—শ্রীপদ্মপুরাণ। ভক্তগণ যুক্ত-বৈরাগ্যপরায়ণ অর্থাৎ শুষ্ক বৈরাগ্যের অধিকারী ন'ন। সুতরাং বিষয়সংস্পর্শাদি পরিত্যাগের ব্যবস্থা তাঁহাদের সম্বন্ধে নাই। মনের বেগ যে অসতৃষ্ণা, তাহা রহিত হইলেই নেত্র-বেগ, ঘ্রাণ-বেগ ও শ্রবণ-বেগ নিয়মিত হয়, অতএব ষড়্বেগজয়কারী আত্মানুগত ব্যক্তি পৃথ্বীজয়ী হ'ন। এই বেগসহনোপদেশ কেবল গৃহীভক্তের পক্ষে, কেন না গৃহত্যাগীর পক্ষে পরাকাষ্ঠারূপ সম্পূর্ণ বেগাদি বর্জ্জন গৃহত্যাগের পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ১ ॥

digitized at BRCindia.com

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

কৃষ্ণেতর কথা বাগ্‌বেগ তার নাম। কামের অতৃপ্তে ক্রোধবেগ মনোধাম॥ সুস্বাদু ভোজনশীল জিহ্বাবেগদাস। অতিরিক্ত ভোক্তা যেই উদরেতে আশ॥ যোষিতের ভৃত্য স্ত্রৈণ কামের কিঙ্কর। উপস্থবেগের বশে কন্দর্পতৎপর॥ এই ছয় বেগ যার বশে সদা রয়। সে জন গোস্বামী করে পৃথিবী বিজয়॥১॥

অনুবৃত্তি

দয়ানিধি গৌরহরি, কলিজীবে দয়া করি, শিক্ষাষ্টকে শিখাইল ধর্ম্ম। তাঁহার শ্রীমুখ হ'তে, যা' শিখিল ভালমতে, প্রভু রূপ জানি সেই মর্ম্ম॥ জীবের কল্যাণ খনি, প্রেমরত্ন মহামণি, গ্রন্থরত্ন সরলে লিখিল। গৌরভক্তকণ্ঠহার, উপদেশামৃত সার, রূপানুগে রূপ নিজে দিল॥ কাল্পনিক নব্যমত, নাম বা করিব কত, ভক্তিপথে যারে বলে ভেল। মায়াবাদী কৃষ্ণ ত্যজি' মুখে শুধু গোরা ভজি, ভোগের বিলাসে বিন্ধি শেল॥ ক্লেশ পায় অবিরত, জড়কামে হ'য়ে হত, উপদেশামৃতে মানে যম। শ্রদ্ধা করি' পাঠ করি', লাভ করে গৌরহরি, জানে রূপপদ বিনা ভ্রম॥ রূপানুগ-জন পদ, লভিবারে সুসম্পদ, রূপানুগজনপ্রীতি তরে। রূপ উপদেশামৃত, শুদ্ধ হরিজনাদৃত, অযোগ্যেও সমাশ্রয় করে॥ গৌর-কিশোর প্রভু, ভকতিবিনোদ বিভু, শুদ্ধভক্তি যেই প্রচারিল সেই শুদ্ধভক্তি-সূচী, বদ্ধজীব যাহে শুচি, পাইবার তরে এক তিল॥

digitized at BRCindia.com

রূপানুগপূজ্যবরা, শ্রীবার্ষভানবীহরা, তাঁহার দয়িতদাসদাস।
রূপানুগ সেবা আশ, শ্রীব্রজপত্তনে বাস, অনুবৃত্তি করিল প্রকাশ॥

পার্থিব অভিনিবেশে ত্রিবিধ বেগ দৃষ্ট হয়। বাগ্‌বেগ, মানসবেগ ও শারীরবেগ। বেগত্রয়ের হস্তে পতিত হইলে জীব মঙ্গললাভ করিতে পারেন না। তজ্জন্য বেগসহনশীল জীব পার্থিব বস্তুর বশীভূত হইবার পরিবর্ত্তে পৃথিবীকে জয় করিতে সমর্থ হ'ন। বাক্যের বেগ বলিতে নির্ব্বিশেষবাদীর শাস্ত্রীয় জল্পনা সমূহ, কর্ম্মকাণ্ড নিরতের কর্ম্মফলের শাস্ত্রযুক্তি ও কৃষ্ণেতর অভিলাষীর যথেচ্ছাভোগপর অনুভবজন্য বাক্যাবলী। ভগবানের সেবনোপযোগী বাক্‌সমূহের প্রবৃত্তিই কেবল বেগসহনের ফল, উহাই বাগ্‌বেগ নহে। অব্যক্ত বাগ্‌বেগ উচ্চার্য্যমাণ না হইলেও কৃষ্ণেতর বিষয়ক অনুভব জন্য বাক্‌চেষ্টা বিশেষ। মনের বেগ দ্বিবিধ; অভিরোধ প্রীতি ও বিরোধযুক্ত ক্রোধ। মায়াবাদীর বিশ্বাসে প্রীতি, কর্ম্মবাদীর বিশ্বাসে আদর ও অন্যাভিলাষীর মতে বিশ্বাস —এই তিন প্রকার অবিরোধপ্রীতি। জ্ঞানী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীর চেষ্টা দেখিয়া নিরপেক্ষ অবস্থানই মনের অব্যক্ত অবিরোধ প্রীতিবেগ। অন্যাভিলাষের অতৃপ্তি জন্য, কর্ম্মফললাভের অতৃপ্তিতে ও মুক্তির অপ্রাপ্তি হেতু ক্রোধ। কৃষ্ণলীলা চিন্তাই মানসবেগসহনের ফল, উহাই মানসবেগ নহে। শারীরবেগ ত্রিবিধ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ। ষড়্‌রসের কোন রস লালসায় উত্তেজিত হইয়া সকলপ্রকার পশুমাংস মৎস্য, কর্কট, ডিম্ব, শুক্রশোণিতজাত শবশ্রেণীস্থ অমেধ্য দ্রব্য, বর্দ্ধনশীল উদ্ভিদ্ লতা

digitized at BRCindia.com

ও শাক, গব্যপ্রকারভেদ প্রভৃতি গ্রহণ করিবার লালসাই জিহ্বার চেষ্টা। অতিরিক্ত লঙ্কা ও অম্ল প্রভৃতি সাধুগণ পরিত্যাগ করেন। হরিতকী, সুপারী প্রভৃতি তাম্বূলোপকরণ, তাম্বূল, ধূম্রপান, গঞ্জিকাদি উৎকট ধূম্রপান, অহিফেন, মদ্য প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন জিহ্বাবেগের অন্তর্ভুক্ত। ভগবানের উচ্ছিষ্টাদি গ্রহণপূর্ব্বক শুদ্ধজীব জিহ্বাবেগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। ভগবন্নৈবেদ্য পরমাস্বাদকর হইলেও উহা প্রসাদভোজীর নিকট জিহ্বাবেগ নহে। পরন্তু ভগবানের বিলাস-সহচর উত্তম সুস্বাদু দ্রব্যসমূহ নিজ জড়ভোগ বাসনার উদ্দেশে প্রসাদের ছলে গ্রহণ করিবার চাতুরী উপস্থিত হইলে উহাও জিহ্বাবেগের অন্তর্গত। ধনীর গৃহস্থিত দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত বহুমূল্য পরমাস্বাদ্য উপকরণাদি অকিঞ্চন বৈষ্ণবের গ্রহণ করিবার পিপাসা জিহ্বাবেগের অন্তর্গত। জিহ্বাবেগ বর্দ্ধন করিতে হইলে নানা-প্রকার অসচ্চেষ্টা ও অসৎসঙ্গ ঘটিবার সম্ভাবনা। "জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।" 'ভাল না পরিবে আর ভাল না খাইবে'॥—চরিতামৃতে। উদরবেগ অনেক সময় জিহ্বাবেগেরই সহচর। উদরবেগগ্রস্ত ব্যক্তি অধিকাংশ সময়ে রোগবিশিষ্ট। অধিক ভোজনচেষ্টা করিতে গেলে নানাপ্রকার সাংসারিক অসুবিধা উপস্থিত হয়। অতিভোজী উপস্থবেগের দাস। কৃষ্ণপ্রসাদ সেবা ও কৃষ্ণব্রত একাদশ্যাদি পালনে ও কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তিতে উদরবেগ নিবৃত্ত হয়। উপস্থবেগ দ্বিবিধ—বৈধ ও অবৈধ। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি

digitized at BRCindia.com

শাস্ত্রীয় বিধিমতে নিশিচর্য্যাপালনপর হইয়া গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম-রক্ষা করিয়া বৈধচেষ্টায় উপস্থবেগ সংযত করেন। অবৈধ উপস্থ-বেগ নানাবিধ। শাস্ত্রীয় সমাজবিধি ত্যাগ করিয়া পরস্ত্রীগ্রহণ,অষ্ট প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ পিপাসা, কৃত্রিম মিথ্যাচার, অবৈধ উপায়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থতা। গৃহস্থ ও উদাসীন উভয়েরই জিহ্বা, উদর ও উপস্থবেগের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বৈরাগি ভাই গ্রাম্যকথা না শুনিবে কাণে। গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে॥ স্বপনেও না কর ভাই স্ত্রী দরশন। গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন॥ যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে। ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে। হৃদয়েতে রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা সেবিবে।" বাক্য, মন ও শরীরের পূর্ব্বকথিত ষড়্‌বিধ চেষ্টা যিনি সম্যক্‌রূপে সহ্য করিতে সমর্থ তিনিই **গোস্বামী**। বেগষট্‌কের হস্তে অবস্থিত থাকিলে জীব **গোদাস** শব্দবাচ্য হ'ন। গোস্বামিগণই কৃষ্ণসেবক। গোদাসগণ মায়ার দাস, সুতরাং কৃষ্ণভক্ত হইতে হইলে গোস্বামীর চরণানুগত্য ব্যতীত অন্য উপায় নাই। অদান্তগো কখনই হরিসেবক হইতে পারেন না—প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, "মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোভিপদ্যেতে গৃহব্রতানাম্। অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিত-চর্ব্বণানাম্। ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ" শ্রীমদ্‌ভাগবত॥ ১॥

digitized at BRCindia.com

ভক্তির কণ্টক কি ?

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥২॥

অন্বয়। অত্যাহারঃ (অধিক সঞ্চয় বা আহরণ) প্রয়াসঃ (ভক্তির প্রতিকূল চেষ্টা) প্রজল্পঃ (অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা) নিয়মাগ্রহঃ (স্বাধিকারগত নিয়ম বর্জ্জন এবং অন্য অধিকারগত নিয়ম গ্রহণ) জনসঙ্গঃ (বিষয়ী, স্ত্রীসঙ্গী, তত্তৎসঙ্গী, মায়াবাদী, ধর্ম্মধ্বজী প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্তসঙ্গ) লৌল্যঞ্চ (অসৎ তৃষ্ণাময় মত গ্রহণ-চাঞ্চল্য) ষড়্ভিঃ (এই ছয়টী দোষদ্বারা) ভক্তির্বিনশ্যতি (ভক্তি বিনাশ লাভ করে)॥ ২ ॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

ইদানীং সাধকচিত্তস্য তাদৃশাভ্যাসাভাবাৎ প্রাকৃতত্বেন তদবস্থায়ামেব ভক্তিবিনাশকপ্রসাধকান্যাহ,—অত্যাহার ইতি দ্বয়েন। প্রয়াসঃ বিষয়োদ্যম-ক্লেশঃ। প্রজল্পো বৃথৈব তত্তন্নিন্দাদিবাগাড়ম্বরঃ। নিয়মাগ্রহঃ প্রাকৃতে বৈষয়িকনিয়মে আগ্রহঃ। যদ্বা, যস্য কস্যাপি ভক্ত্যঙ্গনিয়মস্যাগ্রহণং সাধকস্য রাগাভাবাৎ। বিধিনাপি তদগ্রহে তল্লোভাদিত্যর্থঃ। জনসঙ্গশ্চ। সঙ্গশ্চ যঃ সংসৃতেহেতুঃ, সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ প্রমোদাস্বিতি, সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ শোচ্যেষু ইত্যাদিভিঃ সর্ব্বত্রৈব নিষিদ্ধঃ। লৌল্যং চাঞ্চল্যং তেন ব্যভিচারো-লক্ষ্যতে॥ তস্যাপি পুংশ্চলী চঞ্চলত্ববৎ কদাপি জ্ঞানে কদাপি যোগে কদাপি ভক্তৌ প্রবৃত্তত্বাদ্বিনাশহেতুত্বমিতি ॥ ২ ॥

digitized at BRCindia.com

উপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

অত্যাহার প্রয়াস প্রজল্প জনসঙ্গ। লৌল্যাদি নিয়মাগ্রহ হ'লে ভক্তিভঙ্গ॥ গৃহত্যাগী জনের সঞ্চয় অত্যাহার। অধিক সঞ্চয়ী গৃহী বৈষ্ণবের ছার॥ ভক্তি-অনুকূল নয় সে সব উদ্যম। প্রয়াস নামেতে তার প্রকাশ বিষম॥ গ্রাম্যকথা প্রজল্প নামেতে পরিচয়। মতের চাঞ্চল্য লৌল্য অসতৃষ্ণাময়॥ বিষয়ী যোষিৎসঙ্গী তত্তৎসঙ্গী আর। মায়াবাদী ধর্ম্মধ্বজী নাস্তিক প্রকার॥ সে সব অসৎসঙ্গ ভক্তিহানিকর। বিশেষ যতনে সেই সঙ্গ পরিহর॥ নিয়ম অগ্রহ আর নিয়ম আগ্রহ। দ্বিপ্রকার দোষ এই ভক্ত গলগ্রহ॥ একে স্বাধিকারগত নিয়ম বর্জ্জন। আরে অন্য অধিকার নিয়ম গ্রহণ॥ ২॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

দ্বিতীয় শ্লোকেও কেবল প্রাতিকূল্য বর্জ্জনের কথা। অত্যাহার-প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য এই ছয়টী দোষ ভক্তি-বিরোধী। অত্যাহার অধিক আহরণ বা সংগ্রহ বা সঞ্চয়চেষ্টা। গৃহত্যাগী ভক্তের সঞ্চয় নিষেধ; গৃহিবৈষ্ণবের যাবৎ নির্ব্বাহ সঞ্চয়ের আবশ্যকতা; ততোধিক সঞ্চয়ে অত্যাহার; ভজনপ্রয়াসিগণ বিষয়ীদিগের ন্যায় সেইরূপ করিবেন না, ভক্তি বিরোধিচেষ্টা বা বিষয়োদ্যম। প্রজল্প, কালহরণকারী, অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা। নিয়মাগ্রহ উচ্চাধিকার প্রাপ্তিসময়ে নিম্নাধিকার-গত নিয়মে আগ্রহ এবং ভক্তিপোষক নিয়মের অগ্রহণ এই দুই প্রকার। জনসঙ্গ; শুদ্ধভক্ত-জনসঙ্গ ব্যতীত অন্য জনসঙ্গ। লৌল্য, নানা মতবাদী সঙ্গে অস্থির সিদ্ধান্ত অর্থাৎ চাঞ্চল্য এবং তুচ্ছ বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া। প্রজল্প হইতে সাধুনিন্দা এবং লৌল্য হইতেই অন্যদেবে স্বাতন্ত্র্যাদি বুদ্ধি-জনিত নামাপরাধ হয়॥ ২॥

digitized at BRCindia.com

শ্রীউপদেশামৃত ভাষ্য

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

অত্যন্ত সংগ্রহে যার সদা চিত্ত ধায়। অত্যাহারী ভক্তিহীন সেই সংজ্ঞা পায়॥ প্রাকৃত বস্তুর আশে ভোগে যার মন। প্রয়াসী তাহার নাম ভক্তিহীন জন॥ কৃষ্ণকথা ছাড়ি জিহ্বা আন কথা কহে। প্রজল্পী তাহার নাম বৃথা বাক্য বহে॥ ভজনেতে উদাসীন কর্ম্মেতে প্রবীণ। বহ্বারম্ভী সে নিয়মাগ্রহী অতি দীন॥ কৃষ্ণভক্ত সঙ্গবিনা অন্য সঙ্গে রত। জনসঙ্গী কু-বিষয়বিলাসে বিব্রত॥ নানা স্থানে ভ্রমে যেই নিজ স্বার্থতরে। লৌল্যপর ভক্তিহীন সংজ্ঞা দেয় নরে॥ এই ছয় নহে কভু ভক্তি অধিকারী। ভক্তিহীন লক্ষ্যভ্রষ্ট বিষয়ী সংসারী॥ ২॥

অনুবৃত্তি

জ্ঞানিগণের অতিরিক্ত জ্ঞানসংগ্রহ, কর্ম্মফলবাদিগণের ফল-সঞ্চয়, অন্যাভিলাষিদিগের অতিশয় সংগ্রহই অত্যাহার। জ্ঞানি-গণের জ্ঞানাভ্যাস বিধি, কর্ম্মির তপস্যা ব্রতাদি, অন্যাভিলাষীর স্ত্রী-পুত্র-দ্রবিণাদিবিষয়েই প্রয়াস। জ্ঞানিগণের শাস্ত্রীয় বিতণ্ডা-জন্য পাণ্ডিত্য, কর্ম্মিগণের অনুষ্ঠানপ্রিয়তা, অন্যাভিলাষীর ইন্দ্রিয়-প্রীতিমূলক বাক্যাবলিই প্রজল্প। মুক্তিপ্রাপ্তির উদ্দেশে জ্ঞান শাস্ত্রের নিয়মাবলী গ্রহণে আগ্রহ। ইহামুত্র সুখভোগপ্রাপ্তির উদ্দেশে প্রয়োগ শাস্ত্রের নিয়মের প্রতি আসক্তি, তাৎকালিক সুখপ্রাপ্তির উদ্দেশে ইউটিলিটেরিয়ান্‌দিগের ন্যায় নিজ অবস্থোচিত

digitized at BRCindia.com

বিধির প্রতি মর্য্যাদা স্থাপনই নিয়মাগ্রহ। ভক্তিলাভের নিয়মাদিতে উদাসীন। যথেচ্ছাচারকে অনুরাগমার্গ বলিয়া আপনার গর্হণযোগ্য অবস্থাকে বহুমানন করেন। "শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্।" শ্রীহরিভক্তি-বিলাস। কল্যাণকল্পতরু:—"মন তোরে বলি এ বারতা। অপক্ক বয়সে হায়, বঞ্চিত বঞ্চক পায়, বিকাইলে নিজ স্বতন্ত্রতা॥ সম্প্রদায়ে দোষবুদ্ধি, জানি তুমি আত্মশুদ্ধি, করিবারে হইলে সাবধান। না নিলে তিলক মালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা, নিজে কৈলে নবীন বিধান॥ পূর্ব্বমতে তালি দিয়া, নিজমত প্রচারিয়া, নিজে অবতার বুদ্ধি ধরি। ব্রতাচার না মানিলে, পূর্ব্বপথ জলে দিলে মহাজনে ভ্রম দৃষ্টি করি॥ ফোঁটা দীক্ষামালা ধরি, ধূর্ত্ত করে সুচাতুরি, তাই তাহে তোমার বিরাগ। মহাজন পথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ, পথ প্রতি ছাড় অনুরাগ॥ এখন দেখহ ভাই, স্বর্ণ ছাড়ি লৈলে ছাই, ইহকাল পরকাল যায়। কপট বলিল সবে, ভকতি বা পেলে কবে, দেহান্তে বা কি হবে উপায়॥" "কি আর বলিব তোরে মন। মুখে বল প্রেম প্রেম, বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম, শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন॥ অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ ঝম্প অকস্মাৎ, মূর্চ্ছা প্রায় থাকহ পড়িয়া। এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ, কামিনী কাঞ্চন লভ গিয়া॥ প্রেমের সাধন ভক্তি, তাতে নইল আনুরক্তি, শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে। দশ অপরাধ ত্যজি, নিরন্তর নাম ভজি, কৃপা হইলে সুপ্রেম পাইবে॥ না মানিলে সুভজন, সাধু

digitized at BRCindia.com

সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন, না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ। না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি, দুষ্টফল করিলে অর্জ্জন। অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম, যেন সুবিমল হেম, এই ফল নৃলোকে দুর্লভ। কৈতবে বঞ্চনা মাত্র, হও আগে যোগ্যপাত্র, তবে প্রেম হইবে সুলভ॥ কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই, তবু কাম প্রেম নাহি হয়। তুমি ত বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে প্রেমনাম, আরোপিলে কিসে শুভ হয়॥" "কেন মন কামেরে নাচাও প্রেমপ্রায়। চর্ম্মমাংসময় কাম, জড় সুখ অবিরাম, জড় বিষয়েতে সদা ধায়॥ জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম, চিৎস্বরূপে প্রেম মর্ম্ম, তাহার বিষয় মাত্র হরি। কাম-আবরণে হায়, প্রেম এবে সুপ্তপ্রায়, প্রেমে জাগাও কাম দূর করি॥ শ্রদ্ধা হইতে সাধু সঙ্গে, ভজনের ক্রিয়া রঙ্গে, নিষ্ঠা-রুচি আসক্তি উদয়। আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম প্রাদুর্ভাব, এই ক্রমে প্রেম উপজয়॥ ইহাতে যতন যার, সেই পায় প্রেমসার, ক্রমত্যাগে প্রেম নাহি জাগে। এ ক্রম সাধনে ভয়, কেন কর দুরাশয়, কামে প্রেম কভু নাহি লাগে। নাটকাভিনয় প্রায়, সকপট প্রেম ভায়, তাহে মাত্র ইন্দ্রিয় সন্তোষ। ইন্দ্রিয় তোষণ ছার, সদা কর পরিহার, ছাড় ভাই অপরাধ দোষ॥

নির্ব্বিশেষ জ্ঞানী বা মুক্তিবাদীর সঙ্গ, ফলকামী কর্ম্মীর সঙ্গ এবং আশু ইন্দ্রিয়পরায়ণ লৌকিক সঙ্গই জনসঙ্গ। হরিজন-সঙ্গ লাভ ঘটিলে বিষয়ীজনসঙ্গ আপনা হইতেই বিদূরিত হয়। মুক্তি ও ভুক্তিস্পৃহা এবং লৌকিক ইন্দ্রিয়-সুখ চেষ্টার

digitized at BRCindia.com

বৃত্তিসমূহই লৌল্য। অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ, লৌল্য এই ছয় প্রকার সাধনদ্বারা কৃষ্ণানুগত্য প্রবৃত্তি থাকে না। মায়ার রাজ্যে প্রভু হইবার বাসনা বৃদ্ধি পায় ও কৃষ্ণভক্তিই সর্ব্বোত্তমা এরূপ বুঝিবার শক্তি পর্য্যন্তও বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণের জন্য এই গুলি অনুষ্ঠিত হইলে ভক্তি বৃদ্ধি হয় নতুবা কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রক্ষিপ্ত হইলে ভক্তিমার্গ হইতে বিচ্যুতি ঘটে ॥ ২ ॥

ভক্তির অনুকূল কি ?

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ
তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ
ষড়্ ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥৩॥

অন্বয়ঃ। উৎসাহাৎ (ভক্তির অনুশীলনে উৎসাহ) নিশ্চয়াৎ (দৃঢ়বিশ্বাস) ধৈর্য্যাৎ (অভীষ্ট লাভে বিলম্ব দেখিয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন) তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ (শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গপালন এবং কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগবর্জ্জন) সঙ্গত্যাগাৎ (অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, যোষিৎসঙ্গী-সঙ্গ এবং কৃষ্ণাভক্ত-রূপ দুঃসঙ্গত্যাগ) সতোবৃত্তেঃ (সাধু মহাজনগণ যে সদাচার অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং যে বৃত্তিদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহা হইতে) ষড়্ভিঃ (অর্থাৎ এই ছয়টী দ্বারা) ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি (ভক্তি সিদ্ধ হ'ন) ॥৩॥

digitized at BRCindia.com

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

তত্তদঙ্গানুষ্ঠানে উৎসুকাৎ। নিশ্চয়াৎ বিশ্বাসাৎ। ধৈর্য্যাৎ স্বাভীষ্ট-বিলম্বেঽপি তত্তদঙ্গাশৈথিল্যাৎ। তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ তস্য ভগবদর্থভোগসুখ-পরিত্যাগাদিধর্ম্মস্য করণাদিত্যর্থঃ। তথাচোক্তং—ভাগবতে "এবং ধর্ম্মৈ মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্। ময়ি সংজায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যার্থোঽস্য-বিশিষ্যতে" ইতি। সতো বৃত্তেঃ সদাচারাৎ ॥ ৩ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

আনুকূল্য সঙ্কল্পের ছয় অঙ্গ সার। উৎসাহ বিশ্বাস ধৈর্য্য তত্তৎকর্ম্ম আর ॥ সঙ্গত্যাগ সাধুবৃত্তি করিলে আশ্রয়। ভক্তিযোগ সিদ্ধি লভে সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ ভক্তি অনুষ্ঠানে উৎসাহের প্রয়োজন। ভক্তিতে বিশ্বাস দৃঢ় ধৈর্য্যাবলম্বন ॥ যে কর্ম্ম করিলে হয় ভক্তির উল্লাস। যে কর্ম্ম জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে প্রয়াস ॥ অসৎসঙ্গ ত্যাগে হয় সঙ্গবিবর্জ্জন। সদাচার সাধুবৃত্তি সর্ব্বদা পালন ॥ ত্যাগী ভিক্ষাযোগে আর গৃহী ধর্ম্মাশ্রয়ে। করিবে জীবন যাত্রা সাবধান হ'য়ে ॥৩॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ও ভক্তির অনুশীলন এই দুইটীই ভক্তের আবশ্যক। শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে ভক্তি অনুশীলনের অনুকূল ক্রিয়া ব্যবস্থা। শেষার্দ্ধে ভক্তজীবনের ব্যবস্থা। উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, ভক্তিপোষক কার্য্যানুষ্ঠান, সঙ্গত্যাগ ও সদাচার বা সদ্বৃত্তি হইতে ভক্তি সিদ্ধ হ'ন। উৎসাহ, ভক্তির অঙ্গানুষ্ঠানে ঔৎসুক্য। ঔদাসীন্যে ভক্তি লোপ হয়। আদরের সহিত অনুশীলনই উৎসাহ। নিশ্চয়, দৃঢ় বিশ্বাস। ধৈর্য্য, অভীষ্টলাভে বিলম্ব দেখিয়া সাধনাঙ্গে শৈথিল্য না করা। ভক্তিপোষক কর্ম্ম বিধি ও নিষেধ

digitized at BRCindia.com

ভেদে দ্বিবিধ। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি বিধি। কৃষ্ণের জন্য স্বীয় ভোগ সুখ পরিত্যাগাদি নিষেধ। সঙ্গত্যাগ, অধর্ম্ম, স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রৈণভাবরূপ যোষিৎসঙ্গ, যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গ এবং অভক্ত অর্থাৎ বিষয়ী, মায়াবাদী, নিরীশ্বর ও ধর্ম্মধ্বজীর সঙ্গত্যাগ। সদ্বৃত্তি, সাধুগণ যে সদাচার অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং যে বৃত্তির দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিয়াছেন। গৃহত্যাগী ব্যক্তির ভিক্ষা ও মাধুকরী এবং গৃহস্থ ভক্তের স্ববর্ণাশ্রম বিধিসম্মত বৃত্তি, ইহাই সদ্বৃত্তি ॥ ৩ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

ভজনে উৎসাহ যার ভিতরে বাহিরে। সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি পাবে ধীরে ধীরে ॥ কৃষ্ণভক্তি প্রতি যার বিশ্বাস নিশ্চয়। শ্রদ্ধাবান্ ভক্তিমান্ জন সেই হয় ॥ কৃষ্ণসেবা না পাইয়া ধীরভাবে যেই। ভক্তির সাধন করে ভক্তিমান্ সেই ॥ যাহাতে কৃষ্ণের সেবা কৃষ্ণের সন্তোষ। সেই কর্ম্মে ব্রতী সদা না করয়ে রোষ ॥ কৃষ্ণের অভক্ত-জনসঙ্গ পরিহরি। ভক্তিমান্ ভক্তসঙ্গে সদা ভজে হরি ॥ কৃষ্ণভক্ত যাহা করে তদনুসরণে। ভক্তিমান্ আচরয় জীবনে মরণে ॥ এই ছয় জন হয় ভক্তি-অধিকারী। বিশ্বের মঙ্গল করে ভক্তি পরচারি ॥ ৩ ॥

অনুবৃত্তি

জ্ঞান কর্ম্ম বা অন্যাভিলাষ তাৎপর্য্যে যে সকল সাধন বিধান ও রুচিপ্রদ বিষয় কথা আছে তাহাতে উদাসীন হইয়া সাধনভক্তির অঙ্গবিশেষে উৎসাহ। "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি

digitized at BRCindia.com

সংযমী।”—শ্রীগীতা। ভগবদ্‌ভক্তিই জীবের একমাত্র পুরুষার্থ তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা। জ্ঞান, কর্ম্ম বা অন্যাভিলাষ মার্গত্রয় নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না এবং একমাত্র ভক্তি-মার্গই জীবমাত্রেরই অনুসরণীয় এরূপ স্থিরধারণাই নিশ্চয়। জ্ঞানাদি মার্গত্রয় জীবকে চঞ্চল করায়। একমাত্র ভক্তিপথই শুদ্ধজীবের অবিচলিত মার্গ—এরূপ স্থির বিশ্বাসই ধৈর্য্য। ভক্তিপথ হইতে কোন কালে কাহারও অসুবিধা হইবে না এরূপ ধারণা।

“যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুস্মদঙ্‌ঘ্রয়ঃ। তথা
ন তে মাধব তাবকাঃ ক্কচিৎ ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।”—শ্রীভাগবত। “খণ্ড খণ্ড হই যদি যায় দেহ প্রাণ। তবু আমি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥”—শ্রীচৈতন্য ভাগবত। মুমুক্ষু ও বুভুক্ষুগণের আদিষ্ট কর্ত্তব্যানুষ্ঠানসমূহে কৃষ্ণেতর সেবা জানিয়া উদাসীন থাকিয়া ভক্তির সাধনকে তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন বলে। ভক্তের ত্রিবিধাধিকারের স্ব স্ব উপযোগী অনুষ্ঠান করা এবং এক অধিকারে অবস্থিত হইয়া ভিন্নাধিকারের চেষ্টা প্রদর্শন না করা। জ্ঞানী, কর্ম্মি ও অন্যাভিলাষীকে বিষয়মূঢ় জানিয়া সঙ্গ পরিবর্জ্জন। ভক্তসঙ্গই একমাত্র বাঞ্ছনীয়। ভক্তসঙ্গীকে জ্ঞানী প্রভৃতি অভক্ত সকল তাদৃশ আদর করেন না। সুতরাং বুভুক্ষু বা মুমুক্ষুগণের নিকট আদর পাইবার প্রয়াস করা দূরে যাকু তাহাদের সহিত কোন প্রকার সংস্রব রাখাও উচিত নহে। মুমুক্ষুর বদ্ধাভিমান প্রবল। বদ্ধনিরসন চেষ্টাক্রমে অনিত্য অনুষ্ঠানে প্রয়াসশীল,

digitized at BRCindia.com

বুভুক্ষুর পিপাসাও তাদৃশ তাৎকালিক মাত্র, অন্যাভিলাষীর তো কথাই নাই, এই ত্রিবিধ অনিত্য অভিমানিগণকে ত্যাগ করিয়া নিত্যনামাশ্রিত ভক্তসাধুর বৃত্তি গ্রহণ কর্ত্তব্য। কর্ম্ম, জ্ঞান বা অন্যাভিলাষিতার চেষ্টাসমূহ কখনই ভক্তিপথের সোপান নহে। 'জ্ঞান বৈরাগ্য' ভক্তির কভু নহে অঙ্গ'। ভক্তি ব্যতীত অন্য মার্গত্রয় অসৎ অর্থাৎ নিত্য নহে। 'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈগুর্ণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"—শ্রীভাগবত। সুতরাং ভক্তিমার্গই সাধুর বৃত্তি। তাঁহাদের অনুগমনই ভক্তিপথ। কৃষ্ণসেবায় উৎসাহ, সেবাবিষয়ে নিশ্চয়তা, কৃষ্ণসেবায় অচঞ্চলতা, কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে তত্তদনুষ্ঠান, কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্য সঙ্গ পরিবর্জ্জন, কৃষ্ণভক্তের অনুসরণ এই ছয় প্রকার অনুষ্ঠানে ভক্তি বৃদ্ধি হয় ॥ ৩ ॥

ভক্তিপোষক সঙ্গ কি ?

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি
গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব
ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্ ॥ ৪ ॥

digitized at BRCindia.com

অন্বয়ঃ। দদাতি (ভক্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রীতিপূর্ব্বক দান) প্রতিগৃহ্লাতি (ভক্তদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহণ) গুহ্যমাখ্যাতি (স্বীয় গুপ্তকথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা) পৃচ্ছতি (ভক্তের গুপ্তবিষয় জিজ্ঞাসা করা) ভুঙ্ক্তে (ভক্তদত্ত অন্নাদি ভোজন করা) ভোজয়তে (ভক্তকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান) চৈব ষড়্ বিধং (এই ছয়প্রকার) প্রীতিলক্ষণম্ (সৎসঙ্গরূপ প্রীতির লক্ষণ) ॥ ৪ ॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

ইদানীং ভক্তিপোষকসৎপ্রীতেঃ কার্য্যতটস্থলক্ষণমাহ,—দদাতীতি। স্ফুটমিদম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

অসৎসঙ্গ ত্যজি সাধুসঙ্গ কর ভাই। প্রীতির লক্ষণ ছয় বিচারি সদাই ॥ দানগ্রহ স্ব স্ব গুহ্য জিজ্ঞাসা বর্ণন। ভুঞ্জন ভোজন দান সঙ্গের লক্ষণ ॥ ৪ ॥

পীযুষবর্ষিণী বৃত্তি

জনসঙ্গ ভক্তির প্রতিকূল, সুতরাং ত্যাজ্য। ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে জনসঙ্গশোধক শুদ্ধ ভক্তসঙ্গের প্রয়োজন। ভক্তিপোষক সাধুসঙ্গরূপ প্রীতি এই চতুর্থ শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট। প্রীতিপূর্ব্বক ভক্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভক্তকে দেওয়া, ভক্তদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহণ করা, স্বীয় গুপ্তকথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা, ভক্তের গুপ্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করা, ভক্তদত্ত অন্নাদি ভোজন করা, এবং ভক্তকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান এই ছয়টী সৎপ্রীতির লক্ষণ। এতদ্দ্বারা সাধুসেবা করিবে ॥ ৪ ॥

digitized at BRCindia.com

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

দ্রব্যের প্রদান আর আদান করিলে। গোপনীয় বাক্যব্যয় আর জিজ্ঞাসিলে॥ ভোজন করিলে আর ভোজ্য খাওয়াইলে। প্রীতির লক্ষণ হয় যবে দুই মিলে॥ ভক্তজন সহ প্রীতি সঙ্গ ছয় এই। অভক্তে অপ্রীতি করে ভাগ্যবান্ যেই॥ ৪॥

অনুবৃত্তি

সঙ্গবিষয়ক নিদর্শনের জন্য প্রীতিলক্ষণ কথিত হইয়াছে। মায়াবাদী এবং মুমুক্ষু ফলভোগবাদী বুভুক্ষু বা বিষয়ী, অন্যাভিলাষী এই তিন সম্প্রদায়ের সহিত প্রীতি সংস্থাপন করিলে তাহাদের সঙ্গজ দোষে ভক্তিহানি হয়। মায়াবাদী প্রভৃতি তিন দলকে পরামর্শ বা অন্য কোন দ্রব্যাদি দিতে নাই—অশ্রদ্দধানে হরিনামদান অপরাধের অন্যতম। মায়াবাদী প্রভৃতির নিকট হইতে মোক্ষ ও ভোগবিষয়ক পরামর্শ গ্রহণ করিলে তাহাদের সহিত প্রীতি হয়। মায়াবাদী প্রভৃতি তিনটী দলকে কৃষ্ণভজনের কথা উপদেশ দিতে নাই। ঠাকুর নরোত্তম বলেন, "আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা।" তাঁহাদের গোপনীয় রহস্য শ্রবণের আবশ্যকতা নাই, যেহেতু হরিবিরোধিজন আত্মঘাতী। ঐ ত্রিবিধ দলের নিকট হইতে তাহাদের স্পৃষ্ট কোন বস্তু ভোজন করিতে নাই। ভোজন করিলে তাহাদের কৃষ্ণেতর বিষয়ভোগপ্রবৃত্তির অংশ গ্রহণ করিতে হয়। "বিষয়ীর অন্ন

digitized at BRCindia.com

খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হইলে কভু না হয় কৃষ্ণের ভজন”—শ্রীচরিতামৃত। ত্রিবিধ বিষয়ীকে খাওয়াইতে নাই। ভোজন করান ও ভোজন করা এই উভয় ক্রিয়াতেই পরস্পর প্রণয় বৃদ্ধি হয়। স্বজাতীয় আশয়ে স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত প্রীতি বর্দ্ধিত হইলে জীবের সেই সেই বিষয়ে উন্নতি হয়। বিজাতীয় লোকের সহিত আদান, প্রদান, রহস্যনিবেদন ও শ্রবণ, ভোজন ও ভোজ্যপ্রদান রূপ অনুষ্ঠান পরিহার্য্য ॥ ৪ ॥

মধ্যম ভক্তের ত্রিবিধ বৈষ্ণবসেবন কি ?

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা ॥৫॥

অন্বয়ঃ। যস্য (যাহার) গিরি (মুখে) কৃষ্ণ ইতি (এক কৃষ্ণনাম) তং (এইরূপ কনিষ্ঠ অধিকারীকে) মনসা (স্ব সম্পর্কবোধে মনে মনে) (মধ্যম অধিকারী) আদ্রিয়েত (আদর করিবেন)। চেৎ (যদি) দীক্ষাস্তি (কনিষ্ঠ অধিকারী দীক্ষিত হ'ন) ভজন্তং ঈশম্ (এবং হরি ভজনে প্রবৃত্ত থাকেন অর্থাৎ সদসদ্‌বিচারজ্ঞ মধ্যম অধিকারীকে) তদা প্রণতিভিশ্চ (প্রণামাদি দ্বারা) আদ্রিয়েত (আদর করিবেন) অনন্যং (একান্ত কৃষ্ণাশ্রিত) অন্যনিন্দাদি শূন্যহৃদং (কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য প্রতীতি রহিত হওয়ায় নিন্দাবন্দনাভেদভাবশূন্য হৃদয়) ভজনবিজ্ঞং (মানস সেবাদ্বারা অষ্টকালীয় লীলায় ভজন পারিপাট্যে কুশল এইরূপ মহাভাগবতকে) ঈপ্সিত সঙ্গলব্ধ্যা

digitized at BRCindia.com

(স্বজাতীয় আশয় স্নিগ্ধগণের মধ্যে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উত্তম সঙ্গ জানিয়া) শুশ্রূষয়া (প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা) আদ্রিয়েত (মধ্যম অধিকারী আদর করিবেন) ॥ ৫ ॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

ইদানীং স্বরূপসিদ্ধামেব ভক্তিমুপদিশতি,—কৃষ্ণেতি যস্য গিরীতি। গিরি বাচি শ্রীকৃষ্ণেতি নাম কিন্তু গুরোঃ সকাশাৎ দীক্ষা চেৎ অস্তি। তদা প্রণতিভিরীশং ভজন্তং যতো মানসসেবয়া অষ্টকালীয়ভজনপরিপাটীজ্ঞাতারং অতএব অনন্যং তাদৃশসেবাং বিহায় শ্রীশাদিম্বপ্যননুগতমিত্যর্থঃ। তদুক্তং—"তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহৃতমানসাঃ। যেষাং শ্রীশপ্রসাদোঽপি মনো হর্ত্তুং ন শক্নুয়া"দিতি। অতএব ঈপ্সিতানাং স্বজাতীয়ানাং সঙ্গলাভেন সদৈবান্যাবসরাভাবান্নিন্দাদিশূন্যহৃদয়মিত্যর্থঃ। এতাদৃশং ভক্তিরসিকং মনসা আদ্রিয়েত ইতি। অথবৈবং সম্বন্ধঃ। যস্য গিরি কৃষ্ণেতি তং মনসৈবাদ্রিয়েত চেদ্ যদি দীক্ষাস্তি, তদা ঈশং ভজন্তং তং প্রণতিভিরাদ্রিয়েত। অনন্যং ভজনবিজ্ঞং তু শুশ্রূষয়া আদ্রিয়েত। অন্যনিন্দাদিশূন্যহৃদং তন্তু ঈপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা আদ্রিয়েত ইতি। অত্র চ উত্তরোত্তরং উৎকর্ষো জ্ঞাতব্যঃ। আদিনা দ্বেষাদিপরিগ্রহঃ। তদুক্তং—"সঙ্গস্তেষথতে প্রার্থ্যং সঙ্গদোষহরা হি তে" ইতি ॥ ৫ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

অসৎ লক্ষণ হীন গায় কৃষ্ণনাম। মনেতে আদর তাতে কর অবিশ্রাম ॥ লব্ধদীক্ষা কৃষ্ণ ভজে যেই মহাজন। প্রণমি আদর তারে কর সর্ব্বক্ষণ ॥ ভজনচতুর যেই তাঁর কর সেবা। কৃষ্ণময় সবে দেখে সুবৈষ্ণব যেবা ॥ শত্রু-মিত্র সদসৎ কিছু না বিচারে। সর্ব্বোত্তম সঙ্গ বলি সেবহ তাঁহারে ॥ ৫ ॥

digitized at BRCindia.com

পাযষবার্ষিণী বৃত্তি

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।"—শ্রীভাগবত। এই শিক্ষানুসারে সাধক যতদিন মধ্যম ভক্তপদবীতে থাকেন, ততদিন তিনি ভক্তসেবায় বাধ্য। সর্ব্বত্র কৃষ্ণসম্বন্ধ-দৃষ্টিবশতঃ শক্রমিত্র ভক্তাভক্তাদিভেদ উত্তম ভক্তের নাই। মধ্যম ভক্ত ভজনপ্রয়াসী। এই পঞ্চম শ্লোকে তাঁহার ভক্তগণের প্রতি আচরণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। যোষিৎসঙ্গী প্রভৃতি অভক্তগণকে দূরে রাখিয়া তত্তদ্দোষশূন্য কিন্তু সম্বন্ধতত্ত্বজ্ঞানাভাবহেতু স্বল্পবুদ্ধি কনিষ্ঠগণকে কেবল বালিশ জানিয়া মধ্যম ভক্ত কৃপা করিবেন। তাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া স্ব-সম্পর্কবোধে মনে মনে তাঁহাকে আদর করিবেন। দীক্ষিত (কনিষ্ঠ) ব্যক্তি যদি হরিভজনে প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহাকে প্রণতি দ্বারা আদর করিবেন। অন্যনিন্দাশূন্য মহাভাগবতকে ঈপ্সিতসঙ্গ জানিয়া কৃতার্থবোধে আদর করিবেন। এই প্রকার বৈষ্ণবসেবাই সর্ব্বার্থ সিদ্ধির মূল ॥ ৫ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

কৃষ্ণসহ কৃষ্ণনাম অভিন্ন জানিয়া। অপ্রাকৃত একমাত্র সাধন মানিয়া॥ যেই নাম লয়, নামে দীক্ষিত হইয়া। আদর করিবে মনে স্বগোষ্ঠী জানিয়া॥ নামের ভজনে যেই কৃষ্ণসেবা করে। অপ্রাকৃত ব্রজে বসি সর্ব্বদা অন্তরে॥ মধ্যম বৈষ্ণব জানি ধর তার পায়। আনুগত্য কর তার মনে আর কায়॥ নামের ভজনে যেই স্বরূপ লভিয়া। অন্য বস্তু নাহি দেখে কৃষ্ণ তেয়াগিয়া॥ কৃষ্ণেতর সম্বন্ধ না পাইয়া জগতে। সর্ব্বজনে সমবুদ্ধি করে

digitized at BRCindia.com

কৃষ্ণব্রতে ॥ তাদৃশ ভজনবিজ্ঞে জানিয়া অভীষ্ট। কায়মনোবাক্যে সেব হইয়া নিবিষ্ট ॥ শুশ্রূষা করিবে তাঁরে সর্ব্বতোভাবেতে। কৃষ্ণের চরণ লাভ হয় তাহা হ'তে ॥ ৫ ॥

অনুবৃত্তি

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ"—শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য মতে যাহা হইতে জড়ভোগ-বাসনাত্যক্ত অপ্রাকৃত অনুভব হয়, সেই অনুষ্ঠানকেই বৈষ্ণবগণ দীক্ষা বলেন। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ অভিন্ন অপ্রাকৃত তত্ত্ব এবং শ্রীনামই সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান্ জনের উপাস্য ভজনীয় বস্তু জানিয়া যিনি একমাত্র কৃষ্ণনামাশ্রয় করিয়া কৃষ্ণনাম করেন, তাঁহার কৃষ্ণেতর বাগ্বেগ থাকিতে পারে না। তাদৃশ একমাত্র নামপরায়ণ ভাগবতকে মনের সহিত আদর করিবেন। পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রে শ্রীনামই বিরাজিত আছেন, তাহাতে সম্বন্ধবিবেকের সহিত নামাশ্রয় করিবারই ব্যবস্থা। কৃষ্ণনামাশ্রিত জন ব্যতীত হরিজন হইবার সম্ভবনা নাই। শ্রীসনাতন শিক্ষায় শ্রীচরিতামৃত ২২শ পরিচ্ছেদ—"যাঁহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন। ক্রমে তর ক্রমে তেঁহ ভক্ত হইবে উত্তম ॥ রতি প্রেমে তারতম্যে ভক্তি তম ॥" শ্রীচরিতামৃত মধ্য ১৫শ পরিচ্ছেদ—"সত্যরাজ বলে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে। কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে। প্রভু কহে যাঁর মুখে শুনি একবার। কৃষ্ণনাম সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণ নাম। সেইত

digitized at BRCindia.com

বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান ॥" শ্রীভাগবত একাদশস্কন্ধ—"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজায়াং শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥" যে ভক্ত নামাশ্রয়ে কৃষ্ণভজন করেন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সম্মান করিবে। শ্রীচরিতামৃত মধ্য ১৬শ পরিচ্ছেদ—"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে। সে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে ॥" শ্রীসনাতন শিক্ষায়—'শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্। মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্। শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী। উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারি ॥" শ্রীভাগবতে একাদশে—'ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি সঃ মধ্যমঃ॥' মধ্যম ভাগবতের শ্রীনামে প্রীতি বর্দ্ধিত হওয়ায় তিনি শ্রীনামকে পরমপ্রীতির সহিত অনুক্ষণ কীর্ত্তন-যজ্ঞে আরাধন করিয়া ভগবানে প্রেম স্থাপন করেন। অপ্রাকৃত শ্রীনামে অনুক্ষণ প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া অনুশীলন করিতে করিতে আপনাকে অপ্রাকৃত বুঝিতে পারেন। অপেক্ষাকৃত স্বল্পরুচিবিশিষ্ট ভক্তকে তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া দেন। ভগবানে প্রীতিরহিত জনকে, অপ্রাকৃত স্বরূপের অনুভূতিরহিত কেবল প্রাকৃত জানিয়া তাহার সঙ্গ ত্যাগ করেন। যে ভক্ত নামভজনে স্বরূপ সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, মানস সেবাদ্বারা অষ্টকালীয় লীলায় ভজন-পারিপাট্যে কুশল হইয়া অনন্য এবং কৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত দৃশ্যবস্তুতে অন্য অস্তিত্ব উপলব্ধি না হওয়ায় কৃষ্ণেতর অনুভব-রহিত হইয়া নিন্দাদি ভেদভাবরহিত, এরূপ মহাভাগবতকে স্বজাতীয় আশয় স্নিগ্ধগণের

digitized at BRCindia.com

মধ্যে সকল শ্রেষ্ঠ উত্তমসঙ্গ জানিয়া সেবা করিবেন। শ্রীচরিতামৃত মধ্য ১৬শ পরিচ্ছেদ :—"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান। ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণবলক্ষণ। বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, আর বৈষ্ণবতম॥" ২২শ পরিচ্ছেদ :—"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী। উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারি॥ শাস্ত্রযুক্তে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর। উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥" শ্রীভাগবতে—"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ। (১) মহাভাগবত কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি কৃষ্ণসম্বন্ধ দর্শন করিয়া সমদৃক্। তিনি মধ্যমাধিকারীর ন্যায় কৃষ্ণভজনপরায়ণ এবং কনিষ্ঠাধিকারীর ন্যায় একমাত্র নামপরায়ণ। (২) মধ্যমাধিকারী কৃষ্ণে প্রেম, ত্রিবিধ ভক্তে শুশ্রূষা, প্রণতি ও মানসিক আদর-বিশিষ্ট; বদ্ধজীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য সচেষ্ট ও কৃষ্ণ-দ্বেষীর উপেক্ষা-পরায়ণ, সুতরাং মহাভাগবতের ন্যায় বস্তুমাত্রেরই বাহ্যাভ্যন্তরে সমদৃষ্টিপর নহেন। কল্পনা করিয়া যদি তিনি মহাভাগবতের আচরণ অনুকরণ করেন, তাহাতে তাঁহার কপটতা বৃদ্ধি হইয়া অধোশ্চ্যুতির সম্ভাবনা। (৩) কনিষ্ঠাধিকারী কৃষ্ণ-নামে অখিল মঙ্গল হয় জানিয়া নিজের মঙ্গল বিধান করেন। কিন্তু মধ্যমাধিকারীর আসন যে উচ্চ এবং তাহাই যে তাঁহার ভাবী প্রাপ্যাধিকার, তদ্বিষয় সম্যক্ উপলব্ধি করেন না। মধ্যম ভাগবত কনিষ্ঠ ভাগবতের ন্যায় একমাত্র নামপরায়ণ। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিয়া অপ্রাকৃত ভজন করিবার পরিবর্ত্তে

digitized at BRCindia.com

একমাত্র কৃষ্ণনাম করিতে করিতে নিজ প্রাকৃত অনুভূতিরূপ অনর্থ-হস্ত হইতে ক্রম-মুক্তি লাভ করেন। কনিষ্ঠাধিকারী গুর্ব্বভিমানক্রমে আপনাকে অনেক সময়ে মহাভাগবত মনে করিয়া অধঃপতিত হন ॥ ৫ ॥

প্রাকৃত দৃষ্টিতে অপ্রাকৃত বৈষ্ণবদর্শন হয় কি?

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্ব্বপুষশ্চ দোষৈঃ
ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্‌বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ ॥৬॥

অন্বয়ঃ। ইহ (এই প্রপঞ্চে অবস্থিত) ভক্তজনস্য (ভগবদ্ভক্তের) স্বভাবজনিতৈঃ (নীচবর্ণ, কর্কশতা ও আলস্যাদি স্বাভাবিক দোষ) বপুষশ্চ দোষৈঃ (কদর্য্যবর্ণ, কুগঠন পীড়া জরাদিজনিত কুদর্শন প্রভৃতি বপুদোষ) দৃষ্টৈঃ প্রাকৃতত্বং (প্রাকৃত দৃষ্টিতে) ন পশ্যেৎ (দেখিতে নাই অর্থাৎ প্রাকৃত জীব জ্ঞান করিতে নাই)। যথা বুদ্‌বুদফেনপঙ্কৈঃ (বুদ্‌বুদফেনপঙ্কদ্বারা) গঙ্গাম্ভসাং (গঙ্গাজলের) নীরধর্ম্মৈঃ (নীরধর্ম্ম প্রভাবে) ব্রহ্মদ্রবত্বং (ব্রহ্মদ্রব-ধর্ম্ম অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্ব) ন খলু অপগচ্ছতি (কদাপি পরিত্যাগ করেন না অর্থাৎ আত্মস্বরূপলব্ধ বৈষ্ণবের প্রাকৃতদোষ দেখিতে নাই) ॥ ৬ ॥

digitized at BRCindia.com

উপদেশ-প্রকাশিকা-টীকা

প্রাকৃতিকে লোকে তদ্বদাচারেণ ভক্তস্য প্রাকৃতত্বজ্ঞানেঽপি ন তদ্দৃষ্টিঃ বিধেয়েত্যাহ—দৃষ্টৈরিতি। স্বভাবজনিতৈর্ম্মানসৈর্দ্দেভাদিদোষৈঃ কায়িকৈশ্চ মালিন্যজরাদিভির্ভক্তজনস্তু প্রাকৃতত্বং ন পশ্যেৎ। লোভাদের্ব্যপদেশত্বেন মালিন্যজরাদেশ্চ সিদ্ধস্তচ্ছরীরাসম্ভবত্বেন তথা দৃষ্টৌ অপরাধাপাতাৎ। তদেবাগ্ন্যার্থদর্শনেনাহ—গঙ্গাম্ভসামিতি। ব্যক্তমিদম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত)

নীরধর্ম্মগত ফেনপঙ্কাদিসংযুক্ত। গঙ্গাজল ব্রহ্মতা হইতে নহে চ্যুত ॥ সেইরূপ শুদ্ধ ভক্ত জড়দেহ গত। স্বভাব বপুর দোষে না হয় প্রাকৃত ॥ অতএব দেখিয়া ভক্তের কদাকার। স্বভাবজ বর্ণ কার্কশ্যাদি দোষ আর ॥ প্রাকৃত বলিয়া ভক্তে কভু না নিন্দিবে। শুদ্ধভক্তি দেখি তাঁরে সর্ব্বদা বন্দিবে ॥ ৬ ॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

শুদ্ধভক্তদিগের দোষ দৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে প্রাকৃত জ্ঞান করা উচিত নয়, ইহাই ষষ্ঠ শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে। শুদ্ধ ভক্তের কুসঙ্গ ও নামাপরাধ সম্ভব নয়। বপুগত, স্বভাবগত কিছু কিছু দোষ থাকে যথা কদর্য্য লক্ষণ, পীড়া, কুগঠন, জরাদিজনিত কুদর্শন—এই সকল বপুদোষ। নীচবর্ণ, কর্কশতা ও আলস্যাদি স্বাভাবিক দোষ। যেরূপ নীরধর্ম্মপ্রাপ্ত গঙ্গাজল বুদ্বুদফেনপঙ্কদ্বারা ব্রহ্মদ্রবত্ব পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ আত্মস্বরূপলব্ধ বৈষ্ণবগণ জড়দেহের অনুস্যূত জন্ম ও বিকারধর্ম্মের দ্বারা প্রাকৃতত্ব দোষে দূষিত হইবেন না। সুতরাং ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি শুদ্ধ বৈষ্ণবের তত্তদ্দোষদৃষ্টিক্রমে হেয়জ্ঞান করিলে নামাপরাধী হইবেন॥ ৬॥

digitized at BRCindia.com

শ্রীউপদেশামৃত ভাষ্য

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত তাঁর স্বাভাবিক দোষ। আর তাঁর দেহ-দোষে না করিহ রোষ ॥ প্রাকৃত দর্শনে দোষ যদি দৃষ্ট হয়। দর্শনেতে অপরাধ জানিবে নিশ্চয় ॥ হীন-অধিকারী হয়ে, মহতের দোষ। সিদ্ধভক্তে হীনজ্ঞানে না পাবে সন্তোষ। ব্রহ্মদ্রব গঙ্গোদক প্রবাহে যখন। বুদ্‌বুদ্‌ফেন-পঙ্ক জলের মিলন ॥ অন্যজল গঙ্গালাভে হেয় কভু নয়। তদ্রূপ ভক্তের মল কভু নাহি রয় ॥ সাধুদোষদ্রষ্টা যেই কৃষ্ণ আজ্ঞা ত্যজি। গর্ব্বে ভক্তিভ্রষ্টা হৈয়া মরে অধো মজি ॥ ৬ ॥

অনুবৃত্তি

ভক্তের স্বভাবজনিত দোষসমূহ এবং শরীর দোষ সমূহ দ্বারা প্রাকৃত দর্শনে ভক্তকে দৃষ্টি করিবে না। যেরূপ বুদ্‌বুদ্‌ফেনপঙ্ক গঙ্গাজলে মিলিত হইলেও নীরধর্ম্মপ্রভাবে গঙ্গোদক ব্রহ্মদ্রবধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না তদ্রূপ প্রাকৃত দৃষ্টিতে ভক্তের প্রাকৃত দোষ-সমূহ দেখিয়া তাতে ভক্তির অভাব আছে মনে করিতে হইবে না। "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ" ॥ "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥"—শ্রীগীতা। কৃষ্ণভক্ত, প্রভুবংশে বা আচার্য্যবংশে জন্মগ্রহণ না করিলেও তাঁহাকে "গোস্বামী" "প্রভু" না জানিলে প্রাকৃতদর্শন হয়

digitized at BRCindia.com

মাত্র। প্রভুবংশীয় হরিজন বা আচর্য্যবংশীয় ভক্ত এবং অন্যকুল-প্রসূত হরিজন উভয়েই হরিজন ; তাঁহাদের উভয়ের প্রাকৃত বপুদোষগুণ দৃষ্টি করিতে নাই। শুদ্ধকৃষ্ণভক্তকে লৌকিক দৃষ্টিতে অভক্তের তুল্য পরিচয়ে পরিমিত করিলে অপরাধ হয়। আবার ভক্তিমার্গের কিঞ্চিৎ অনুসরণকারী ব্যক্তি আপনাকে ভক্তাভিমান করিয়া প্রাকৃত দুরাচারসম্পন্ন হইলে উপশাখার আশ্রয়ে ভক্তি হইতে বিচ্যুত হন। যিনি অনন্যশুদ্ধ ভক্ত, তাঁহাতে প্রাকৃত সংসর্গ বা শারীর দুরাচার লক্ষিত হইলে যিনি তদ্দৃষ্টিতে তাঁহাকে হীনবুদ্ধি করেন, তিনি অচিরেই বৈষ্ণবাপরাধী হন। আবার অনন্যভক্তি-লাভ হইবার পূর্ব্বে যাঁহারা প্রাকৃত দৃষ্টিতে দুরাচার থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গদ্বারা ভক্তিবৃত্তি নষ্ট হয়। ভজনবিজ্ঞ ভক্তে দুরাচার থাকিলে তদ্দ্রষ্টা তাঁহাকে দেখিয়া অপরাধী হন। তজ্জন্য প্রাকৃত দৃষ্টির পরিমাণমতে ভক্তদর্শন করিতে নিষেধ। তাদৃশ দুরাচারে অবস্থান, অনন্যভক্তির বিনাশকারক নহে ; পরন্তু অল্পবুদ্ধি দ্রষ্টার চক্ষে বিশেষ অপকারক। যিনি শুদ্ধভক্তকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাঁহার অনন্যভজন দৃষ্টি করেন, অচিরেই তিনি মহা-ভাগবতের তাদৃশ দুরাচারের দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং সাধুতা লাভ করেন। যে সকল ভক্তিপথাশ্রিত বৈষ্ণব কেবলমাত্র প্রভুবংশ্য, আচার্য্যবংশ্য ও বৈষ্ণব-বংশ্যগণের মধ্যে হরিভক্তি আবদ্ধ আছে জানিয়া নিজের প্রাকৃত দর্শনে বপুদোষাদি দৃষ্টি করেন অথবা ভক্তির অলৌকিক চেষ্টাসমূহ বুঝিতে না পারিয়া মহাভাগবতকে খর্ব্বদৃষ্টিতে মধ্যম্‌ভাগবতের অধীন করিবার প্রয়াস পান, তাঁহাদের

digitized at BRCindia.com

ভক্তি হইতে বিচ্যুতি ঘটে। শৌক্রজাতি মদোম্মত্ত হইয়াও সিদ্ধভক্তের আচার বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ করিলে ভক্তি থাকিতে পারে না। জাতরুচি সিদ্ধমহাত্মগণের আচরণ না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে পতিত মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। যেহেতু সিদ্ধমহাত্মা বৈষ্ণবগুরুগণের ব্যবহারাবলীতে কটাক্ষ ও তাঁহাদিগকে হীনজ্ঞানে কখনই জীবের কোন মঙ্গল হয় না। সুতরাং, প্রাকৃত দৃষ্টিতে সিদ্ধভক্তকে কেবল বদ্ধ প্রাকৃত জীবজ্ঞানে শিষ্য মনে করিয়া সৎপথে আনয়নের চেষ্টাই বৈষ্ণবাপরাধ। অজ্ঞাতরতিসাধক ও সিদ্ধভক্তে ভেদ আছে জানিয়া এক ব্যক্তিকে শিষ্য ও অপর ব্যক্তিকে গুরু জানিতে হইবে। গুরুকে উপদেশ দিতে হইবে না। শিষ্যের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে না, ইহাই বিবেচ্য ॥ ৬॥

শ্রীকৃষ্ণনামাদি অনুশীলনের প্রণালী কি ?

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী ॥৭॥

অন্বয়ঃ। নু (অহো) অবিদ্যাপিত্তোপতপ্তরসনস্য (যাহার রসনা অবিদ্যাপিত্ত দ্বারা উত্তপ্ত অর্থাৎ যে অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবিমুখতাবশতঃ অবিদ্যাগ্রস্ত তাহার নিকট) কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতা অপি (শ্রীকৃষ্ণনামগুণ-

digitized at BRCindia.com

চরিতাদিরূপ সুমিষ্ট মিশ্রিও) রোচিকা ন স্যাৎ (রুচিপ্রদ হয় না)। কিন্তু (যদি) আদরাৎ (আদরের সহিত অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া) অনুদিনং (নিরন্তর) খলু সৈব (সেই কৃষ্ণনামচরিতাদিরূপ মিশ্রি) জুষ্টা সতি (সেবন করা যায় তবে) ক্রমাৎ (ক্রমশঃ) স্বাদ্বী ভবতি (সেই কৃষ্ণনাম-চরিতাদি মিশ্রির আস্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়) তদ্গদমূলহন্ত্রী চ ভবতি (এবং কৃষ্ণবিমুখতারূপ জড়ভোগব্যাধিও উপশম হয়) ॥ ৭ ॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

— ইদানীং সাধকচিত্তস্যাস্থিরত্বেন নামগ্রহণাস্তরুচাবপি তদভ্যাসশৈথিল্যং ন বিধেয়মিত্যুপদিশতি—স্যাদিতি। অবিদ্যা অনাদিবৈমুখ্যং সৈব পিত্তং তেনোপতপ্তা কষায়িতা রসনা জিহ্বা যস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপি নু অহো, রোচিকা ন ভবত্যেব কিন্ত্বাদরাৎ সৈব সিতা অনুদিনং জুষ্টা সতী ক্রমাৎ স্বাদ্বী তদ্গদমূলাপরাধহন্ত্রী চ ভবতীত্যর্থঃ॥ ৭ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা
(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

অবিদ্যা পিত্তের দোষে দুষ্ট রসনায়। কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে রুচি নাহি হয় হায়॥ সিতপল প্রায় কৃষ্ণকথা অনুদিন। আদরে সেবিতে রুচি দেন সমীচীন॥ কৃষ্ণ কাম্য বিস্মৃতি অবিদ্যা গদমূল। কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ক্রমে হয়ত নির্ম্মূল॥ সেই ক্রমে কৃষ্ণনামাদিতে আস্বাদন। অনুদিন বাড়ে রুচি হয় অনুক্ষণ॥ ৭ ॥

পীযুষবর্ষিণী বৃত্তি

তৃতীয় শ্লোকে যে সমস্ত ভক্তিপোষক গুণাদি বর্ণিত হইয়াছে তৎসহকারে সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত কৃষ্ণনামাদি অনুশীলনের প্রণালী এই সপ্তম শ্লোকে বলিতেছেন। অবিদ্যাপিত্তোপতপ্ত রসনায় কৃষ্ণনামচরিতাদি-

digitized at BRCindia.com

কীর্ত্তনে রুচির অভাব হয়। কিন্তু আদরের সহিত অনুদিন সেবিত হইলে নামচরিতাদিরূপ মিশ্রি অবিদ্যা রোগকে নাশ করতঃ পরম স্বাদ্বী হইয়া উঠে। কৃষ্ণরূপবিভুচৈতন্য সূর্য্যের কিরণ-কণরূপ জীবনিচয় স্বভাবতঃ কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস্যবিস্মৃতিদোষে জীবগণ অবিদ্যারূপ অজ্ঞানগুণকে বরণ করতঃ স্ব-স্বভাব ত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণনামাদিতে রুচিশূন্য হইয়াছেন। আবার সাধুগুরুপ্রসাদে অনুদিন সেই নামচরিতাদি গান ও স্মরণ করিতে করিতে স্ব-স্বভাব লাভ করেন। যে পরিমাণে স্ব-স্বভাব পুনরুদ্দীপিত হয়, সেই পরিমাণে ক্রমশঃ নামাদিতে রুচি বৃদ্ধি হয়। সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যানাশ হয়। সিতপলই তুলনাস্থল। পিত্তোপতপ্ত রসনায় মিশ্রি প্রথমে ভাল লাগে না, ক্রমশঃ মিশ্রি সেবন করিতে করিতে পিত্ত যত নাশ হয়, ততই মিশ্রি ভাল লাগে। অতএব পরম উৎসাহ, বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের সহিত কৃষ্ণনামোদিত রূপলীলাদি শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ করিবে॥ ৭॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

কৃষ্ণনামরূপগুণলীলা চতুষ্টয়। উপমা মিশ্রির সহ স্বাদ তুল্য হয়॥ অবিদ্যা পিত্তের তুল্য তাতে জিহ্বা তপ্ত। জিহ্বার আস্বাদ-শক্তি তপ্তহেতু সুপ্ত॥ অপ্রাকৃত জ্ঞানে যদি লও সেই নাম। নিরন্তর নাম লৈলে ছাড়ে পীড়াধাম॥ নামমিশ্রি ক্রমে ক্রমে বাসনা শমিয়া। নামে রুচি করাইবে কল্যাণ আনিয়া॥ ৭॥

অনুবৃত্তি

কৃষ্ণনাম চরিতাদি, মিশ্রির সহ উপমা। অবিদ্যা, পিত্তের সহ উপমা। যেরূপ পিত্তোপতপ্ত জিহ্বায় সুমিষ্ট মিশ্রিও

digitized at BRCindia.com

রুচিপ্রদ হয় না, তদ্রূপ অনাদি কৃষ্ণবিমুখতাক্রমে অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের কৃষ্ণনামচরিতাদিরূপ সুমিষ্ট রুচিপ্রদ মিশ্রিও ভাল লাগে না। কিন্তু যদি আদরের সহিত অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ সেই কৃষ্ণনামচরিতাদিরূপ মিশ্রি সেবন করা হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদিরূপ মিশ্রির আস্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করে এবং কৃষ্ণবহির্ম্মুখবাসনারূপ জড়ভোগব্যাধি বিদূরিত হয়। "তচ্চেহেদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র।"—শ্রীপদ্মপুরাণ। অবিদ্যাবশে জীব দেহ, দ্রবিণ, জনতা, আসক্তি এবং ভগবান্ ও তদভাব মায়াকে (অভিন্ন বস্তু জ্ঞানরূপ ভ্রান্তিকে) বহুমানন করিয়া, নিজ স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হয়। কৃষ্ণনাম বলে তাহার অবিদ্যাজাত অভিমান কুজ্ঝটিকার ন্যায় অপগত হয়। সে সময় কৃষ্ণভজনই ভাল লাগে ॥ ৭ ॥

ভজন-প্রণালী কি? ভক্তের বাস কোথায়?

তন্নামরূপচরিতাদি-সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্ ॥৮॥

অন্বয়ঃ। ক্রমেণ (ক্রমপন্থানুসারে) রসনামনসী (কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য রুচিপর রসনাকে এবং কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য চিন্তাপর মনকে) তন্নামরূপচরিতাদি

digitized at BRCindia.com

(সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণলীলার) সুকীর্ত্তনানুস্মৃত্যোঃ (সম্যক্ কীর্ত্তনে এবং অনুক্ষণ স্মরণাদিতে) নিযোজ্য (নিযুক্ত করিয়া) তিষ্ঠন্ ব্রজে (জাতরুচিক্রমে ব্রজে বাসপূর্ব্বক) তদনুরাগিজনানুগামী (ব্রজবাসী জনের অনুগত হইয়া) কালং নয়েৎ (নিখিল কাল যাপন করিবে) ইতি (ইহাই) অখিলং (সমস্ত) উপদেশসারম্ (উপদেশের সার) ॥ ৮ ॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

নমু তাদৃশাভ্যাসো কুত্র স্থিত্বা বিধেশঃ মনশ্চ কুত্র নিযোজ্যমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামুপদেশসারমাহ—তদিতি। তস্যৈব শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বচিত্তাকর্ষকত্বেন তাদৃশরূঢ়্যা যশোদানন্দনত্বেন চ ব্রজে খ্যাতস্য নামরূপচরিতাদিবিষয়িকে যে কীর্ত্তনানুস্মৃতী তয়োঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য ব্রজ এব তিষ্ঠন্ সন্ অখিলং কালং নয়েৎ। নমু, ভক্তেশ্চ ভক্তানুগত্যানুরূপত্বাদ্ভক্তানাং চ দ্বৈবিধ্যাৎ কেঽনুগম্যা ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তদনুরাগিজনানুগামীতি। তং ব্রজং ব্রজস্থলীলান্তঃপাতিনং নরলীলং ভক্তমনুগন্তুং শীলং যেষাং তেষাং গুর্ব্বাদিজনানামিত্যর্থঃ। ব্রজানুরাগিজনানুগামী সন্ নতু পুরাদ্যনুরাগিজনানুগামী সন্ ইতি বা। ভক্তানাঞ্চ তটস্থলীলান্তঃপাতিত্বাদয়ো ভেদা ন প্রীতয়ে অনুরাগায় ইত্যস্য শ্লোকস্য বৈষ্ণব-তোষিণ্যাং দৃষ্ট্যা ইতি ॥ ৮ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

নামাদির স্মৃতি আর কীর্ত্তন নিয়মে। নিয়োজিত কর জিহ্বা চিত্ত ক্রমে ক্রমে ॥ ব্রজে বসি অনুরাগীর সেবা অনুসার। সর্ব্বকাল ভজ এই উপদেশ সার ॥ ৮ ॥

digitized at BRCindia.com

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

এই অষ্টম শ্লোকে ভজন-প্রণালী ও স্থানের ব্যবস্থা। ক্রমোন্নতি প্রণালীতে নৈরন্তর্য্য সাধনাভিপ্রায়ে নামরূপচরিতাদির সুন্দর কীর্ত্তন ও স্মরণবিধি যোগে রসনা ও মনকে নিযুক্ত করিয়া ব্রজে বাস পূর্ব্বক ব্রজরসানুরাগিজনের অনুগত হইয়া নিখিল কাল যাপন করিবে। এই মানস সেবায় মানসে ব্রজবাসেরই প্রয়োজনীয়তা॥ ৮ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

কৃষ্ণ নাম রূপ গুণ লীলা চতুষ্টয়। গুরুমুখে শুনিলেই কীর্ত্তন উদয়॥ কীর্ত্তিত হইলে ক্রমে স্মরণাঙ্গ পায়। কীর্ত্তন স্মরণকালে ক্রম পথে ধায়॥ জাতরুচি-জন জিহ্বা মন মিলাইয়া। কৃষ্ণ-অনুরাগি ব্রজজনানুস্মরিয়া॥ নিরন্তর ব্রজবাস মানস ভজন। এই উপদেশ-সার করহ গ্রহণ॥ ৮ ॥

অনুবৃত্তি

অজাতরুচি সাধক অন্যরুচিপর রসনা ও অন্যাভিলাষী মনকে ক্রমপন্থানুসারে কৃষ্ণনাম রূপ, গুণ, লীলা, কীর্ত্তন ও স্মরণাদিতে নিয়োগ করিয়া জতিরুচিক্রমে ব্রজে বাস করিয়া ব্রজবাসিজনের অনুগমন পূর্ব্বক কালাতিপাত করিবেন। ইহাই অখিল উপদেশ-সার। সাধকজীবনে আদৌ শ্রবণ দশা, তৎকালে কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলা শুনিতে শুনিতে বরণ দশায় উপস্থিত হইলে শ্রুতবিষয়ের কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। নিজ ভাবের

digitized at BRCindia.com

সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে স্মরণাবস্থা। স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, অনুস্মৃতি ও সমাধিভেদে স্মরণ পাঁচপ্রকার। বিক্ষেপমিশ্র স্মরণ, অবিক্ষিপ্ত স্মরণরূপা ধারণা, ধ্যাত বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গভাবনাই ধ্যান, সর্ব্বকাল ধ্যানই অনুস্মৃতি, ব্যবধানরহিত সম্পূর্ণ নৈরন্তর্য্যই সমাধি। স্মরণদশার পরেই আপন দশা। এই অবস্থায় সাধক নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করেন। পরে সম্পত্তি দশায় বস্তুসিদ্ধি। বৈধ ভক্তগণ "কাম ত্যজি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি।" —শ্রীচরিতামৃত। তাহাতে তাহাদের রুচি জন্মে। রুচি জন্মিলে "বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।" "রাগানুগা ভক্তিমুখ্যা-ব্রজবাসিজনে। তার অনুগত ভক্তের রাগানুগা নামে।" "ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥"—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু। 'রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম। তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥ লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রবৃত্তি॥ বাহ্য অভ্যন্তর ইহার দুইত সাধন। বাহ্য সাধক দেহে করি শ্রবণ কীর্ত্তন॥ মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥" "সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা, ব্রজলোকানুসারতঃ।" "নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥" "কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা।" "দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।"—চরিতামৃত।

digitized at BRCindia.com

শান্তরসে গো বেত্র বেণু কদম্বাদি, দাসরসে চিত্রক পত্রক রক্তকাদি, সখ্যরসে বলদেব শ্রীদাম সুদামাদি, বাৎসল্যরসে নন্দ যশোদাদি, মধুর রসে রাধিকা ললিতাদি ব্রজবাসী কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আনুগত্যে মানসসেবনাদিই উপদেশসার ॥ ৮ ॥

ভজনস্থানমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কি ?

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী
তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণা-
ত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ
প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে
সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥৯॥

অন্বয়ঃ। জনিতঃ (শ্রীকৃষ্ণের জন্মনিবন্ধন) বৈকুণ্ঠাৎ (ঐশ্বর্য্যময় পরব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতে) মধুপুরী (মাথুর মণ্ডল অর্থাৎ মথুরা) বরা (শ্রেষ্ঠা)· তত্রাপি (মথুরামণ্ডলের মধ্যে) রাসোৎসবাৎ (রাসোৎসবনিবন্ধন) বৃন্দারণ্যং বরং (বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ)। তত্রাপি (সেই বৃন্দাবনমধ্যে) উদার-পাণি (কৃষ্ণের) রমণাৎ (নানাপ্রকার রমণস্থান বলিয়া) গোবর্দ্ধনঃ বরঃ (শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ)। ইহাপি (এই গোবর্দ্ধনের সন্নিকট)

digitized at BRCindia.com

গোকুলপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) প্রেমামৃতপ্লাবনাৎ (প্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবন-ক্ষেত্র বলিয়া) রাধাকুণ্ডং বরং (শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ)। গিরিতটে (শ্রীগোবর্দ্ধন প্রান্তে) বিরাজিতঃ (বিরাজমান) অস্য (এই শ্রীরাধাকুণ্ডের) কঃ বিবেকী (কোন্ ভজনবিজ্ঞ কৃষ্ণভক্ত) সেবাং ন কুর্য্যাৎ (সেবা না করিবেন) ॥৯॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

তত্র পূর্ব্বং যদ্ ব্রজ এব তিষ্ঠন্ ইত্যুক্ত্বা তত্রাপি কুত্রেত্যত আহ—বৈকুণ্ঠাদিতি। জনিতঃ শ্রীকৃষ্ণাবতারণাদ্ধেতোঃ বৈকুণ্ঠাৎ সকাশাৎ মধুপুরী বরা মাথুরং মণ্ডলমুৎকৃষ্টম্। তত্রাপি রাসোৎসবাদ্বৃন্দারণ্যম্। তত্রাপি উদারপাণেঃ শ্রীব্রজরাজকুমারস্য রমণাৎ ক্রীড়নপ্রাচুর্য্যতঃ। যদ্বা, শ্রীকৃষ্ণস্য উদারপাণৌ রমণাৎ ক্রীড়য়া ধৃতঃ শ্রীগোবর্দ্ধনঃ। ইহাপি শ্রীরাধাকুণ্ডং তত্র হেতুঃ গোকুলেত্যাদি। গোকুলপতেঃ শ্রীগোকুলেন্দ্রস্য যৎ শ্রীরাধাবিষয়কং প্রেমামৃতং তৎ কর্ত্তৃকং যদা প্লাবনং সংব্যাপনং তস্মাদ্ধেতোরিত্যর্থঃ। তদুক্তং—"যদা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং তথা প্রিয়" মিতি। অথবা গোকুলপতিসম্বন্ধি যৎ প্রেমামৃতং তেনৈব ভক্তস্যাপ্লাবনং ভবতি যস্মিন্ ততো এব হেতোরিতি। যস্মাদ্ গিরিতটে বিরাজতঃ প্রকাশমানত্বেন স্থিতস্যাস্য শ্রীকুণ্ডস্য সেবাং কো বা বিবেকী ন কুর্য্যাৎ অপি তু সর্ব্ব এবেতি যথোত্তরং হেতুপ্রকর্ষাত্তত্তৎস্থানস্য চিদ্রূপাবিশেষেঽপি স্বরূপশক্তিস্বাভাবিক বৈচিত্রীবশাদেব শ্রেষ্ঠমিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মাথুরমণ্ডল। তদপেক্ষা বৃন্দাবন যথা রাসস্থল। তদপেক্ষা গোবর্দ্ধন নিত্য কেলিস্থান। রাধাকুণ্ডে তদপেক্ষা প্রেমের বিস্তান ॥ ৯ ॥

digitized at BRCindia.com

পীযুষবর্ষিণী বৃত্তি

ভজনস্থান মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা নবম শ্লোকে প্রদর্শিত হইল। কৃষ্ণজন্মনিবন্ধন ঐশ্বর্য্যময় পরমব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরা শ্রেষ্ঠা। মথুরামণ্ডলের মধ্যে রাসোৎসবনিবন্ধন বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। উদারপাণি শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার রমণস্থান বলিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগোবর্দ্ধন নিকটস্থ শ্রীমদ্রাধাকুণ্ড বিরাজমান। তথায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃতের বিশেষ আপ্লাবন নিবন্ধন তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কোন্ ভজনবিবেকী পুরুষ সেই রাধাকুণ্ডের সেবা না করিবেন? তথায় স্থূলদেহে বা লিঙ্গদেহে নিরন্তর বাস করতঃ পূর্ব্বোক্ত ভজনপ্রণালী অবলম্বন করিবেন ॥ ৯ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা মথুরা নগরী। জনম লভিলা যথা কৃষ্ণচন্দ্র হরি ॥ মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন ধাম। যথা সাধিয়াছে হরি রাসোৎসব কাম ॥ বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন শৈল। গিরিধারী গান্ধর্ব্বিকা যথা ক্রীড়া কৈল ॥ গোবর্দ্ধন হৈতে শ্রেষ্ঠ রাধাকুণ্ডতট। প্রেমামৃতে ভাসাইল গোকুল-লম্পট ॥ গোবর্দ্ধন গিরিতট রাধাকুণ্ড ছাড়ি। অন্যত্র যে করে নিজ কুঞ্জ পুষ্পবাড়ী ॥ নির্ব্বোধ তাহার সম কেহ নাহি আর। কুণ্ডতীর সর্ব্বোত্তম স্থান প্রেমাধার ॥৯॥

অনুবৃত্তি

পরব্যোমধামস্থ বৈকুণ্ঠ অন্যধাম অপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা ভগবানের জন্মনিবন্ধন মাথুরমণ্ডলের শ্রেষ্ঠতা। কৃষ্ণের

digitized at BRCindia.com

রাসস্থলী বৃন্দাবন মথুরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বচ্ছন্দবিহারস্থলী গোবর্দ্ধন বৃন্দাবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণপ্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবনক্ষেত্র বলিয়া গোবর্দ্ধন অপেক্ষা রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ। কোন্ সুবিচক্ষণ সদ্ভক্ত গোবর্দ্ধন গিরিতটে প্রকাশমান শ্রীরাধাকুণ্ড-সেবা বর্জ্জিত হইয়া অন্য সেবায় মনোনিবেশ করিবেন ? শ্রীমহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু শ্রীগৌরহরির হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চতম ভাব রাধাকুণ্ড-সেবাকেই পরম পরাকাষ্ঠাসেবারূপে উপদেশ দিয়াছেন। ইহা শ্রীনিম্বার্কাদি সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবের বা গৌরভক্তিহীন মধুররসাশ্রিত ভক্তগণেরও সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয় ও অগম্য ॥ ৯ ॥

ভজনকারীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে ?

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া
　　ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ
　　প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশ-
　　স্তাভ্যোপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী
　　তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥১০॥

digitized at BRCindia.com

অন্বয়। কর্ম্মিভ্যঃ (সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মনিরত পুণ্যবান্ কর্ম্মী হইতে) পরিতঃ (সর্ব্বতোভাবে) জ্ঞানিনঃ (গুণত্রয়বর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞানী) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয়তয়া (প্রিয় বলিয়া) ব্যক্তিং যযুঃ (শাস্ত্রে উল্লেখ আছে) তেভ্যঃ (সর্ব্বপ্রকার ব্রহ্মজ্ঞানী অপেক্ষা) জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ (জ্ঞান-বিমুক্ত ভক্তিপ্রধান সনকাদি শুদ্ধভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়) ততঃ (সর্ব্ব-প্রকার শুদ্ধ ভক্তগণ অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠ নারদাদি শুদ্ধভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়)। তেভ্যঃ (সর্ব্বপ্রকার প্রেমৈকনিষ্ঠ শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা) তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশঃ (কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়)। তাভ্যোপি (সর্ব্বপ্রকার কৃষ্ণপ্রিয় ব্রজসুন্দরীগণ অপেক্ষা) সা রাধিকা (শ্রীমতী রাধিকা) প্রেষ্ঠা (শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্তপ্রিয়) তদ্বদিয়ং (শ্রীমতী রাধিকা যেরূপ কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়) তদীয়সরসী (শ্রীরাধাকুণ্ডও সেইরূপ কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়)। কঃ কৃতী (কোন্ সৌভাগ্যবান্ কৃষ্ণভক্ত) তাং ন আশ্রয়েৎ (শ্রীরাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃতভাবে বাস করতঃ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকাল-ভজন না করিবেন ?) ॥ ১০ ॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

শ্রীকুণ্ডস্যৈব বরত্বে রাদ্ধান্তপূর্ব্বক হেত্বন্তরমাহ,—কর্ম্মিভ্যঃ ইতি। কর্ম্মিভ্যঃ কাম্যকর্ম্মনিষ্ঠতয়া শ্রীভগবতো বৈমুখ্যাৎ কর্ম্মণা জায়তে ইত্যাদিবৎ কেবলকর্ম্মনিষ্ঠেভ্যঃ সকাশাৎ শ্রীভগবতো ব্রহ্মাখ্যসামান্যাবির্ভাব-সাম্মুখ্যাৎ জ্ঞানিন এব হরেঃ প্রিয়ত্বেন ব্যক্তিং যযুঃ। তেভ্যোপি যে পূর্ব্বং জ্ঞানেন মুক্তাঃ পুনর্ভক্তিপ্রধানাঃ জ্ঞানিচরাঃ সনকাদয়স্তেভ্যোঽপি প্রেমৈকনিষ্ঠা নারদাদয়ঃ। তেভ্যোঽপি তা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভরাদনির্বাচ্যাঃ শ্রীব্রজসুন্দর্য্যো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুঃ। তত্রাপি সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত-বল্লভা ইতি প্রমাণাৎ শ্রীরাধৈব শ্রীহরের্নিরবধিপ্রেমবসতিস্তদ্বদেবেয়ং তদীয়

সরসী চ প্রেষ্ঠা। যতঃ সর্ব্ব তোঽপি বরিষ্ঠাং তাং কঃ কৃতী নাশ্রয়েৎ অনন্যত্বেন শরণং ন গচ্ছেদপি তু সর্ব্ব এবেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর–লিখিত)

চিদন্বেষী জ্ঞানী জড়কর্ম্মী হইতে শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানিচর ভক্ত তদপেক্ষা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানি। গোপীগণে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলি মানি ॥ সর্ব্বগোপী শ্রেষ্ঠা রাধা কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠা সদা। তাঁহার সরসী নিত্য কৃষ্ণের প্রীতিদা। এ হেন প্রেমের স্থান গোবর্দ্ধন তটে। আশ্রয় না করে কেবা কৃতী নিষ্কপটে ॥১০॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

জগতে যতপ্রকার সাধক আছে, সর্ব্বাপেক্ষা রাধাকুণ্ডতটবাসী ভজনকারী শ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণপ্রিয়, তাহা এই দশম শ্লোকে দেখাইতেছেন। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মী হইতে চিদনুসন্ধানকারী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্তভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণ মধ্যে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমভক্তমধ্যে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। সর্ব্ব গোপী মধ্যে শ্রীরাধিকা অত্যন্ত প্রিয়। যেরূপ রাধিকা প্রিয় সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। সুতরাং, যাঁহার পরম সুকৃতি থাকে তিনি অবশ্য শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করতঃ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকাল ভজন করিবেন ॥ ১০ ॥

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত পুণ্যবান্ কর্ম্মী। হরিপ্রিয়জন বলি গায় সব ধর্ম্মী ॥ কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী হরিপ্রিয়তর জন। সুখভোগ-

digitized at BRCindia.com

বুদ্ধি জ্ঞানী না করে গণন ॥ জ্ঞানমিশ্র ভাব ছাড়ি মুক্তজ্ঞানী জন। পরাভক্তি সমাশ্রয়ে হরিপ্রিয় হন ॥ ভক্তিমান্ জন হৈতে প্রেমনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ। প্রেমনিষ্ঠ হৈতে গোপী শ্রীহরির প্রেষ্ঠ ॥ গোপী হৈতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ-প্রিয়তমা। সে রাধাসরসী প্রিয় হয় তাঁর সমা ॥ সে কুণ্ড আশ্রয় ছাড়ি কোন্ মূঢ় জন। অন্যত্র বসিয়া চায় হরির সেবন ॥ ১০ ॥

অনুবৃত্তি

যথেচ্ছাচারপরায়ণ জীবগণ অপেক্ষা সত্ত্বনিষ্ঠ সুকর্ম্মিগণ কৃষ্ণের প্রিয়, কর্ম্মী অপেক্ষা গুণত্রয়বর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞ জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়, জ্ঞানী অপেক্ষা শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়, শুদ্ধভক্ত অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়, প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত অপেক্ষা ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণের প্রিয়, ব্রজসুন্দরীগণ অপেক্ষা শ্রীমতী বার্ষভানবী কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়তমা, তাঁহার কুণ্ডও কৃষ্ণের তাদৃশ প্রিয়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সৌভাগ্যবিশিষ্ট-কৃষ্ণভক্ত অনন্যভাবে শ্রীরাধাকুণ্ডই আশ্রয় করিবেন ॥ ১০ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ডের এত মাহাত্ম্য কেন?

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃপ্রণয়বসতিঃপ্রেয়সিভ্যোপিরাধা
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎপ্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিংপুনর্ভক্তিভাজাং
তৎপ্রেমেদং সকৃদপিসরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি ॥

digitized at BRCindia.com

অন্বয়ঃ। রাধা (শ্রীমতী রাধিকা) কৃষ্ণস্য (শ্রীকৃষ্ণের) উচ্চৈঃ (অতিশয়) প্রণয়বসতিঃ (প্রণয়ের পাত্র) প্রেয়সিভ্যোঽপি তথা (এবং অন্যান্য প্রিয়গণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় পাত্র)। অস্যা কুণ্ডং (শ্রীমতীর কুণ্ড) তাদৃগেব (শ্রীমতীর তুল্য পরমোত্তম) মুনিভিঃ অভিতঃ (সমস্তমুনিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বতো-ভাবে) ব্যধায়ি (শাস্ত্রে বর্ণিত আছে)। যৎ (যে প্রেম) প্রেষ্ঠৈঃ অপি (নারদাদি প্রেষ্ঠবর্গের পক্ষেও) অলং অসুলভং (অত্যন্ত দুর্লভ) কিং পুন-র্ভক্তিভাজাং (সাধকভক্তদিগের তো কথাই নাই) তৎপ্রেম (সেই প্রেম) ইদং সরঃ (এই সরোবর অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ড) সকৃৎ অপি (একবার মাত্র) স্নাতুঃ (ভক্তিভরে স্নানকারিজনকে) আবিষ্করোতি (প্রদান করিয়া থাকেন)॥

উপদেশ-প্রকাশিকা টীকা

নন্থ তদাশ্রয়াৎ কিং মিলতি। তত্র তাদৃশসিদ্ধান্তমেবোপসংহরন্ ততঃ প্রেমোপলব্ধিমাহ—কৃষ্ণস্যেতি। যৎ প্রেম কৃষ্ণপ্রিয়ত্বেন খ্যাতৈর্নারদাদিভিঃ অলং দুর্লভ তদাদীনাং তজ্জাতীয় প্রেমাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। তদপি প্রেমকর্ম্মভূতং কর্ত্তৃভূতং ইদং সরঃ স্নাতুঃ সম্বন্ধে আবিষ্করোতি প্রকটয়তি। তৎ কো নাশ্রয়েদিতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ॥ ১১॥

শ্রীচৈতন্যকৃপা-লেশাৎ তদ্ভক্তানাং মুদে কৃতা। স্বপ্রাজ্ঞাদ্যনুসারেণেত্যুপদে-প্রকাশিকা॥ রাধারমণদাসেন রাধারমণ-সেবিনা। গোবর্দ্ধনোপলালস্য তন্মজেন কৃতা ত্বিয়ম্। ইতি শ্রীউপদেশামৃতটীকা সমাপ্তা।

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত)

সকল প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা বৃষভানুসুতা। তাঁহার সরসী নিত্য শ্রীকৃষ্ণ-দয়িতা॥ মুনিগণ শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্ধারিল। ব্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ বলি কুণ্ডে স্থির কৈল॥ সাধন ভক্তির কথা কি বলিব আর। কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠগণের দুর্লভ

digitized at BRCindia.com

প্রেমসার ॥ নিষ্কপটে সেই কুণ্ডে যে করে মজ্জন। কুণ্ড তাঁরে সেই প্রেম করে বিতরণ ॥ ১১ ॥

পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি

শ্রীরাধাকুণ্ডের স্বাভাবিক মাহাত্ম্য-বর্ণনদ্বারা সাধকের চিত্তে দৃঢ়তা উৎপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে একাদশ শ্লোকের অবতারণা। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রণয়বসতি এবং অন্য-প্রিয়াগণ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। মুনিগণ শাস্ত্রে সেইরূপ উৎকর্ষ শ্রীরাধাকুণ্ড সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। কেবল সাধকভক্তদিগের ত কথাই নাই যে প্রেম নারদাদি প্রেষ্ঠবর্গের পক্ষেও দুর্লভ, তাহা অনায়াসে ভক্তিপূর্ব্বক রাধাকুণ্ডে স্নান করিলে সেই কুণ্ড প্রদান করেন। সুতরাং রাধাকুণ্ডই সমস্ত ভজনপরায়ণদিগের বাসযোগ্য স্থান। অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা-সখীর কুঞ্জে পাল্যদাসীভাবে অবস্থিতি-করতঃ বাহ্যে নিরন্তর নামাশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত ব্যক্তির ভজনচাতুরী ॥ ১১ ॥

আনন্দবৃদ্ধয়ে শ্রীমদ্‌গোস্বামি-বনমালিনঃ। তথা শ্রীপ্রভুনাথস্য স্বথায়াত্মনিবেদিনঃ ॥ স্বস্য ভজনসৌখ্যস্য সমৃদ্ধি-হেতবে পুনঃ। ভক্তিবিনোদ-দাসেন শ্রীগোদ্রুমনিবাসিনা ॥ প্রভোশ্চতুঃশতাব্দেহ দ্বাদশাব্দাধিকে যুগে। রচিতেয়ং সিতাষ্টম্যাং বৃত্তিঃ পীযূষবর্ষিণী ॥ শ্রীশ্রীগোদ্রুম-চন্দ্রার্পণমস্তু ॥

digitized at BRCindia.com

শ্রীউপদেশামৃত ভাষা

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী লিখিত)

শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি। কৃষ্ণপ্রিয় মধ্যে তাঁর সম নাহি ধনী ॥ মুনিগণ শাস্ত্রে রাধাকুণ্ডের বর্ণনে। গান্ধর্ব্বিকা তুল্য কুণ্ড করয়ে গণনে ॥ নারদাদি প্রিয়বর্গে যে প্রেম দুর্ল্লভ। অন্য সাধকেতে তাহা কভু না সুলভ ॥ কিন্তু রাধাকুণ্ডে স্নান যেই জন করে। মধুর রসেতে তার স্নানে সিদ্ধি ধরে ॥ অপ্রাকৃত ভাবে সদা যুগল সেবন। রাধাপাদপদ্ম লভে সেই হরিজন ॥১১॥

শ্রীবার্ষভানবী কবে দয়িতদাসেরে। কুণ্ড-তীরে স্থান দিবে নিজজন ক'রে ॥ উপদেশামৃত ভাষা করিল দুর্জ্জন। পাঠকালে হরিজন করিহ শোধন ॥ উপদেশামৃত ধরি রূপানুগভাবে। জীবন যাপিলে কৃষ্ণকৃপা সেই পাবে ॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপরের যে সকল ভক্ত। কৃষ্ণকৃপা লভিয়াছে গৃহস্থ বিরক্ত ॥ ভাবীকালে বর্ত্তমানে ভক্তের সমাজ। সকলের পদরজঃ যাচে দীন আজ ॥ ভকতি-বিনোদ প্রভু অনুগ যে জন। দয়িত দাসের তাঁর পদে নিবেদন ॥ দয়া করি দোষ হরি' বল হরি হরি। উপদেশামৃত-বারি শিরোপরি ধরি ॥

অনুবৃত্তি

কৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়পাত্র এবং প্রিয়াবর্গের শিরোমণি শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীমতীর কুণ্ড শাস্ত্রে মুনিগণ শ্রীমতীর তুল্য পরমোত্তম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। নারদাদি প্রিয়বর্গেরও যে প্রেম সুলভ নহে, অন্য সাধকভক্তের তো তাহা দূরের কথা ; কিন্তু একবার

digitized at BRCindia.com

মাত্র রাধাকুণ্ডস্নানকারিজনের সেই প্রেম প্রাদুর্ভূত হয়। প্রেমপূর্ণ রাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত বাস ও প্রেমামৃতপ্লাবিত রাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত স্নান অর্থাৎ জীব প্রাকৃত জড়ভোগবাসনায় উদাসীন হইয়া শ্রীমতীর ঐকান্তিক আনুগত্যে মানসভজন করিতে করিতে জীবনাবশেষ এবং জীবিতোত্তরকালে অপ্রাকৃত নিত্যদেহে সাক্ষাৎ নিত্য-সেবা তৎপর হইয়া রাধাকুণ্ডস্নাত জনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রেয়ো লাভ করেন। তাঁহার সৌভাগ্য নারদাদি ভক্তগণেরও দুর্ল্লভ পদবী। বিষয়িগণের কথা দূরে থাকুক, দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য রসাশ্রিত ভক্তগণেরও রাধাকুণ্ড স্নান দুর্ল্লভ। রাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত স্নানের কথা আর অধিক কি বলিব। স্নানকারী শ্রীবার্ষভানবীর পাল্যদাসী হইবার সৌভাগ্য পর্য্যন্ত লাভ করেন ॥১১॥

গোবিন্দ বচনে জানি, ইহাই গৌরাঙ্গ বাণী, অপ্রকট কালে সারকথা।
নীলাচলে সিন্ধুতীরে, শ্রীগৌরাঙ্গ ধীরে ধীরে, বলিল শুনিল ভক্ত তথা ॥১॥

গৌরমুখ-উপদেশ, সর্ব্ব অমৃতের শেষ, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুবর।
কর্ণদ্বারা পান করি, লেখনীতে তাহা ধরি, কলিজীবে দিল ভবহর ॥ ২ ॥

শ্রীরাধারমণ দাস, শ্রীরাধারমণ পাশ, রহি এই শ্লোক একাদশ।
করিল সংস্কৃত টীকা, নাম তার প্রকাশিকা, অকিঞ্চন পায় যাতে রস ॥৩॥

বিস্তারিয়া নিজশক্তি, কলিরাজ প্রেমভক্তি, আচ্ছাদিল যেই মন্দক্ষণে।
দয়াল গৌরাঙ্গ হরি, জীব দুঃখ মনে স্মরি, পাঠাইল এক নিজজনে ॥ ৪ ॥

ভকতিবিনোদবর, পীযূষবর্ষিণী কর, উপদেশামৃত যাঁর মূর্ত্তি।
উপদেশামৃত রত্নে, সংগ্রহ করিয়া যত্নে, জীবে করাইল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি ॥ ৫ ॥

digitized at BRCindia.com

কলিহত জীবগণ, উপদেশামৃত ধন, ছাড়ি কৈল নবীন বিধান।
নদে'-নাগরীর মত, আর বা কহিব কত, কৃষ্ণ ত্যজি মায়ার সন্ধান ॥ ৬ ॥

এহেন সময়ে কলি, মায়াবাদ অস্ত্রে ছলি, কৃষ্ণভক্তি আচ্ছাদন কৈল।
জীবেরে দুর্ব্বল পেয়ে, মিছা ভক্তি ছাঁচ লয়ে, ভবসাগরেতে ডুবাইল ॥ ৭ ॥

বিপ্রলম্ভ মূর্ত্তিমান্, শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান্, সম্ভোগের পুষ্টির লাগিয়া।
প্রচারিল নিজতত্ত্ব, প্রকাশিয়া শুদ্ধসত্ত্ব, ভজ কৃষ্ণ মায়াকে ছাড়িয়া ॥ ৮ ॥

মায়াবাদ উপদেশ, গৌরাঙ্গ-দাসের বেশ, গ্রহণ করিয়া কলিরাজ।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়াইয়া, সম্ভোগের দাস হৈয়া, দেখাইল ছায়া প্রেমসাজ ॥ ৯ ॥

কখন বাউল ব্রত, কখন নাগরী মত, নেড়া সহজিয়া কর্ত্তাভজা।
প্রাকৃত সম্ভোগ কথা, প্রচারয় যথা তথা, নাগরীর গৌরভক্তি ধ্বজা ॥ ১০ ॥

কলিজন হয়ে কেহ, আপনাতে গৌর দেহ, প্রকাশ করয়ে অবতার।
কেহ বলে আমি গুরু, আমাকে ভজন কুরু, কামিনীকাঞ্চন আমি সার ॥ ১১ ॥

গৌরভক্তি নাশ করি, কলি ভাসাইল তরি, পারকীয়-গৌর-প্রেম ছলে।
সখীভেকী গৌরভজা, লইয়া জড়ের মজা, মাতিল আনন্দে কুতূহলে ॥ ১২ ॥

কেহ বলে বিষ্ণুপ্রিয়া, ভজ নিজ প্রাণ দিয়া, রূপানুগ পথ ত্যাগ করি।
রাধাকৃষ্ণ সেবা ত্যজি, থিয়সফি কামভজি, প্রাকৃত ভোগের পথ ধরি ॥ ১৩ ॥

ভূত-প্রেত-বাদ লয়ে, গৌরপ্রেমে মিশাইয়ে, নিজ ভোগে গড়িল গৌরাঙ্গ।
জড়ভোগে গৌরহরি, গড়ায়েছি নিজ হরি, বলে তোরা হবি সাঙ্গোপাঙ্গ ॥ ১৪ ॥

আমার গৌরাঙ্গ লহ, বিষ্ণুপ্রিয়া তার সহ, নবীন ভজন শিখ ভাই।
রূপানুগ রঘুনাথ, নাহি সঙ্গ তার সাথ, নিশ্চয় করিয়া কহি তাই ॥ ১৫ ॥

digitized at BRCindia.com

পার্ষদের যেই মত, তা'তে আমি নহি রত, তাহাতে আমার কার্য্য নাই ।
ভজনেতে আছে দুখ, প্রতিষ্ঠা সম্ভোগ সুখ, তাই ভজি গৌরাঙ্গ নিতাই ॥১৬॥

ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, নাশিয়া জগৎ ভ্রম, বসাইল গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ।
মহাজন পথ ধরি, রাধাকৃষ্ণ সদা স্মরি, ব্রজে ভজে নিজ হিয়া দিয়া ॥ ১৭ ॥

প্রেমভক্তি স্বরূপিণী, রাধাকৃষ্ণ গৌরবিণী, নারায়ণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ।
লক্ষ্মীদেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া, নীলা দেবী ধাম হিয়া, তিনশক্তি রাধাকৃষ্ণ সেবি ॥১৮॥

গোপী অনুগত হয়ে, মানসে সেবিল ত্রয়ে, রাধাকৃষ্ণ গৌর ভগবানে ।
এবে যে নূতন মত, নাগরিয়া কলিহত, ভক্তির নাশক ভক্ত মানে ॥ ১৯ ॥

ভকতিবিনোদ নিজ, প্রভুপদ সরসিজ, আপনে জানিয়া গৌরভৃত্য ।
নরোত্তম পদ স্মরি, মায়াপুরে প্রিয়া হরি, বসাইল জানি নিজ কৃত্য ॥ ২০ ॥

রূপ প্রদর্শিত পথ, স্বচরিত্রে যথাযথ, জগৎ জীবেরে দেখাইল ।
ভকতিবিনোদাশ্রিত, প্রেমভক্তি-সমন্বিত, উপদেশামৃত তার হৈল ॥ ২১ ॥

কলির বঞ্চনা যত, তাহে ভক্ত নহে রত, প্রাকৃত করিয়া তাহে মানে ।
রূপ শিক্ষামৃত যেই, গৌর শিক্ষামৃত সেই, অন্য শিক্ষা না শুনয়ে কানে ॥২২॥

শ্রীগৌরবিমুখ ভাব, রাধাকৃষ্ণ প্রেমভাব, ভকতিবিনোদ দেখে যবে ।
সংসারের দেখি গতি, কৃষ্ণভক্তিহীন মতি, বাতব্যাধি ছলে মৌনী তবে ॥২৩॥

অবলম্বি' জড়ভাব, জড়ত্যাগে ব্রজ লাভ, অনুক্ষণ এই কথা মুখে ।
কৃষ্ণভক্তিশূন্য ধরা, দেখি' প্রকাশিল জরা, অন্তর দশায় ভজে সুখে ॥ ২৪ ॥

মিছা ভক্ত অভিমানে, মূঢ় লোক নাহি জানে, অপরাধ কৈল ভক্ত পায় ।
নিজ ক্ষুদ্র অধিকারে, চায় ভক্তে দেখিবারে অবশেষে অপরাধ হায় ॥ ২৫ ॥

digitized at BRCindia.com

জীবের দুর্গতি হেরি, কত অশ্রুপাত করি, শুদ্ধভক্তি করিতে প্রচার।
আদেশিল ভক্তরাজ, কর গৌরহরি কাজ, এবে তুমি করিয়া আচার ॥২৬॥

হৃদয়ে বলিল কেবা, দয়িতদাসের সেবা, গোপীধন কথার কীর্ত্তন।
পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি, তার কর অনুবৃত্তি, প্রচার করহ অনুক্ষণ॥ ২৭ ॥

বিনোদের পদরেণু, স্মরি যবে আরম্ভিনু, অনুবৃত্তি করিতে লিখন।
অষ্টশ্লোক হ'লে পর, ভকতিবিনোদ বর, বিজয় করিল ব্রজবন ॥ ২৮ ॥

অদ্য শুভ রাধাদিনে, কর কৃপা দীনহীনে, শুদ্ধ ভাগবত হরিজন।
অনুবৃত্তি সমাপিয়া, তব করে সমর্পিয়া, দন্তে তৃণ করিয়া ধারণ ॥ ২৯ ॥

গদাধর দিন ধরি, পাইয়াছ গৌরহরি, ভকতিবিনোদ প্রভুবর।
উপদেশামৃত ধারা, সিক্ত হ'য়ে ভবকারা-সুখমুক্ত হয় যেন নর ॥ ৩০ ॥

চতন্যাব্দ চতুঃশত, অষ্টাবিংশ হলে গত, হৃষীকেশ দ্বাবিংশ দিবসে।
শ্রীব্রজপত্তনে বসি, চিন্তি গৌরপদশশী, লভি সুখ রূপানুগ যশে ॥ ৩১ ॥

অনুবৃত্তি সমাপ্ত।

digitized at BRCindia.com

বিচারে প্রেমভক্তি লাভ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ **বিচার** ।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস ।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥
চৈতন্য-মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে ।
চিত্ত দৃঢ় হৈয়া লাগে মহিমাজ্ঞান হৈতে ॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ ঃ—

শ্রীনাম	হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
	হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
	প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র ।
তুলসী-মালায়	ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥
সংখ্যা নাম	ইহা হৈতে সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে সবার ।
	সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥
শ্রীনামের আচার	কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে ।
	অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে ॥
শ্রীনামের প্রচার	যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ ।
	আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার এই দেশ ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তাই	কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয় ।
'গুরু'তিনিই 'সাধু'	যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয় ॥
	নাচ গাও ভক্ত-সঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন ।
	কৃষ্ণ নাম উপদেশি তার' সর্ব্বজন ॥

digitized at BRCindia.com

কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত নিস্তার॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥

নাম সাধন— কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
শ্রবণ কীর্ত্তন অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনে নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
জাতি-বিচার নাই সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্॥
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বঁড় অভিমান॥
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণ-প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥

শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনই তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

সাপরাধ নামে বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
ভক্তিলতা বীজ তবু ত না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥
অঙ্কুরিত হয় না কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥

নামাভাসে পাপনাশ এক কৃষ্ণ নাম করে সর্ব্বপাপ নাশ।
ভবক্ষয়, মুক্তি প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥

digitized at BRCindia.com

শুদ্ধনামের ফলে প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
অষ্টসাত্ত্বিক বিকার স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার॥
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ নামের ফলে পাই এত ধন॥

নামোদয়ে কৃষ্ণ-প্রেম

হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥

গোস্বামিপাদ-বচন ঃ—

শ্রীগৌরনিতাই জগদ্‌গুরু, তদাশ্রয়ে কৃষ্ণনাম

চৈতন্যনিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥
যদি ভজিবে গোরা সরল কর মন।
কুটীনাটি ছাড়ি ভজ গোরার চরণ॥

কপটতা নিষিদ্ধাচার জীবহিংসা পরিত্যাজ্য

মনের কথা গোরা জানে ফাঁকি কেমনে দিবে।
সরল হলে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে॥
গোরার আমি গোরার আমি মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে॥
লোক দেখান গোরা-ভজা তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥
যদি প্রণয় রাখিতে চাহ গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥

digitized at BRCindia.com

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥
অসাধু সঙ্গে কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নাম বাহিরায় বটে তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয় সদাই নামাপরাধ।
এ সব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥

সাধুসঙ্গেই কৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তি পান

যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
দশ অপরাধ ত্যজ মান অপমান।

যুক্ত বৈরাগ্য সমাশ্রয়ে

অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ লহ কৃষ্ণনাম॥

কৃষ্ণের সংসার কর

কৃষ্ণভক্তির অনুকূল করহ স্বীকার।
কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল কর পরিহার॥
জ্ঞানযোগ-চেষ্টা ছাড় আর কর্ম্মসঙ্গ।
মর্কট বৈরাগ্য ত্যজ যাতে দেহরঙ্গ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি প্রীত হন গৌর-ভগবান্॥
কৃষ্ণ আমায় পালে রক্ষে জান সর্ব্বকাল।
আত্ম-নিবেদন দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥

বর্ণাশ্রম ত্যাগে কৃষ্ণ ভজন ;

এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক শরণ॥

শরণাগত ও অকিঞ্চনের একই লক্ষণ

শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥

digitized at BRCindia.com

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ
কৃষ্ণ তারে তৎকালে করে আত্মসম

অকিঞ্চনতা ভিন্ন কৃষ্ণ ভজন হয় না। — প্রভু কহে বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥

অপ্রাকৃত স্বরূপ-দেহে কৃষ্ণ ভজন — সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তার চরণ ভজয় ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রার্পণমস্তু। ওঁ হরিঃ ওঁ ॥

সমাপ্ত

digitized at BRCindia.com